Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# সমতাই কি জাস্টিস?

ইয়াকুব আলী

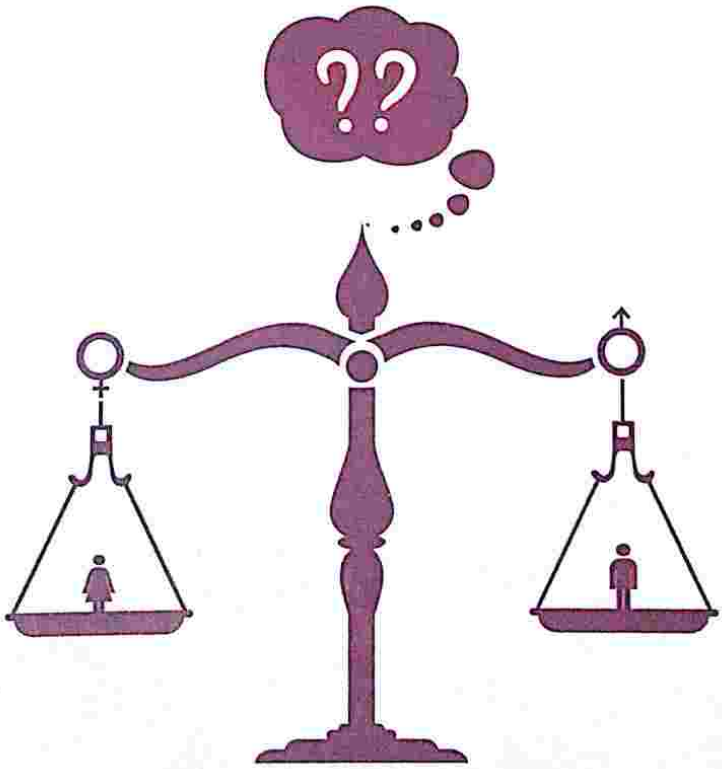


RAINFALL
PUBLICATION

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# যে ফুল দিয়ে গেঁথেছি মালা


পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি নারীর : বৈষম্য নাকি অগ্রাধিকার? ১১

জান্নাতে পুরুষের জন্য হুর; নারীর জন্য কী? ৩১

নারীরা কেন পুরুষের নামাজের ইমামতি করতে পারে না? ৪১

সকল নবীই পুরুষ, কোনো নারী কেন নবী নয়? ৫০

পুরুষের বহুবিবাহ : নারীর স্বার্থহানি নাকি স্বার্থপ্রতিষ্ঠা? ৫৫

পর্দা যদি হয় নারী-পুরুষ উভয়ের, তবে নারীর কথাই কেন আসে? ৭৬

একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমান দুজন নারীর সাক্ষ্য : অবমূল্যায়ন নাকি সুস্তিদান? ৯২

তালাক প্রদানের অধিকার কি কেবল স্বামীর, স্ত্রী কি দিতে পারে না? ১০১


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

## পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি নারীর : বৈষম্য নাকি অগ্রাধিকার?

মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো সম্পদ। সম্পদ ব্যতীত বেঁচে থাকা অসম্ভব। এছাড়া সভ্যতার উন্নতি-অগ্রগতিতেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। যে-কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন হালাল সম্পদ (রিজিক অর্থে) গ্রহণের। বলেছেন, সালাতের পরেই রিজিক (সম্পদ) অন্বেষণে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে।[১] সুতরাং, রিজিকের প্রয়োজনে হলেও সম্পদ লাগবেই। আর সম্পদপ্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম হলো উত্তরাধিকার। ইসলাম পরিপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামের পরিপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। উত্তরাধিকার-সম্পর্কেও রয়েছে ইসলামের পরিষ্কার বণ্টননীতি। উত্তরাধিকার আইনে ইসলামে ছেলেসন্তানের তুলনায় মেয়েসন্তান অর্ধেক সম্পদ পেয়ে থাকে। অনেকে প্রশ্ন করেন, উত্তরাধিকার বণ্টননীতিতে ইসলামে কেন ছেলের তুলনায় মেয়েকে অর্ধেক দেওয়া হলো? কেন তাদের সমপরিমাণ দেওয়া হলো না? এটা কি বৈষম্য নয়?

প্রথমত, যেহেতু আমরা মুসলিম, সুতরাং, আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি, ইসলাম যে নারীঅধিকারের কথা বলে, নারীকে অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে আনে, তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। পুরুষের মতো নারীর জন্যও ইসলামের সকল বিধান কল্যাণকর এবং একই সাথে ইনসাফপূর্ণও; কিন্তু কখনো এমন হয়, কোনো কোনো বিধানের কল্যাণ, রহস্য বা ইনসাফের দিকটি আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। আমাদের ক্ষুদ্র মেধা তা নিরূপণ করতে পারে না। আবার কখনো কোনো নিছক প্রশ্নকারী, অমুসলিম বা বিদ্বেষী কোনো লোকের প্রশ্নের সামনে বিব্রত বোধ

---

[১] সূরা জুমআ, আয়াত : ১৯



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



করি, উত্তর খুঁজি। ফলে মুসলিম হিসেবে আমরা সেটি ইনসাফপূর্ণ ও কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করলেও আমরা ইসলামের সেই বিধানের কার্যকারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকি। এখন আমরা ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে ছেলের তুলনায় মেয়ের অর্ধেক সম্পদপ্রাপ্তির যে-রহস্য, ইনসাফের যে-মানদণ্ড—তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। আর এ জন্য বোঝার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে একজন ছেলের জবানিতে একটি গল্প শুনি—

'ঠিক কত দিন যে মামাবাড়ি যাওয়া হয়ে উঠছে না, মনে-ই নেই। নানা-নানির মৃত্যুর পর মামাবাড়ির পথই যেন ভুলে গিয়েছিলাম। নানা-নানী বেঁচে না থাকলেও মামা যথেষ্ট ভালোবাসেন আমাদের। মা হয়তো কখনো গিয়ে ঘুরে আসেন; কিন্তু আমার যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। ফোনে মামার সাথে কথা হলেই জিজ্ঞেস করেন—'এই কবে আসবি? কত দিন আসিস না, তোরে দেখি না কত দিন। বড় হয়ে মামাকে ভুলে গেছিস!'

মামার কথা শুনে বেশ খারাপ লাগে। অতীত-স্মৃতি মনে পড়ে যায়। ছোটবেলায় চকলেট, বিস্কুট, খেলনা—এটা, ওটা কত কিছু কিনে দেওয়ার বায়না যে ধরেছি, তার ইয়ত্তা নেই। না দিলে হয় মেরেছি নয়তো কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে নানার কাছে বিচার দিয়েছি। শেষবার যেদিন কথা বললাম, খুব খারাপ লেগেছিল। বলেছিলাম, 'মামা, আগামী ঈদে আপনাদের বাড়ি বেড়াতে আসব, ইন শা আল্লাহ।'

সেবার ছোটবোনকে সাথে নিয়ে বেড়াতে গেলাম। দীর্ঘদিন পরে আমাদের পেয়ে মামা-মামির আনন্দ যেন আর ধরে না। তাদের কোনো সন্তান নেই। আমাদের পেয়ে যেন তারা সন্তানকে কাছে পেয়েছেন। পরদিন সকালে মামা আমাকে ১০০০, আর ছোটবোনকে ৫০০ টাকা দিয়ে বললেন—নাও, এটা তোমাদের ঈদবোনাস। আমার দিকে ফিরে বললেন—ওকে নিয়ে মার্কেটে যাও। পছন্দমতো তোমরা কিছু কিনে নিয়ো। আর হ্যাঁ, আব্বু-আম্মুর জন্য সম্ভব হলে কিছু নিয়ো। আমাদের জন্য কিছু আনতে হবে না।

ছোটবোনকে নিয়ে মার্কেটে গেলাম। ওর থ্রি পিস দরকার। ৬০০ টাকা দিয়ে ওকে মোটামুটি একটা থ্রি পিস নিয়ে দিলাম। আব্বুর জন্য ৫০০ টাকায় একটি পাঞ্জাবি, আম্মুর জন্য ৫০০ টাকায় শাড়ি। ১৬০০ টাকা শেষ। নিজের জন্য কিছু তো নিতেই হবে। তাই ৪০০ টাকায় কোনোমতে পাঞ্জাবি নিলাম একটা। মামা ১০০০ টাকা দিলেও এপর্যন্ত ২০০০ টাকা শেষ। আমার নিজের যে ১০০০ ছিল হাতখরচ, সেটাও উধাও।

ছোটবোন বলে উঠল, তার কিছু কসমেটিক্স প্রয়োজন। বললাম, আমার তো টাকা শেষ। ও বলল, আমার কাছে আছে। ১০০ টাকার কসমেটিক্স কেনার পর বলল, ভাইয়া,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



মামির জন্য তো কিছু নেওয়া উচিত। বললাম, টাকা তো নেই, কী দিয়ে কেনব? ও বলল, আচ্ছা, আমি তাহলে কিছু নিই। এরপর ৫০ টাকায় একটি মেহেদি নিল।

হিসাবটা একটু খেয়াল করি, ছেলেকে দেওয়া হয়েছে ১,০০০ টাকা। তার পকেটসহ ব্যয় করেছে ২,০০০ টাকা। মামা-মামির জন্য কিছুই নিতে পারেনি। অন্যদিকে তার বোনকে দেওয়া হয়েছে ৫০০ টাকা। তার সাকুল্যে ব্যয় হয়েছে ১৫০ টাকা। আরও আছে ৩৫০ টাকা।

মামা-মামির জন্য 'কিছু আনতে হবে না' বললেও তার মনে হলো—তার প্রতি মামি কিছুটা ভারমুখ করে আছেন। অন্যদিকে তার বোন তার মামির জন্য যে-মেহেদিটা এনেছে, সেটা মামি আর সে—দুজনে মিলেই ভাগাভাগি করে ব্যবহার করছে। মেহেদি আনায় তার বোনের প্রতি মামি ভীষণ খুশি। অথচ মামির পেছনে মেহেদি বাবদ ছেলেটির ছোটবোনের ব্যয় সাকুল্যে ৫০ টাকা। আরও হিসেব করলে বলা যায় ২৫ টাকা। কারণ, মেহেদি তো দুজনেই ব্যবহার করেছে। মামির খুশিতে মামাও খুশি। কেবল মনঃকষ্ট তাদের ছেলেটির ওপর। কারণ, তাকে ১,০০০ টাকা দেওয়া হলেও তাদের জন্য কিছুই আনেনি সে। আর তার ছোটবোনকে মাত্র ৫০০ টাকা দেওয়া হলেও সে কিছু এনেছে।'

এই প্রতীকী গল্পই আসলে ইসলামে সম্পদ বণ্টননীতির মূল রহস্য প্রকাশ করে। অর্থাৎ, ছেলে যা পাবে তার চেয়ে অনেক বেশি (তা যে-করেই হোক) ব্যয় করতে হবে। আর নারী যা পাবে সে তার ইচ্ছেমতো ব্যয় করবে। কারও জন্য ব্যয় করতে সে বাধ্য নয়।

এখানে গল্পের মামির যে ভারমুখো ভাব, তার কার্যকারণ কতটা যৌক্তিক? মনখারাপের পেছনের যুক্তি আসলে কতটা শক্ত? আদতে কোনো ভিত আছে কি এর? সত্যি করে বলতে—কম কি আসলে ভাইটাকে দেওয়া হয়েছে, না বোনকে? মন খারাপ করা উচিত কার? বোনের প্রাপ্ত টাকা তো রয়েই গেছে। কারণ, তার প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়েছে ভাইয়ের টাকায়। এভাবে তারা কখনো পায় বাবা, স্বামী অথবা সন্তানের টাকায়। তাহলে কম আসলে কে পায়? সত্যি কি, এটা সবাই জানেন, একটু বেশি পেয়ে অনেক ঝামেলা বহন করার চেয়ে একটু কম পেয়ে দায়িত্বমুক্ত থাকাই নিরাপদ; ১০০ টাকা পেয়ে ২০০ টাকা ব্যয়ের চেয়ে ৫০ টাকা পেয়ে তা জমানোই ভালো।

## কুরআনে কারিমে বণ্টন-নির্দেশনা

মূলত কিছু ক্ষেত্রে নারীকে ইসলাম অর্ধেক সম্পত্তি দিয়েছে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে সমান বা বেশি। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


করব। তবে, তার আগে জেনে নিই, কুরআনে কারিমের ঠিক কোথায় কোথায় মিরাস (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে :

কুরআনে কারিমে তিনটি আয়াত রয়েছে—যেখানে সবিস্তারে ও স্পষ্টভাবে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন-সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে : সূরা নিসা : ১১, ১২ ও ১৭৬ নম্বর আয়াতে।

**এক.** সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

*'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকারগত সম্পদ সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান; কিন্তু দুইয়ের বেশি কন্যা থাকলে তারা পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির পিতা ও মাতা প্রত্যেকেই পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর যদি মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হয় এবং শুধু তার পিতা-মাতা উত্তরাধিকারী হলে তার মায়ের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ, আর মৃত ব্যক্তির ভাইবোন থাকলে মা পাবে ১/৬ ভাগ। আর এ-সব (হিসেব) মৃত ব্যক্তির অসিয়তপালন এবং তার ঋণ শোধের পর প্রযোজ্য হবে। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য বেশি উপকারী তা তোমরা জানো না, এও আল্লাহর নির্দেশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।'*

**দুই.** একই সূরার ১২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন—

*'তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে; আর যদি সন্তান থাকে, তবে তোমাদের জন্য তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, তাদের কৃত অসিয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে তবে তোমাদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ স্ত্রীদের জন্যে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের কৃত অসিয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধের পর তাদের জন্যে থাকবে ওই সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ। যদি পিতা-মাতাহীন ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ বা নারীর শুধু একটি ভাই বা একটি ভগ্নি থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য ছ'ভাগের এক ভাগ। যদি তারা তার চেয়ে অধিক হয়, তবে কৃত অসিয়ত কিংবা ঋণ পরিশোধের পরে কারও অনিষ্ট না করে সকলেই তৃতীয়াংশে শরিক হবে। এ হলো আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।'*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



তিন. সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতে এসেছে—

> মানুষ আপনার নিকট ফাতওয়া জানতে চায়; অতএব, আপনি বলে দেন, আল্লাহ তোমাদের 'কালালাহ'র মিরাস-সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ জানিয়ে দিচ্ছেন : যদি কোনো পুরুষ মারা যায় এবং তার কোনো সন্তানাদি না থাকে এবং শুধু একজন বোন থাকে, তাহলে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং তার বোন যদি নিঃসন্তান হয়, (এবং একজন ভাই থাকে) তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তার বোন দুইজন থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান। তোমরা যেন বিভ্রান্ত না হও, এ জন্য আল্লাহ তোমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।'

এছাড়াও কুরআনের আরও যে-সব জায়গায় উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন সম্পর্কিত আয়াতসমূহ হলো : সূরা বাকারার ১৮০ ও ২৪০ আয়াতে, সূরা নিসার ৭-৯, ১৯ এবং ৩৩ নাম্বার আয়াতে এবং সূরা মায়িদার ১০৬-১০৮ নাম্বার আয়াত।

## কে পাবেন কতটুকু?

নারী শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ। এটি কেবল মেয়েকেই ধারণ করে না; বরং এর অর্থ স্ত্রী, মা, মেয়ে, বোন, নানি, দাদি, ফুফু বা খালাকেও বোঝায়। নারীরা সব সময়-ই কি ছেলেদের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পান, না কখনো সমান আবার কখনো ছেলেদের তুলনায় বেশিও পান? এখানে বেশকিছু ক্যাটাগরি রয়েছে। আমরা কেবল তাদেরই আলোচনা করতে চাই—যারা সম্পত্তি পাবেন। তাই প্রথমত এগুলোকে ৩ টি ভাগে উল্লেখ করতে চাই[১] :

**বারো অবস্থায় নারী একজন পুরুষের চেয়ে বেশি পেয়ে থাকেন। যেমন—**

[১] কোনো নারী তার স্বামী এবং একজন মেয়েসন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করলে মেয়ে তার মায়ের সম্পদের অর্ধেক পাবে আর স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ।

[২] স্বামীর সাথে কোনো নারীর দুই মেয়ে থাকলে দুই মেয়ে পাবে দুই তৃতীয়াংশ আর স্বামী এক চতুর্থাংশ।

---

[১] এই অংশটি রচনার সময় মিসরের জাতীয় ফাতওয়া বোর্ডের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার অনুসরণ করা হয়েছে। আশা করি, এই বিশ্লেষণে পাঠক দারুণভাবে উপকৃত হবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



[৩] মৃত নারী যদি একাধিক ছেলেসন্তানের সাথে এক মেয়ে রেখে যান তাহলে সে ভাইদের থেকে বেশি পাবে।

[৪] যদি মৃত নারী তার স্বামী, বাবা, মা ও দুই মেয়ে রেখে যায় তবে দুই মেয়ে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ পাবে; কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় যদি মেয়ের পরিবর্তে দুই ছেলে থাকত তবে তারা নিশ্চিতভাবে দুই মেয়ের তুলনায় কম পেত। কেননা, এখানে অন্যান্য ওয়ারিসদের তাদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর যা বাকি থাকে সেটুকুই হলো ছেলের অংশ। সুতরাং, স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ, বাবা ও মা উভয়ে পাবে এক ষষ্ঠাংশ করে এবং বাকি অংশ পাবে দুই ছেলে—যা দুই তৃতীয়াংশ তো নয়ই, বরং অর্ধেকের চেয়েও কম।

[৫] ঠিক একই ধরনের আরেকটি অবস্থা দুই সহোদর বোনের ক্ষেত্রে। যদি মৃত নারীর ওয়ারিসদের মধ্যে স্বামী, দুই সহোদর বোন/মেয়ে এবং মা থাকে তখন দুই বোন দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ পায়; কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় যদি দুই বোনের জায়গায় দুই ভাই থাকত তখন ওই দুই ভাই মিলে এক তৃতীয়াংশের বেশি পেত না।

[৬] তেমন একই অবস্থায় বৈমাত্রেয় দুই বোন বৈমাত্রেয় দুই ভাইয়ের চেয়ে বেশি পায়।

[৭] অনুরূপ যদি কোনো নারীর ওয়ারিসদের মধ্যে স্বামী, বাবা, মা ও মেয়ে থাকে তবে মেয়ে মূল সম্পদের অর্ধেক পাবে; কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় ছেলে থাকলে পেত তার চেয়ে কম। যেহেতু তার প্রাপ্যাংশ হলো অংশীদারদের দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ।

[৮] কোনো নারীর ওয়ারিস যদি হয় স্বামী, মা ও এক সহোদর বোন তখন ওই সহোদর বোন অর্ধেক সম্পদ পাবে—যা তার স্থানে সহোদর ভাই হলে পেত না।

[৯] ওয়ারিস যদি হয় স্ত্রী, মা, বৈপিত্রেয় দুই বোন এবং দুই সহোদর ভাই তখন দূরের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও বৈপিত্রেয় দুই বোন দুই সহোদরের চেয়ে বেশি পাবে। যেহেতু বৈপিত্রেয় বোনদ্বয় পাবে এক তৃতীয়াংশ, আর দুই সহোদর পাবে অবশিষ্টাংশ—যা এক তৃতীয়াংশের চেয়েও কম।

[১০] যদি কোনো মৃত নারীর স্বামী, বৈপিত্রেয় বোন ও দুই সহোদর ভাই থাকে সেক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় বোন এক তৃতীয়াংশ পাবে। অথচ এই দুই সহোদর অবশিষ্টাংশ থেকে যা পাবে তা ওই বোনের এক চতুর্থাংশেরও কম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDFCompressor by DLM Infosoft


[১১] ওয়ারিস যদি হয় বাবা, মা ও স্বামী এক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত অনুসারে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ, আর বাবা পাবে এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ, মায়ের অর্ধেক।

[১২] স্বামী, মা, বৈপিত্রেয় বোন ও দুই সহোদর ভাই ওয়ারিস হলে এক্ষেত্রে ওই বোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও সহোদর ভাই দুজনের দ্বিগুণ পাবে।

**দশ অবস্থায় একজন নারীর অংশ পুরুষের সমান। যেমন—**

[১] ছেলের ছেলে থাকলে পিতা-মাতা সমান অংশ পাবে।

[২] বৈপিত্রেয় ভাই-বোন সব সময় সমান অংশ পায়।

[৩] বৈমাত্রেয় ভাই-বোন থাকলে সব ধরনের বোনেরা (সহোদরা, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয়) বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সমান পাবে।

[৪] শুধু ঔরসজাত মেয়ে ও মৃতের ভাই একসাথে থাকলে উভয়ে সমান অংশ পাবে। (মেয়ে পাবে অর্ধেক আর বাকি অর্ধেক পাবে চাচা)।

[৫] 'নানি' বাবা ও ছেলের সাথে সমান অংশ পায়।

[৬] মা ও বৈপিত্রেয় দুই বোন স্বামী ও সহোদর ভাই এর সাথে সমান অংশ পায়।

[৭] 'সহোদর বোন' স্বামীর সাথে ওয়ারিস হলে সহোদর ভাইয়ের সমান অংশ পাবে। অর্থাৎ, সহোদর বোনের পরিবর্তে সহোদর ভাই হলে যে-অংশ পেত ঠিক সহোদরাও একই অংশ পাবে। অর্থাৎ, মূল সম্পদের অর্ধেক পাবে।

[৮] বৈমাত্রেয় বোন সহোদর ভাইয়ের সমান অংশ পায় যদি মৃত ব্যক্তির স্বামী, মা, বৈপিত্রেয় এক বোন এবং একজন সহোদর ভাই থাকে। এ অবস্থায় স্বামী মূল সম্পদের অর্ধেক, মা এক ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় ভাই এক ষষ্ঠাংশ এবং বাকি এক ষষ্ঠাংশ পাবে সহোদর ভাই।

[৯] নির্দিষ্ট অংশধারী ওয়ারিস এবং আসাবা-সূত্রে পাওয়ার মতো কেউ না থাকলে নিকটতম রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়রা সমান অংশ পাবে। যেমন : মেয়ের ছেলে, মেয়ের মেয়ে, মামা ও খালা ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিস না থাকলে এদের সবাই সমান অংশ পাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


[১০] তিন প্রকারের নারী এবং তিন প্রকারের পুরুষ কখনো সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় না। এক্ষেত্রেও একজন নারী সমান অধিকার ভোগ করছে পুরুষের।

**চার অবস্থায় নারী মিরাস পায়; কিন্তু তার সমমানের পুরুষ বঞ্চিত হয়। যেমন—**

[১] ওয়ারিস যদি হয় স্বামী, বাবা, মা, মেয়ে ও নাতনি (ছেলের মেয়ে) এক্ষেত্রে নাতনী এক ষষ্ঠাংশ পাবে। অথচ একই অবস্থায় যদি নাতনির পরিবর্তে নাতি (ছেলের ছেলে) থাকত তখন এই নাতি কিছুই পেত না। যেহেতু নির্ধারিত অংশীদারদের দিয়ে অবশিষ্টাংশই তার প্রাপ্য ছিল। অথচ এ অবস্থায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই তার প্রাপ্তির খাতাও থাকে শূন্য।

[২] স্বামী, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয় বোন থাকা অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন এক ষষ্ঠাংশ পাবে। অথচ তার স্থানে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকত তবে সে কিছুই পেত না, যেহেতু তার জন্য নির্ধারিত অংশ নেই।

[৩] অনেক সময় দাদি মিরাস পায়, কিন্তু দাদা বঞ্চিত হয়।

[৪] মৃত ব্যক্তির যদি শুধু নানা ও নানিই ওয়ারিস হিসেবে থাকে তখন সব সম্পত্তি পাবে নানি। নানা কোনোকিছুই পাবে না।

**নারী কেবল চার অবস্থায় পুরুষের অর্ধেক পায়। যেমন—**

[১] ছেলে থাকা অবস্থায় মেয়ে ও নাতি (ছেলের ছেলে) থাকা অবস্থায় নাতনি (ছেলের মেয়ে) অর্ধেক পায়।

[২] ছেলে ও স্বামী বা স্ত্রী না থাকলে 'মা' পিতার অর্ধেক পায়।

[৩] 'সহোদরা বোন' সহোদর ভাইয়ের সাথে ওয়ারিস হলে অর্ধেক পায়।

[৪] 'বৈমাত্রেয় বোন' বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে ওয়ারিস হলে।[১]

ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে যাদের অংশ নির্ধারিত, তাদের বলা হয় 'জাবিল ফুরুজ'। এরা নেওয়ার যদি কিছু থাকে তবে তাই যারা পায় অথবা জাবিল ফুরুজদের

---

[১] *হুকুকুল মারআতি ফিল-মীরাস*, মুহাম্মাদ আকীফ ফুরকান, পৃষ্ঠা : ১৬-২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



নেওয়ার পরে কিছুই বাকি না থাকলে যারা বঞ্চিত হয় তাদের বলা হয় 'আসাবা'। নির্ধারিত অংশ আছে ৮ জন নারীর জন্য এবং ৪ জন পুরুষের জন্য। নারী ৮ জন হলো; স্ত্রী, কন্যা, ছেলের কন্যা, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রীয় বোন, মা এবং দাদি/ নানি। আর পুরুষ ৪ জন হলো; পিতা, দাদা, বৈপিত্রীয় ভাই এবং স্বামী। এখানেও নারীদের আধিক্য। একেবারে দ্বিগুণ।

তাহলে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকার-সূত্রে একজন নারী একজন পুরুষের সমান বা বেশি সম্পত্তি পেয়ে আসছে। তবে কিছু সময় তিনি অর্ধেক পাচ্ছেন। এগুলো হিসেব বাদ দিয়ে এই ৪টা পয়েন্টকে সামনে রেখে কিছু নারীবাদী ইসলামের দিকে তির্যক মন্তব্য ছুড়ে দেন। এবার আমরা ইসলামের এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানের কারণ খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

**প্রথমত :**

অর্থ-বিত্ত যার প্রয়োজন পড়বে, তাকেই দেওয়া উচিত। যার প্রয়োজন হবে না, তাকে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। এরপরও যদি দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে অতিরিক্ত। যেমন, ধরুন, আপনি পিপাসায় কাতর। এখন কেউ আপনাকে দামি মধু এনে দিল। আপনি তাতে খুশি না বিরক্ত হবেন? আবার আপনার বন্ধুর কাছে পানি আছে। সে আপনার কাছে এলো খাবার চাইতে। এখন আপনি কি তাকে আরও পানি দেবেন নাকি খাবার দেবেন? অবশ্যই তাকে আপনার খাবার দেওয়া উচিত। আর আপনার পিপাসায় আপনাকে পানি দেওয়া উচিত। মধু, খাবার বা অন্যকিছু নয়। কারণ, পানির চাহিদা খাবারে মিটবে না। হ্যাঁ, যদি পানির সাথে খাবার বা অন্যকিছু দেয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ইসলাম নারীর ক্ষেত্রে এই সোনায় সোহাগার কথাই বলেছে। অর্থাৎ, ইসলাম নারীর সকল অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব পুরুষকে দিয়েছে। নারীকে বানিয়েছে সংসারের রানি। পুরুষ উপার্জন করবে, আর নারী তা ভোগ করবে।

**নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি**

একজন নারীর জীবনকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছি। নারী কখনো মেয়ে, কখনো বোন, কখনো মা, স্ত্রী, নাতনি, কখনো-বা ভাতিজি। সর্বোপরি নারী সমাজেরই অংশ, দেশের নাগরিক। এ সকল অবস্থায় নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব, যেমন : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান শিক্ষা, চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা—এগুলোর দায়িত্ব পুরুষের। সে থাকবে রানির আসনে। পুরুষ হবে তার বডিগার্ড, তার প্রয়োজনীয়



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


সকল কিছুর সরবরাহকারী। তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সময়কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

## [ক] বিবাহপূর্ব অবস্থা

ইসলামি শরিয়ত একজন নারীর জন্মের পর থেকে বিয়ে পর্যন্ত মেয়ের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা দেওয়ার সকল দায়িত্ব তার বাবার কাঁধে তুলে দিয়েছে। বাবার অনুপস্থিতিতে ভাই তা পূরণ করবে। তাকে তার সকল চাহিদা মেটাতে কোনো কাঠখড়ি পোড়াতে হবে না। একদম বিয়ে পর্যন্ত সে এই সুযোগ পাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে-ব্যক্তি তার তিনজন কন্যার ভরণপোষণ করল, তাকে শিষ্টাচার শেখাল, (সৎ পাত্রের) সাথে বিবাহ দিল এবং তাদের সাথে সদাচরণ করল—তার জন্য জান্নাত অবধারিত হলো।[১] সারকথা হলো, মেয়ে বা বোনের জন্মের পর থেকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তাদান এবং সদাচরণসহ সৎ পাত্রের সাথে বিবাহদান বাবা বা ভাইয়ের কেবল কর্তব্য নয়, দায়িত্বও।

## [খ] বিবাহ-পরবর্তী অবস্থা

বিবাহের পর স্ত্রীর সকল দায়িত্ব স্বামীর। স্বামী তার সকল প্রয়োজন মেটাতে বাধ্য। শুধু তাই নয়; বরং বিয়ের সময় একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মোহর স্বামী তাকে প্রদান করে। এই মোহরগ্রহণ নারীর জন্য একটি চমৎকার গিফট আর তা প্রদান করা স্বামীর জন্য ফরজ বা আবশ্যকীয় বিধান। মোহর ছেড়ে দেওয়ার জন্য স্ত্রীকে জোর করা বৈধ নয় আর এ জন্য অনুরোধ করা কাপুরুষতা। মহান আল্লাহ বলেন—

> *'আর তোমরা আনন্দচিত্তে স্ত্রীদের মোহর দিয়ে দাও। যদি তারা নিজেরাই সন্তুষ্টচিত্তে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তোমরা তা সানন্দে গ্রহণ করতে পারো।'*[২]

এবার তুলনামূলক আলোচনা করা যাক—ছেলে যখন সাবালক তখন তার দায়িত্ব নিজের; কিন্তু মেয়ের ক্ষেত্রে কেবল সাবালিকা নয় বরং বিবাহের আগ পর্যন্ত তার

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৫১৪৭

[২] সূরা নিসা, আয়াত : ০৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



সকল দায়িত্ব বাবা অথবা ভাইয়ের। একজন ছেলে যখন বিয়ে করে তখন তার স্ত্রীর জন্য মোহরের অর্থের ব্যবস্থা করতে হয়; অথচ নারীর কোনো ঝামেলা নেই; বরং সে হয় তা গ্রহীতা। পক্ষান্তরে বিয়ের পর নিজের দায়িত্ব, স্ত্রীর দায়িত্ব, ছেলে-মেয়ে হলে তার দায়িত্ব প্রয়োজন হলে পিতা-মাতা এবং ভাই-বোনের সকল দায়িত্বও পুরুষকে নিতে হয়। এবার অর্থের আবশ্যকীয়তা হিসেব করি। নারীর কখনোই অর্থের আবশ্যকতা নেই; কারণ, তার প্রয়োজনপূরণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেই; বরং তা অন্য পুরুষের কাঁধে।

আর পুরুষের জন্য কতটুকু প্রয়োজন তা একটু হিসেব করি। নিজের জন্য, স্ত্রীর মোহরের জন্য, স্ত্রীর বাকি জীবনের জন্য, অনাগত সন্তানের প্রত্যেকের জন্য (ধরি, সন্তান ৪ জন), প্রয়োজনে বাবার জন্য, মায়ের জন্য, যদি ২ জন ভাই-বোন থাকে তাদের জন্য একটি করে ভাগ। মোটামুটি ১১ ভাগের ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। যুক্তি বলে, নারীর জন্য কোনো ভাগের প্রয়োজন নেই, পুরুষের জন্য ১১ টি ভাগ রাখা প্রয়োজন।

অথচ ইসলাম নারীকে দিয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ। ভাইকে দিয়েছে দুই ভাগ। নারী এই এক ভাগ এবং স্বামীর থেকে পাওয়া মোহরসহ আরও যেখানে যা পাবে তা সংরক্ষিতই থাকবে। অন্যদিকে পুরুষকে দুই ভাগ পেয়েও বাকি ৯ ভাগের জন্য সারা দিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আয় করতে হবে।

আলোচনা মনে হয় একটু তাত্ত্বিক হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণের মাধ্যমে সহজে বোঝার চেষ্টা করি। আচ্ছা ধরি—

এক লোকের দুই সন্তান; এক মেয়ে ও এক ছেলে। তিনি ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে মারা গেলেন। পুত্র ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করল এবং কন্যা লাভ করল ১ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। ২ লক্ষ টাকা লাভ করার পর পুত্রের দায়িত্ব হলো, তার নিজের এবং বোনসহ নিজের পরিবার দেখাশোনা করা। এ কাজে তার পুরো ২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি খরচ হয়ে যেতে পারে। আবার কিছু থাকতেও পারে।

যেমন : তার নিজের এবং বোনের পড়াশোনাসহ অন্যান্য খরচ বাবদ দেড় লাখ টাকা শেষ। এবার বোনের বিয়ে দিতে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন খরচ লাগল ৫০ হাজার টাকা। ভাইয়ের দুই লাখ শেষ। ভাইয়ের নিজের বিয়ের জন্য এবার এক লাখ টাকা জোগাড় করতে হবে। ধরে নিই, ঋণ নিয়ে শুরু করল নতুন জীবন। অন্যদিকে বোনের নিজের এক লাখ-সহ মোহরের এক লাখ মিলিয়ে নতুন জীবনে বোন দুই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



লাখ টাকার মালিক আর ভাই এক লাখ টাকা খাণী। বোনের দায়িত্ব স্বামী নেবে। আর ভাই নিচ্ছে নিজের এবং আরেক মেয়ের দায়িত্ব।

ইসলামি আইন অনুসারে, বোন কারও জন্য এক পয়সাও খরচ করতে বাধ্য নয়। চাইলে পুরো দুই লাখ টাকাই সে নিজের কাছে রেখে দিতে পারে। ব্যাবসায় বিনিয়োগ বা কাউকে দানও করতে পারে। এই টাকা সে তার স্বামীকেও দিতে বাধ্য নয়। ইচ্ছে হলে দিতে পারে আবার নাও দিতে পারে। উলটো নারীর জন্য তার সকল প্রয়োজনীয় অর্থ স্বামীর থেকে নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

বিজ্ঞ পাঠক, আপনিই বলুন, সম্পত্তি কি নারী কম পেল, না পুরুষ? সমান সম্পদ দিয়ে নারীকে যদি কাঠফাটা রোদে লাঙলচাষের দায়িত্ব দেওয়া হয় বা রিক্সা চালাতে দেওয়া হয় অথবা অন্য কোনো কঠিন কাজে বাধ্য করা হয় তবে সেটা কি তার অধিকার দেওয়া হলো? এরপরও উলটো তার ভাই যদি বলে, না, আমাকে তো অনেক কম সম্পদ দেওয়া হয়েছে। তখন তার কেমন লাগবে?

## দ্বিতীয়ত :

অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের। যেমন : ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, বা চাকরি-বাকরি করে অর্থ উপার্জন করা। এ সকল উপার্জনের ক্ষেত্রেই আয়ের জন্য অর্থ প্রয়োজন। কেননা, Money begets money টাকায় টাকা আনে। আপনি কাউকে টাকা ছাড়া বিশাল বাজার করতে দেবেন এটা কি হয়? কিছু অর্থ তাকে দেন আর বাকিটা সে উপার্জন করে নেবে। আর বাজারের লিস্ট যাকে দেবেন না, তাকেও কিছু গিফট হিসেবে দেন। তারও কিছু ইচ্ছে আহ্লাদ থাকতে পারে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে ওপরের গল্পে। অর্থাৎ, যার দায়িত্ব তাকে বেশি দেন, যার দায়িত্ব নেই তাকে কিছু অর্থ দেন; যাতে সে তার শখের জিনিস কিনতে পারে। মানুষের শখ বলে কিছু থাকে না? থাকে তো।

এখানে আপনার মনে বেশকিছু প্রশ্ন আসতে পারে বলে মনে হয়। মনে যে-প্রশ্নগুলো আসতে পারে তা হলো—

[১] মেনে নিলাম যে, অর্থনৈতিক সকল সমস্যা থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে এর সকল দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। তো, এটা কি নারীর প্রতি করুণা নয়? নারী কি পুরুষের করুণা নিয়ে বেঁচে থাকবে? নিজের পায়ে কি দাঁড়াবে না? এতে কি তার মাথা নীচু হয়ে যাবে না?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, কোনো মেয়ের অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে এর সকল দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে, এটা তার ওপর কোনো করুণা নয়; বরং তা নারীর অধিকার। আমরা জানি যে, অধিকার আর করুণা এক নয়। করুণাপ্রার্থী করুণা না পেলে তা পাওয়ার জন্য আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না; কিন্তু অধিকারবঞ্চিত ব্যক্তি তার অধিকার ফিরে পেতে আইনের সহায়তা চাইতে পারেন।

যেমন, আপনি কোনো ভিক্ষুককে দান করলেন। সেটা তার প্রতি করুণা। আপনি ভিক্ষুককে দান না করলে তা পাওয়ার জন্য সে আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না; কিন্তু আপনি চাকরি করে যে-অর্থ বা বেতন পান তা আপনার জন্য মালিকের পক্ষ থেকে করুণা নয়, বরং তা আপনার অধিকার। সে আপনাকে ঠিকমতো বেতন দিতে বাধ্য। না দিলে আপনি আইনের সহায়তা চাইতে পারেন।

ঠিক তেমনি নারীর জন্য পুরুষের থেকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং নিরাপত্তা পাওয়াটা করুণা নয়, বরং এগুলো তার অধিকার। দায়িত্বশীল পুরুষ যদি তা পূরণ না করে তবে নারী চাইলে এগুলো পাওয়ার জন্য আইনের সহায়তা নিতে পারেন। এখানে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, দায়িত্বশীল পুরুষ থাকতে ইসলাম কোনো বৃদ্ধাশ্রমকে সমর্থন করে না; বরং সরকার দায়িত্বশীল পুরুষকে দায়িত্বপালনে বাধ্য করবে। প্রয়োজন হলে সহযোগিতা দেবে। কারণ, বৃদ্ধাশ্রমে থাকা আর আপনজনের কাছে থাকা এক নয়। অনুভূতিটা সম্পূর্ণ আলাদা।

নারীর এই অধিকার পাওয়ার পদ্ধতিটা খুবই সুন্দর। যেমন ধরুন, চাকরির বেতন থাকে নির্ধারিত। তার চেয়ে বেশি সে পাবে না। এই বেতন তার জন্য যথেষ্ট কি না, শ্রমিকের মৌলিক অধিকার পূরণ হচ্ছে কি না—তা মালিক সব সময় ভেবে দেখেন না। যদিও মালিকপক্ষের সেটা খেয়াল রাখা উচিত। হতে পারে তার বেতন পনেরো হাজার টাকা; কিন্তু নিজের এবং পরিবারের সুন্দরভাবে চলতে প্রয়োজন বিশ হাজার টাকা।

অন্যদিকে নারীর বেতন নির্দিষ্ট দশ বা বিশ হাজার টাকা নয়; বরং তার যা লাগবে তাই স্বামী দেবে। এ যেন মালিক তার কর্মীকে কোনো বিশাল মার্কেটে নিয়ে বলছে—বেতন বাবদ তোমার যা যা লাগে সব নিয়ে নাও। কোনো রিস্ক নেই। ঠিক তেমনি স্ত্রীও তাই পাবে—যা তার লাগে। তবে বিলাসিতা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বামীর আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করবে স্ত্রীর বিলাসিতা বা সবকিছুর মান। একজন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



নারী শুধু ঘরের কাজ করার পরও তার সবকিছু এবং স্বামীর থেকে সুন্দর আচরণ পাওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে। কারণ, গর্ভধারণ করতে, সন্তান লালন-পালন করতে, সাংসারিক কাজ করতে তাকে যথেষ্ট শ্রম দিতে হয়েছে, কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

কিছু লোক আছে, যারা বেতনের অঙ্ক হিসেবে ব্যক্তির কাজের মূল্যমান নির্ধারণ করতে আরাম বোধ করে। ফলে, নারীর বেতনহীন কাজ আর তাদের কাছে কাজ মনে হয় না। গৃহকে নারীর কর্মস্থল মনে হয় না। তারা ভাবে, যে-কাজে বেতন নেই, সে কাজ কোনো কাজই না। এমন লোকেদের ব্যাপারে একটি চমৎকার গল্প আছে। গল্পটি এমন—

এক স্বামী অভিযোগ করেন যে, তিনি খুব ক্লান্ত...খুব খু-ব ক্লান্ত...এবং এ জন্য তিনি চান, তার স্ত্রীও যেন সংসারে টাকা উপার্জনে তাকে সাহায্য করেন; কারণ, তিনি মনে করেন, তার স্ত্রী কোনো কাজ করে না।'

তো, এক মনোবিজ্ঞানীর সাথে তার নাতিদীর্ঘ একটি মিটিং হলো। মিটিংয়ে হওয়া সেই স্বামী ও মনোবিজ্ঞানীর আলাপন ছিল এমন—

মনোবিজ্ঞানী : আপনি কী কাজ করেন?

স্বামী : আমি একটি ব্যাংকে চাকরি করি।

মনোবিজ্ঞানী : আপনার স্ত্রী?

স্বামী : সে কোনো কাজ করে না। সে একজন গৃহিণী।

মনোবিজ্ঞানী : আপনার পরিবারের সকালের নাস্তা কে বানায়?

স্বামী : কেন, আমার স্ত্রী।

মনোবিজ্ঞানী : তিনি সকালে নাস্তা তৈরি করার জন্য কখন ঘুম থেকে ওঠেন?

স্বামী : সে ফজরের আজান দিলে ওঠে। কারণ, সে নামাজ পড়ে এবং ঘর পরিষ্কার করে। এরপর নাস্তা বানায়।

মনোবিজ্ঞানী : আপনাদের কি কোনো সন্তান আছে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



স্বামী : জি। এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে।

মনোবিজ্ঞানী : আপনার সন্তানেরা স্কুলে যায় কীভাবে?

স্বামী : আমার স্ত্রী নিয়ে যায়। কারণ, তাকে তো আর কাজে যেতে হয় না।

মনোবিজ্ঞানী : সন্তানদের স্কুলে দিয়ে আপনার স্ত্রী কী করেন?

স্বামী : তারপর সে বাজারে যায়। বাজার করে বাসায় নিয়ে তা পরবর্তী রান্নার প্রস্তুতি নেয়। তারপর অপরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড় থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করে। এছাড়া তো সে কোনো কাজ করে না।

মনোবিজ্ঞানী : বিকালে আপনি কী করেন?

স্বামী : অফিস থেকে রওনা দিই। বন্ধের দিনে পার্কে গিয়ে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করি, আড্ডা দিই।

মনোবিজ্ঞানী : সন্ধ্যায় কাজ শেষে অফিস থেকে ফিরে আপনি কী করেন?

স্বামী : বিশ্রাম নিই। কারণ, সারা দিনের পরিশ্রমে আমি ভীষণ ক্লান্ত থাকি।

মনোবিজ্ঞানী : আপনার স্ত্রী তখন কী করেন?

স্বামী : সে রাতের খাবার তৈরি করে, বাচ্চাদের খাওয়ায়, আমার খাবার সাজিয়ে দেয়, বাসনপত্র ধোয়, ঘর গুছিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ায়।

ওপরের গল্পটি থেকে কি মনে হয় আপনাদের, কে বেশি কাজ করেন? একজন স্ত্রীর কাজ শুরু হয় ভোর থেকে, শেষ হয় গভীর রাতে। তবুও তাকে বলা হয় তিনি কিছুই করেন না। এটাই কি নারীর কাজের মূল্যায়ন? আর কত তার কাজের অবমূল্যায়ন চলবে?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার স্ত্রীদের সাথে মিশতেন, তখন তারা তাতে মুগ্ধ হতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাজ নিজেই করতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করেন। বকরীর দুধ দোহন করতেন। তার মাঝে ছিল নম্রতা এবং বিনয়। ভদ্র ও মার্জিত আচরণের অধিকারী। তিনি ঘরে যতক্ষণ থাকতেন, খাওয়ার পেছনে পড়ে থাকতেন না। রান্নার কাজে সহযোগিতা


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



করতেন। খাবার ভালো লাগলে খেতেন। ভালো না লাগলে নীরবে রেখে দিতেন। এ নিয়ে কোনো কথা বলতেন না। কারণ, একজন নারী চেষ্টা করেন ভালো করে রান্না করার। সেক্ষেত্রে সব সময় খাবার যে মজাদার হবে—তা নয়। তাকে কিছু বলে কী হবে? তার কাজেরও তো মূল্য দিতে হবে।

[২] নারীকে যেখানে অর্ধেক দেওয়া হচ্ছে আর পুরুষকে তার দ্বিগুণ এ জন্য যে, পুরুষ নারীর সকল প্রয়োজন পূরণ করবে। প্রশ্ন হলো, ধরুন, পুরুষ তার দায়িত্ব পালন করল না আর নারী পেল অর্ধেক। তো নারীর কী হবে? তখন তো সে দুকূলই হারাল।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও বেশ সহজ। ইসলাম কোনো খণ্ডিত বক্তব্য বা আইন করে না; বরং তা এমন ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করে, নির্দেশনা দেয়। এখন আপনি একটি অংশ মানবেন আরেকটি অংশ মানবেন না, এমন করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ, ইসলামি আইন দেখিয়ে দ্বিগুণ নেবেন আর দায়িত্ব পালন করবেন না তা হতে পারে না। আপনাকে সকল আইন-ই মানতে হবে। আল্লাহ বলেন—

> *'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ইমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? সুতরাং, তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদের কঠিনতম আজাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে-সম্পর্কে বেখবর নন'* [১]

এ জন্যই ইসলামি রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা থাকা জরুরি যেখানে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য মানুষের দ্বারে যাবে, রাতের আরাম হারাম করে জাতির খেদমতে ঘুরে ফিরবে। খেয়াল করে দেখেন তো, ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ এবং সেই সমাজের নেতারা কেমন ছিলেন।

অর্ধবিশ্বের প্রেসিডেন্ট উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাত হলেই মদিনার অলি-গলিতে হেঁটে মানুষের খোঁজ-খবর নেওয়াই যার রুটিনমাফিক কাজ। একদিন তিনি রাতের অন্ধকারে বের হলেন। পিছু নিলেন হজরত তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু। উদ্দেশ্য, দেখি কী করেন উমার। দেখলেন, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি ঘরে প্রবেশ করছেন, এরপর আরেকটি ঘরে। বিষয়টি কী—তা জানার জন্য সকালে সেই বাড়িতে

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



গেলেন তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু। দেখলেন, এক অন্ধ বৃদ্ধ নারী। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাছে উমারের কী কাজ? বৃদ্ধা জবাব দিলেন, সে অমুক সময় থেকে অমুক সময় আমার সেবা-যত্ন করে। আমার জন্য যা যা কল্যাণকর তা নিয়ে আসে। এবং আমার কষ্টের কাজগুলো করে দেয়।[১]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বিধবাদের অধিকার আদায়ে এতই তৎপর ছিলেন যে, তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে সহীহ-সালামতে রাখেন তবে ইরাকের কোনো বিধবাকে অভাবী রাখব না। কোনো বিধবা নারীর কারও কাছে যেন কিছু চাইতে না হয়—সেই ব্যবস্থা করব।'[২]

আজ ইসলামের সেই সোনালি শাসনব্যবস্থা না থাকার কারণে আমরা এগুলো যেমন চোখে দেখি না, আবার ইসলামের ইতিহাস না জানার কারণে সমস্যার সমাধানও বুঝি না।

কথা হলো, একজন পুরুষ কোনোভাবেই তার দায়িত্ব-পালনে অবহেলা করতে পারেন না। যদি কেউ অবহেলা করে তবে নারী আইনের সহায়তা পাবেন। আদালত পুরুষকে তার দায়িত্বপালনে বাধ্য করবে। এ হলো ইসলামি আইনের কথা। আর আপনি যদি পৃথিবীর সাধারণ অবস্থার কথা বলেন, তবে এমন কোন্ আইন আছে—যা মানুষ ভঙ্গ করে না?

আপনার জন্য যদি সমপরিমাণ সম্পত্তি দেওয়া হয় আর পুরুষেরা জোর করে নিয়ে যায় যেমনটি জাহেলি যুগে ছিল যে, কোনো নারী বা এতিম শিশু কোনো সম্পত্তি পাবে না। অন্যরা তা ছিনিয়ে নিত। তো কী হতো? ওই 'কাজীর গোরু কেতাবে থাকা'র মতো। সুতরাং, দরকার হলো আইনের যথার্থ প্রয়োগ। তথা যে যা পাওয়ার তাকে তাই দেওয়ার আর যার যে-দায়িত্ব, তা-ই পালন করার। সকলের মাঝে ইসলাম তাকওয়া প্রতিষ্ঠার কথা বলে—যা মানুষকে তার দায়িত্ব-পালনে এবং জবাবদিহিতায় উদ্বুদ্ধ করে।

[৩] এই প্রশ্নটিও আপনার মনে জাগতে পারে—ইসলাম যে নারীর দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে তুলে দিল, যেমন বাবা, ভাই বা সন্তানের ওপর—এখন এদের কেউই যদি না থাকে যেমন বৃদ্ধা-বন্ধা-বিধবা নারী তখন তার কী হবে?

---

[১] ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, *উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩০২-৩০৩ (কালান্তর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত)

[২] প্রাগুক্ত



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


তৃতীয় প্রশ্নেরও সমাধান দিয়েছে ইসলাম। এমন কোনো নারী হলে তার দায়িত্ব পড়বে তার দাদা, চাচা, নিকটাত্মীয়, সমাজ এবং প্রয়োজনে সরকারের ওপর। সরকারের ওপর পড়লে এমতাবস্থায় সরকার চাইলে বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবস্থা করতে পারে। সুতরাং, নারী ঝামেলামুক্ত। এরপরও যদি নারী আয় করতে চায় তা সে করতে পারে। নারীর আয়ের ব্যাপারে 'পর্দাপ্রথা ও প্রগতি; অন্তরায় নাকি পরিপূরক' প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।[১]

[৪] আপনার মনে আরও একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে, দেখা গেল কোনো নারী এখনো উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পদ পায়নি আবার তার মোহরের টাকাও যে-কোনোভাবে শেষ হয়ে গেছে। এখন তার স্বামী যখন যা দেবে তখনই সে তা পাবে। নিজের ইচ্ছেমতো কিছুই ব্যয় করতে পারবে না। এমন বিষয় তো নারীদের জন্য কষ্টের। কারণ, প্রায়ই বাচ্চারা তাদের মায়ের এটা-ওটার বায়না ধরে। আবার ছোট ভাই-বোন থাকলে তারা কিছু চাইতে পারে বা কিছু দিতে ইচ্ছে করে তাদের। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বিশেষভাবে দান করতে বলেছেন নারীদের। তো এর সমাধানে ইসলাম কী বলে?

এক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো, স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হাতখরচ বাবদ কিছু অর্থ দেওয়া উচিত। এটি স্ত্রীর ন্যায্য দাবিও বটে। তবে তার পরিমাণ কত হবে ইসলাম তা নির্ধারণ করেনি; বরং তা নির্ধারিত হবে স্বামীর আয় অনুপাতে। এই টাকা পারিবারিক খরচার বহির্ভূত হিসেবে গণ্য হবে। যাতে স্ত্রী তার ইচ্ছেমতো কিছু দান-খয়রাত করতে পারে, বাচ্চাদের আবদার পূরণ করতে পারে বা নিজের ছোট ভাই-বোনকে কিছু দিতে পারে।

স্বামী যখন তার পরিবারের জন্য খরচের টাকা তার স্ত্রীকে দেবে তখন স্পষ্ট করে বলে দেবে যে, 'এটা পরিবারের ব্যয়ের জন্য' আর 'এটা তোমার জন্য; তুমি ইচ্ছেমতো ব্যয় করতে পারো।' স্ত্রীর কাছে স্বামীর সম্পদ আমানতস্বরূপ। এখন তাকে তার আমানত-রক্ষার সুযোগ দিতে হবে। নইলে সে আমানতের খেয়ানত করতে বাধ্য হবে। এটা হবে স্ত্রীর ওপর স্বামীর জুলুম। তাই স্বামীর জন্য স্ত্রীকে কিছু খরচ দিতে হবে।

---

[১] যা আমার পরবর্তী বইয়ে থাকছে—লেখক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


আমাদের দেশে পরিবারের জীবিত সদস্যদের জিনিস আলাদা করা থাকে না। পরে অনেক সময় এগুলো নিয়ে বিপত্তি ঘটে। স্ত্রীরা তার স্বামীর কাছে মোহর চাইতে লজ্জাবোধ করে। স্বামী তার স্ত্রীকে অনেক কিছুই দেন, কিন্তু কোনটা মোহর হিসেবে আর কোনটা হাদিয়া বা গিফট—তা বলে দেন না। ফলে পরে বিপত্তি ঘটে। যেমন, স্বামী মারা গেল বা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটল। এখন স্বামীর বা তার পরিবারের বক্তব্য হলো, স্বামী যা দিয়েছে তা ছিল মোহর, অন্যদিকে স্ত্রীর দাবি হলো, তা মোহর নয়; বরং স্বামীর দেওয়া হাদিয়া বা গিফট।

মনে রাখা দরকার, স্ত্রীকে দিলেই তা মোহর হয়ে যায় না। মোহর হলো ঋণ, আর হাদিয়া দিলে ঋণ পরিশোধ হয় না। ধরুন, আপনি কারও কাছে এক হাজার টাকা পান আর আপনার সাথে দেখা হবার পর সে আপনাকে হোটেলে নিয়ে দুইশো টাকা খাওয়ালো। সে এ কথা আপনাকে বলেনি যে, এই দুইশো টাকা আপনাকে খাওয়াচ্ছি তা ওই ঋণ থেকে কাটা যাবে। পরে সে আপনাকে আটশো টাকা দিলে নেবেন? না, নেবেন না। কারণ, তা আপনি ঋণ পরিশোধ হিসেবে গণ্যই করবেন না।

সুতরাং, স্ত্রীকে অলংকার বা এ জাতীয় কোনোকিছু দেওয়ার সময় স্পষ্ট করে বলা উচিত, কেন তাকে দেওয়া হচ্ছে। সেটা হাদিয়া, না মোহর। আবার প্রদত্ত জিনিস শুধু ব্যবহারের জন্যেও স্ত্রীকে দিতে পারে যার মালিকানা স্বামীর থাকবে। আপনি ভাববেন যে, এটা আবার কীভাবে হতে পারে যে, স্বামী স্ত্রীকে অলংকার দিল তা হাদিয়া হবে না, মোহর হিসেবেও হবে না, হবে কেবল ব্যবহারের জন্য আর তার মালিকানা থাকবে স্বামীর। এটা কি সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। যেমন—হোটেলে অবস্থানকালে আসবাবপত্র যা থাকে, তা কেবল ব্যবহারের জন্য, মালিকানা হোটেল মালিকেরই থাকে।

বিষয়গুলো এখানে উল্লেখের আরেকটি হিকমত হলো, জাকাত আদায়। অর্থাৎ, মালিকানা যার, জাকাত আদায়ের দায়িত্ব তার। স্বামীর নিজের মালিকানায় থাকলে যদি তা নেসাব পরিমাণ হয় তবে স্বামী জাকাত আদায় করবে। আর স্ত্রীকে মালিক বানিয়ে দিলে স্ত্রী জাকাত আদায় করবে, যদি তা নেসাব পরিমাণ হয়। তবে স্ত্রীর পক্ষ হতে স্বামী জাকাত আদায় করে দিলেও চলবে।

ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান একটি মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত বিধান। যেখানে প্রত্যেক শ্রেণির ওয়ারিসের তার প্রাপ্যাংশ লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে। সত্য উপলব্ধিকারী অমুসলিম চিন্তাবিদ Gostaf Lobon ইসলামি উত্তরাধিকার-বিধানকে


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



মূল্যায়ন করেছেন এভাবে—

'কুরআনে বর্ণিত উত্তরাধিকার বিধান বড়ই ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিক। এ বিধানের ফরাসি ও ব্রিটিশ আইনের সাথে তুলনা করে আমার কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামি শরিয়ত বা বিধান স্ত্রীদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এমন সব অধিকার দিয়েছে—যার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না আমাদের আইনসমূহে।'

হ্যাঁ, আল্লাহর দেওয়া বিধানের তুলনা কোনো মানবরচিত বিধানের সাথে চলে না। আল্লাহর আইন সর্বকালের, সর্বস্থানের এবং সকলের জন্য। আর আল্লাহর আইন অনুসরণেই রয়েছে মানবতার মুক্তি, শান্তি ও সাফল্যের নিশ্চয়তা।[১]

---

[১] *হুকুকুল মারআতি ফিল-মিরাস*, মুহাম্মাদ আফীফ ফুরকান, পৃষ্ঠা : ২৪-২৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# জান্নাতে পুরুষের জন্য হুর; নারীর জন্য কী?

সময়ের সাথে সাথে মানুষের জানার আগ্রহ বেড়ে চলে। তা হোক দুনিয়াবি বিষয়ে বা আখিরাতের। বিশ্বাসের কমতি না থাকলেও মনে এসে প্রশ্নেরা এসে উঁকি মারে। মানার জন্য জানতে চাওয়াকে নিরুৎসাহিত নয়; বরং উৎসাহিত করাই উচিত। তবে মানার ইচ্ছে না রেখে শুধু বিতর্ক করার জন্য প্রশ্ন করা নিরেট নীচু মনের পরিচয়।

আমরা কুরআন-হাদিস থেকে জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামতরাজি এবং জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির কথা জানতে পারি। যা আমাদের মনে আশা ও ভীতির সৃষ্টি করে। আল্লাহর রহমত ও করুণার বিবরণে আমরা আশায় বুক বাঁধি, আবার নিজের পাপের দিকে তাকালে ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে।

## চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা—জান্নাত

যে দলটি প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো, আর দ্বিতীয় দলের মুখমণ্ডল হবে ঝলমলে তারকার মতো উজ্জ্বল।[১] জান্নাতিদের সৌন্দর্য কেবল বাড়তেই থাকবে।[২] তাদের ব্যবহার্য পাত্রসমূহ হবে সোনার; থাকবে সোনা-রূপার সংমিশ্রণে তৈরি চিরুনি। ঘাম হবে মিশকের মতো সুগন্ধময়।[৩] শরীরে থাকবে না লোম, দাড়ি-গোঁফও থাকবে না এবং চোখে থাকবে সুরমা লাগানো।

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৫৩৭

[২] *সহীহ মুসলিম* : ৭০৩৮

[৩] *জামি তিরমিযী* : ২৫৩৭



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



তারা হবে ত্রিশ/তেত্রিশ বছরের ইয়াং।[১] চির যৌবনের অধিকারী।[২] জান্নাতে জা... থাকবে এমন লাল পদ্মরাগ মনির ঘোড়া—যা ভ্রমণকারীকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।[৩] জান্নাতে আছে পানি, মধু, দুধ ও মদের সমুদ্র। এগুলো থেকে আরও ঝর্ণা বা নদীসমূহ প্রবাহিত হবে।[৪] জান্নাতবাসীগণ আকাশের তারকারাজির মতো জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানাসমূহ দেখতে পাবে।[৫]

একজন সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতির বাগান, স্ত্রী, আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী, সেবক, খাট-পালং এবং আসনসমূহ কেউ দেখতে চাইলে তা তার জন্য হাজার বছরের পথ। তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকটে সবচাইতে মর্যাদাবান ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর চেহারা দর্শন করবে।[৬] জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশের পর একজন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলবেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট আরও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। জান্নাতিরা (বিস্মিত হয়ে) বলবে, তিনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি? জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? ফেরেশতারা বলবেন, হ্যাঁ। তারপর পর্দা সরে যাবে (এবং আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি মানুষকে তাঁর সাক্ষাতের চেয়ে বেশি পছন্দনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত কোনো জিনিসই প্রদান করেননি।[৭]

জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারীর জন্যও হবে এই দুনিয়ার দশটি দুনিয়ার মতো জান্নাত। আর সবচেয়ে কম নিয়ামত লাভকারীও এতই সন্তুষ্ট হবে যে, সে মনে করবে সে-ই মনে হয় সবচেয়ে বেশি নিয়ামত পেয়েছে।[৮] এভাবে জান্নাতে রয়েছে অসংখ্য নিয়ামত—যা সেখানে অবস্থানকারীকে করবে সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। সেখানের কিছু জিনিস দুনিয়ার বস্তুর সাথে তুলনা করে কেবল স্যাম্পল বলা হয়েছে। কারণ, জান্নাতের সকল নিয়ামত

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৫৪৫

[২] *জামি তিরমিযী* : ২৫৩৯

[৩] *জামি তিরমিযী* : ২৫৪৩

[৪] *জামি তিরমিযী* : ২৫৭১

[৫] *সহীহ মুসলিম* : ৭০৩৩

[৬] *জামি তিরমিযী* : ২৫৫৩

[৭] *জামি তিরমিযী* : ২৫৫২

[৮] *সহীহ মুসলিম* : ৩৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



উল্লেখ করলে আমরা বুঝব না। মানুষের বোধশক্তির সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, আজ থেকে ১০০ বছর আগে ক্ষুদ্র মেমোরি কার্ডে এতকিছু ধারণ করতে পারে বললে কেউই বুঝত না। যতটুকু দুনিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিসের কথা বলা হয়েছে তাও হবে আমাদের ভাবনার চেয়ে অনেক অ-নে-ক বেশি সুন্দর, আরামদায়ক, মনোহরী। জান্নাতের ব্যাপারে হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, '(জান্নাতে) এমন নিয়ামত রয়েছে—যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, কোনো মানুষের অন্তরে তার সঠিক ধারণা উদয় হয়নি।[১] আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, জান্নাতে মানুষ যা চাইবে তা-ই পাবে। যা সে দাবি করবে তার সে-দাবিই পূরণ করা হবে।[২]

জান্নাতের চমৎকার নিয়ামতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নিয়ামত হলো 'হুর'। আমরা সাধারণত জানি—এই হুর কেবল পুরুষদের জন্য। কৌতূহলী মন জানতে চায়, তবে নারী কি হুর বা এমন কিছুই পাবে না? তাদের সুখলাভে কি তবে কমতি রয়ে যাবে?

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার আগে প্রথমে আমরা জেনে নিই—কুরআনের কয় স্থানে 'হুর' শব্দের উল্লেখ বিদ্যমান। আমরা সর্বমোট চারটি স্থানে শব্দটি দেখতে পাই। যেমন :

[১] এরূপই হবে এবং আমি তাদের আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিয়ে দেব।[৩]

[২] তারা শ্রেণিবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদের আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব।[৪]

[৩] তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ।[৫]

[৪] তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ; আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়।[৬]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৭০৫৯

[২] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩১

[৩] সূরা দুখান, আয়াত : ৫৪

[৪] সূরা তূর, আয়াত : ২০

[৫] সূরা রাহমান, আয়াত : ৭২

[৬] সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত : ২২-২৩



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



এবার প্রাপ্তির জায়গায় আসি; অর্থাৎ, নারী কি হুর, ভিন্ন কিছু, না আদৌ কিছু পাবে না? এর অনেকগুলো উত্তর রয়েছে। যেমন—

প্রথমত, আশা করা যায়, জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে কোনো নারীর মনে হুরের চিন্তাই আসবে না। দুনিয়ার চাহিদার মতো সব চাহিদা সেখানে থাকবে না। সে এক ভিন্ন জগৎ। মাতৃগর্ভ আর দুনিয়ার ব্যাপ্তিধারণা যেমন এক নয়, তেমনি দুনিয়া এবং আখিরাতের ব্যাপ্তিধারণা ও চাহিদাও এক নয়। দুনিয়ায় মনে হতে পারে, নিজের স্বামীকে কেউ অন্যের সাথে ভাগাভাগি করবে, এটা যে-কোনো স্ত্রীর জন্য ভীষণ কষ্টকর; কিন্তু জান্নাত আসলে দুনিয়ার সাথে তুল্য নয়। সেখানে কারও মনে কষ্ট থাকবে না। অন্যের প্রাপ্ত নিয়ামত নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত কিংবা হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। স্বামীর কাছে হুর থাকায় কোনো স্ত্রী ঈর্ষান্বিত হবে না। স্ত্রী কোনো নিয়ামত বেশি পেলে স্বামীও তাতে হিংসা করবে না। স্বামী-স্ত্রী মানে যে, তারা সকল নিয়ামত সমান পাবেন—তা নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা কার ইবাদত কতটুকু গ্রহণ করবেন এবং কাকে কতটুকু নিয়ামত দেবেন—তা তিনিই জানেন।

একজন স্ত্রী তার স্বামীর চেয়ে জান্নাতে আরও বেশি নিয়ামতও লাভ করতে পারেন। স্বামীরও এতে ঈর্ষান্বিত হবার কিছু থাকবে না। জান্নাতের হিসাব পৃথিবীর মতো নয়। এখানে যেভাবে আমরা কল্পনা করতে পারি, সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা জান্নাতের অবস্থা বিচার করতে পারি না। হুর তো নিয়ামতের একটি অংশ মাত্র। জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামতের কাছে হুরের বিষয়টি নারীর কাছে কোনো ফ্যাক্টই থাকবে না। তা হবে গৌণ। তাছাড়া দুনিয়ার স্ত্রীদের হুরদের প্রতি কোনো হিংসা বিদ্বেষ জন্মাবে না। মানুষের মাঝে যে-হিংসা-বিদ্বেষ আছে—আখিরাতে তা আল্লাহ তাআলা বের করে দেবেন।[১] তাদের সকলের অন্তর যেন একটি অন্তরে পরিণত হবে।[২] এরপরও যদি কোনো নারী 'হুর' চায় তবে অবশ্যই তাকে দেওয়া হবে; যেহেতু আল্লাহ তাআলা জান্নাতি মেহমানদের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করবেন। তবে, আসলে নারীরা সেখানে হুর চাইবে না। তাদের যা চাওয়া—তা আল্লাহ তাআলা জানেন এবং সে-ব্যবস্থা তিনি রেখেছেন। তিনি তার মেহমানকে সন্তুষ্ট করবেন, সম্মানিত করবেন।

---

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ৪৩

[২] *জামি তিরমিযী* : ২৫৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



**দ্বিতীয়ত,** জান্নাতের নিয়ামতের ক্ষেত্রে যেমন হুরের কথা আছে তেমনি অলংকারের কথাও আছে। আমরা স্বাভাবিকভাবেও বুঝতে পারি, পুরুষের চাহিদা নারীর দিকে যতটা, নারীর চাহিদা পুরুষের দিকে অতটা নয়। গবেষণাও বলে ঠিক একই কথা।[১] যার বাস্তবতা আমরা দেখি, ছেলেরা মেয়েদের যেভাবে পিছু নেয়, মেয়েরা সেভাবে নেয় না। মেয়েদের ফেইসবুকের ইনবক্সে যে-পরিমাণ ছেলেরা ম্যাসেজ করে থাকে, সাধারণত মেয়েরা তেমন করে না। নারীদের আকর্ষণ বেশি থাকে অলংকারের প্রতি। নারীদের এ আকর্ষণ নিশ্চয়ই কোনো দোষের নয়, যেমন পুরুষের আকর্ষণ নারীর দিকে দোষের নয়। এটা প্রকৃতিগত।

সুতরাং, হতে পারে, আল্লাহ তাআলা নারীদের জান্নাতের স্বর্ণ-রৌপ্য এবং মণিমুক্তার[২] কথা বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার সামান্য চাকচিক্য দেখে আখিরাত ভুলে যেয়ো না। আখিরাত উত্তম এবং চিরস্থায়ী। অথচ দুনিয়াকে তোমরা প্রাধান্য দিয়ে আখিরাত ভুলে বসে আছ। আবার পুরুষদের সামনে জান্নাতের হুরের বর্ণনা দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার ললনাদের দেখে পাগল হয়ো না, জান্নাতে আরও উত্তম নারীর সঙ্গালাভ তুমি করতে পারবে।

**তৃতীয়ত,** মনোবিজ্ঞান। সাইকোলজি (Psychology) এবং জরিপ (Survey) কী বলে? সাইকোলজি বলে, পুরুষ নারীকে নিয়ে যতটা ভাবে, নারী পুরুষকে নিয়ে ততটা ভাবে না। আমেরিকার এক সানডে স্কুলে একটি জরিপ করা হয়েছিল।[৩] জরিপটি চালানো হয় ১০০ কিশোর এবং ১০০ কিশোরীর ওপর। তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে বলা হলো, তুমি এমন কী চাও যা তোমার সাথে সব সময় থাকবে বলে তোমার ইচ্ছা করে? যেখানে কোনো বাধা থাকবে না। কেউ আইনের কারণে বা নৈতিকতার কারণে বিন্দু পরিমাণ নিন্দাও করবে না। যা চাও তাই পাবে। তবে তোমার চাওয়াটা কী হবে?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য : ১০০ জন কিশোরের-ই উত্তর ছিল একই—নারীর সঙ্গালাভ। এ জন্য কোনো পুরুষের সামনে দিয়ে যখন কোনো নারী হেঁটে যায়, পুরুষের চোখ সেই নারীকে পরখ করার আবেদন জানায়; কিন্তু তখন আল্লাহর ভয়ে সে তা সংবরণ করে। অন্তত এই আশায়, নিজেকে এই বলে বোঝায়—একটু সবুর করো, জান্নাতে এর চেয়ে অনেক অ-নে-ক বেশি সুন্দরী তুমি পাবে!

---

[১] Kanazawa S (2011). "Intelligence and physical attractiveness". Intelligence. 39 (1): 7–14

[২] সূরা হজ, আয়াত : ২৩; সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৭১

[৩] https://bit.ly/2WYplNT

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



আর কিশোরীদের উত্তর ছিল ভিন্ন ভিন্ন, বৈচিত্র্যময়। কেউ লিখেছে, মায়ের কাছে থাকতে চাই। কেউ লিখেছে, ঘুরতে চাই। কেউ একটি লিখে কেটে আবার আরেকটি লিখেছে। কেউ কাগজ জমা দিয়ে আবার ফেরত চেয়ে বলেছে, 'আমার মাথায় নতুন আইডিয়া এসেছে।' তবে কিছু মেয়ের কমন উত্তর ছিল। তা হলো—এটা সময় এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।

> 'সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবি করো।'[১]

নারী ও পুরুষের চাহিদায় ও প্রত্যাশায় যে ভিন্নতা আছে এবং থাকবে, তা অবিশ্বাস্য নয়। অসীম প্রজ্ঞাময় রব তার প্রিয় জান্নাতি মেহমান বান্দাদের প্রত্যাশা ও চাহিদানুযায়ী সব দেবেন—এটাই যৌক্তিক। অর্থাৎ, পুরুষ তার নারী সঙ্গিনীর এবং নারী তার প্রত্যাশিত বৈচিত্র্যময় জিনিস। আর তা দিয়ে তারা তাদের প্রকারের আশাই পূরণ করতে পারবে।

**চতুর্থত,** ষাট বছরের কম বয়সী প্রাপ্তবয়স্ক অধিকাংশ পুরুষ দৈনিক এক বার হলেও সেক্সের কথা চিন্তা করে। আর নারীদের মাত্র এক চতুর্থাংশ প্রতিদিন তো নয়ই, বরং মাঝে মাঝে তা অনুভব করে। অপরদিকে বয়সের কারণে পুরুষের যৌনচিন্তা কমে গেলেও নারীর তুলনায় পুরুষের তা থেকে যায় দ্বিগুণ। খ্রিস্টান যাজকদের মধ্যে চিরকুমারব্রতী থেকে পুরুষের তুলনায় নারীরা-ই তাদের ধর্মীয় কাজ বেশি সূচারুরূপে সম্পাদন করতে পারে। কারণ, গবেষণায় দেখা যায়, পুরুষ যাজকদের ৬২% যৌনকর্মে জড়িয়ে পড়লেও এখানে নারী যাজকদের পরিমাণ ৪৯%। একজন নারী—যিনি উপাসনালয়ে নিয়মিত অংশ নেন, উপাসনালয়ে থাকাকালীন তার যৌনাকাঙ্ক্ষা কম থাকে। অন্যদিকে পুরুষের উপাসনালয়ে যোগদান অবস্থাও তার যৌনাকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে না।[২]

এছাড়া, গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক মেয়েই যৌনকর্মের চেয়ে রোমান্স বেশি পছন্দ করে। বেশিরভাগ নারী গল্পগুজব হৈ-হুল্লোড় করে যৌনকর্মের চেয়ে বেশি মজা পায়।[৩] এখন যদি কোনো মেয়েকে ৭০ জন যৌনসঙ্গী দেওয়া হয়, তবে তাতে সে অনেক

---

[১] সূরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত : ৩১

[২] https://wb.md/2WYpnW1

[৩] https://bit.ly/36M5zK1

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


বিপরীতে উলটো বিরক্ত হয়ে বলবে, আমি কী চাই তা না দিয়ে উলটো অপ্রয়োজনীয়, অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিস দেওয়া হয়েছে। আমার দরকার আড্ডা, গল্পগুজব, হৈ-হুল্লোড়, আর আমাকে দিয়েছে হুর! 'এটা কোনো কথা হলো?' দেখা যাবে, তখন জান্নাত হয়ে যাবে অপ্রিয় জায়গা। জান্নাত কি আর অপ্রিয় হতে পারে? আল্লাহ তাআলা তাই নারীর জন্য আড্ডা, গল্পগুজব, হৈ-হুল্লোড়ের ব্যবস্থা রেখেছেন।

**পঞ্চমত,** দুনিয়ায় নারী ও পুরুষের অবস্থা দেখি। আগেকার দিনে রাজতন্ত্র ছিল। যেখানে রাজাই ছিল সব। তার কথাই ছিল আইন। তাদের বক্তব্য বা ক্ষমতা ছিল অনেকটা 'আমিই রাষ্ট্র' টাইপের। তিনি বিনা কারণেও যদি কাউকে মেরে ফেলতেন তবুও কারও কাছে তাকে কৈফিয়ত দিতে হতো না। এমন রাজাদের কথা কে না জানে? তাদের ছিল অনেক স্ত্রী, সাথে কয়েকশো রক্ষিতা ইত্যাদি। ইচ্ছে হলে এদের কাউকে ডেকে নিয়ে তার সাথে তারা মিলিত হতো। এর পরেও কোনো সুন্দরী মেয়েকে দেখলে তাকে তার চা-ই। প্রয়োজনে তাকে তুলে এনে ধর্ষণ করত।

স্পেনে মুসলিমদের বিজয়ের পেছনে এমনই একটি কারণ ছিল। তা হলো, কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা ফ্লোরিডাকে ধর্ষণ করেছিল রাজা রডারিক। আর তাই নিজের কন্যার শ্লীলতাহানির জন্য রাগে-ক্ষোভে তিনি নিজের দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে মুসলিমদের আহ্বান করেছিলেন। রাজাদের ক্ষেত্রে এটা ছিল একটি সাধারণ ব্যাপার।

আচ্ছা, ইতিহাসে কি এমন হয়নি যে, কোনো রাজ্যের রাজ্য-ক্ষমতায় একজন নারী ছিল, যিনি প্রতাপের সাথে রাজ্য পরিচালনা করেছেন, নিজেকে উপস্থিত করেছেন রাজার ভূমিকায়? হ্যাঁ, ছিল। কুরআনেই তো আছে সাবার রানি বিলকীসের কথা।[১] তাঁর সৈনিকরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। প্রয়োজনে তারা যুদ্ধ করত। এদের নেতা একজন নারী। এভাবে অনেক নারীই পুরুষের মতো যুদ্ধ করেছে, শাসন করেছে। অনেক সময় অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন এবং শোষণ—সবই করেছে।

কিন্তু এমন কি কোনো উদাহরণ আছে যে, ক্ষমতাশীন রানির এক ডজন স্বামী ছিল, বা তার হেরেমে শ-খানেক পুরুষ ছিল—যাদের দিয়ে সে তার চাহিদা পূরণ করেছে? কোনো নজির এমনকি আপনি পেয়েছেন যে, ওই রানি পথে এক সুন্দর ছেলেকে পেয়ে তাকে জোর করে ধর্ষণ করেছে? না, এমন উদাহরণ নেই। কারণ,

---

[১] সূরা নামল, আয়াত : ২২-২৩


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন করাটা ওই রানির জন্য অপমানজনক, মানহানিকর। ইচ্ছে থাকলেও তিনি সেটা করতে পারেন না। কেউ যদি গোপনে কারও সাথে মিলিত হয়ে থাকে, তবে তা ভিন্ন কথা। কারণ, পুরুষ রাজারা যে এগুলো করত—তা ছিল সকলেরই জানা, কিন্তু নারীরা এমন করত কি না—তা কেউ জানে না।

একজন জান্নাতি নারীর মর্যাদা হবে দুনিয়ার সকল রানির চেয়ে হাজার গুণ উর্ধ্বে। একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে যাওয়াটা তার জন্য চরম অপমানজনক। তার স্ট্যাটাসে এটা যায় না। আর জান্নাতে একজন নারীর জন্য পুরুষ হবে দুনিয়ার পুরুষের ১০০ গুণ বেশি যৌন-শক্তিসম্পন্ন,[১] ৩০-৩৩ বছরের ইয়াং বয় (টগবগে যুবক)।[২] যে তার চাহিদা পূর্ণভাবে মেটাবে। জান্নাত তো আর এমন নয় যেখানে কারও মনঃকষ্ট থাকবে। সেখানে মানুষের সকল চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা আল্লাহ রেখেছেন।

আপনি আরও বলবেন, দুনিয়ার গল্প বললেন, শুনেছি। নারীদের একাধিক পুরুষের কাছে গেলে স্ট্যাটাসে আঘাত হানে, সেটা হয় লজ্জাজনক। জান্নাতে তো এত স্ট্যাটাসের কথা নেই। এখানে কেউ লজ্জা ভাবলেও ওখানে তো লজ্জার কিছু নেই। হ্যাঁ, চমৎকার প্রশ্ন। কারও লাগলে অবশ্যই আল্লাহ দেবেন। না লাগলে দেবেন না। কারণ, দুনিয়াতেও যেমন চাহিদার ভিন্নতা আছে, জান্নাতেও থাকবে। সবাই একই সময়ে একই কিছু করবে না। সব পুরুষ যেমন এক নয়, তেমনি সব নারীও এক নয়।

মনে আরও প্রশ্ন দেখা দেবে, 'হুরই দেওয়া উচিত—এটাই সমতা।' আমরা জানি, Equality does not mean justice. অর্থাৎ, সমতা মানেই ন্যায় নয়। প্রতিটি জিনিস তার স্ব-স্ব জায়গায় সুন্দর। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। তেমনি তার জন্য মানানসই অধিকারপ্রাপ্তিই সুন্দর। অন্যের সমানের কথা বলা ইনসাফবিরোধী। যেমন : মানুষ ও বিড়াল দুটি প্রাণী। প্রাণী বিবেচনায় এরা একই শ্রেণিভুক্ত। সুতরাং, তাদের নিমন্ত্রণ করে যদি গরম ভাত পরিবেশন করা হয়, তাহলে কেমন হবে? বিড়াল কি মাইন্ড করবে? হুম, করবে। আচ্ছা মানুষ? করবে না; বরং সে খুশি হবে। কিন্তু যদি দেওয়া হয় মাছের কাঁটা, তাহলে? বিড়াল মহা খুশি। গোঁফ এদিক সেদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাবে; কিন্তু আরেক গেস্ট? রাগে টম হয়ে থাকবে। প্রাণী বিবেচনায় দুটিই প্রাণী, তবুও কেন একজন খুশি আর আরেকজন বেজার? কী বোঝা গেল? প্রাণ

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৫৩৬

[২] *জামি তিরমিযী* : ২৫৪৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


থাকলেই চাহিদা বা প্রয়োজন এক হয়ে যায় না। কারণ, প্রাণী বিবেচনায় এক হলেও সত্তা ভিন্ন। রুচি আলাদা। যার যাতে রুচি তাকে সেটা দেন। বিড়ালকে মাছের কাঁটা, আর মানুষকে গরম ভাত দেন। আর হ্যাঁ, দুজনকেই একটু মাছ দেবেন। তাদের মনকে জয় করতে পারবেন। কারণ, মাছে দুজনেরই রুচি আছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব প্রসঙ্গ আসছে কেন, ওরা তো সমশ্রেণির নয়। আচ্ছা, তাহলে উপায়? আচ্ছা, এবার মানুষ বিবেচনায় উদাহরণ দেওয়া যাক। একজন পুরুষ কেন গর্ভধারণের বোঝা নেন না? ওটা কেন নারীই নেবে? দুগ্ধদানও তাকেই কেন করাতে হবে? অন্তত একটা দায়িত্ব পুরুষ নিক। গর্ভে সন্তান স্ত্রী ধারণ করুক, পুরুষ দুগ্ধদান করাক। অথবা উলটোটা হোক; অর্থাৎ, পুরুষ সন্তান গর্ভে ধারণ করুক আর নারী দুগ্ধদান করাক। নারীবাদীরা অন্তত একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। অসম্ভব লাগছে? হ্যাঁ, অসম্ভবই তো। কারণ, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

## সমতাই কি জাস্টিস

যাকে কেন্দ্র করে এসব প্রশ্ন আবর্তিত হয়, অনুসন্ধান করলে বেরিয়ে আসবে—সমতা। আচ্ছা, সমতাই কি জাস্টিস? এ বিষয়ে পুরুষ-পুরুষের উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক। ধরে নিই, একজন ৩৫ বছরের যুবক আর এক ১২ বছরের বালকের কাঁধে এক মণ ওজনের একটি করে বস্তা তুলে দেওয়া হলো, এবং তাদের খেতে দেওয়া হলো আধা প্লেট করে ভাত। আপনার বিবেচনায় দুজনেরই হাত-পা সমান। দুইটা হাত, দুইটা পা, চোখও দুইটা। চলবে তো? নাহ। চলবে না। বোঝা বইতে গিয়ে বালক নিহত, খাবারের জ্বালায় যুবকের হাহাকার।

কেউ বলতে পারে, বয়সের কমতি। তাহলে, বৃদ্ধ আর যুবককে সমান দিলে কি চলবে? না চলবে না। বয়সে বৃদ্ধ হয়েও তার খাদ্যের প্রয়োজন কম এবং বোঝা বহনে অক্ষম। এরপর সমবয়সের কথা বললেও ব্যক্তির চাহিদা, শারীরিক গঠনের ভিন্নতা আছে। কারও গোরুর গোশত প্রিয়, কারও ছাগলের, কারও আবার দেশি মুরগি। গোরুর গোশত যার প্রিয় সে ছাগলের গোশতের গন্ধ পর্যন্ত শুকতে পারে না। অন্যদিকে ছাগলের গোশত যিনি পছন্দ করেন তার গোরুর গোশতে অ্যালার্জি। আবার দুই জন লোকের গোরুর গোশত খুব পছন্দ। তাদের একজন দাওয়াত পেলে এক কেজিও খান, অন্যজন ২০০ গ্রামেই তৃপ্ত।


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



মোটকথা, সমতা মানেই জাস্টিস (ন্যায়) নয়; বরং প্রত্যেকের প্রয়োজন বিবেচনা করাই ন্যায়ানুগ। আর তাই নারীকে হুর দিয়ে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা অযৌক্তিকও বটে; বরং তাকে তার চাহিদানুযায়ী দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা তা-ই দেবেন। পানির পিপাসায় দামী মধু দিলেও কি তৃষ্ণা মিটবে? মিটবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# নারীরা কেন পুরুষের নামাজের ইমামতি করতে পারে না?

ইসলামে ইমানের পরেই সালাতের স্থান। এটি এমন একটি ইবাদত—যা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য আজীবন আবশ্যক। মুসলমানেরা এই সালাত বা নামাজ জামাআতে আদায় করে। জামাআতে নামাজ পড়া মানে হলো, দলবদ্ধভাবে, একসাথে নামাজ আদায় করা। এই জামাআতে একাধিক লোকের অংশগ্রহণ থাকে। তাদের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এই দলবদ্ধ জামাআতের নেতৃত্ব দেন। তার এই নেতৃত্বকে ইসলামের পরিভাষায় বলে ইমামতি।

সালাতের ক্ষেত্রে ইমামতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পশ্চিমাবিশ্ব আজ নারীর ক্ষমতায়নের নানান বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। নিজেরা তা বাস্তবায়ন করুক বা না করুক সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো তাদের গালগল্প। নিজেদের বুলি নিজেরা বাস্তবায়ন না করলেও অন্যদের দিয়ে তা বাস্তবায়নই এদের কাজ। কিছুটা ক্ষমতায়ন তারা করে দেখালেও নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'নিরাপত্তা' দিতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে ধর্ষণের পরিমাণ 'পর্দা যদি হয় নারী-পুরুষের, তবে নারীর কথাই কেন আসে?' শিরোনামে উল্লেখ করেছি।

নামকাওয়াস্তে কিছু মুসলমান আল্লাহর দেওয়া সুষ্ঠু, ন্যায়সঙ্গত এবং যৌক্তিক বিধানের পরিবর্তে তাদের বক্তব্য অন্ধভাবে অনুসরণ করছে। কারণ, ইসলামে নারীর অধিকার এবং ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীরা কীভাবে তারা ভোগ করত তার প্রকৃত রূপ তাদের জানা নেই। নারীরা আজ নিজেদের মুক্তি, শান্তি আর নিরাপত্তার আশায় পশ্চিমা মডেল গ্রহণ করছে। ইসলাম তাদের কী অধিকার ও সম্মান দিয়েছে তা তাদের অজানা। সেই পশ্চিমা নারীবাদের নতুন অনুষঙ্গ হয়েছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন। আর তারই অংশ নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামাআতে নারীর ইমামতি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



অথচ ইসলামের সোনালি ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে, নারীরা পুরুষদের কোনো জামাআতে নামাজ পড়িয়েছে। বিভিন্ন ফিকহি মাজহাবের সম্মানিত ইমামগণ এবং মদিনার বিশিষ্ট ৭ ফকিহ,[১] এমনকি শিয়া-সহ সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, নারী-পুরুষের সম্মিলিত সালাতের জামাআতে ইমামতিতে থাকবেন কেবল কোনো পুরুষ, নারী নয়।[২] এটা কোনো বৈষম্য নয়; বরং সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত বিধান। একজন মুমিন-মুসলিমের হৃদয়ে যদিও এটাই হওয়া উচিত বলে মনে বিশ্বাস থাকে, তবুও 'কেন' প্রশ্ন মনে এসে দোলা দেয়।

উত্তরটা জানার আগে অন্য একটি বিষয় জানা দরকার। তা হলো, 'কী আমার দায়িত্ব', 'কী আমার অধিকার' আর 'কী আমার জন্য বোঝা'। দায়িত্ব, অধিকার আর বোঝার পার্থক্যটা জানা। দায়িত্বকে অনেকে 'বোঝা' ভাবলেও মূলত তা 'বোঝা' নয়। আর সবচেয়ে বড় ভুল হলো, 'বোঝা'কে অধিকার মনে করা। যেমন : কোনো পথিকের কাঁধে একটি পাঁচমণ ওজনের মালামাল তুলে দিয়ে বললাম, এটা বহন করা তোমার অধিকার। পুরুষকে বললাম, গর্ভধারণ তোমার অধিকার। বিষয়গুলো কি হাস্যকর নয়? তেমনি পুরুষের ইমামতি করা নারীর অধিকার নয় বরং বোঝা। এবার আসি যৌক্তিক আলোচনায়—

[১] কুরআন তিলাওয়াত করতে হয় শুদ্ধভাবে, তারতিলের সাথে,[৩] ধীরস্থিরভাবে[৪] এবং যথাসাধ্য মিষ্টভাষায়।[৫] কারণ, তাতে সালাতের প্রতি আকর্ষণ পয়দা হবে। একনিষ্ঠ হয়েও কুরআন তিলাওয়াত করা জরুরি। এটাও জরুরি যে, যা পড়া হয় তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা, তার অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করা, বিনয়ীভাব গ্রহণ করা এবং নিজকে এমনভাবে হাজির করা, যেন আল্লাহর সাথে সংলাপ হচ্ছে।[৬] এগুলো মহিমাময় রবের প্রতি ধ্যান বাড়িয়ে তোলে। নামাজে যদি আল্লাহর প্রতি

---

[১] মদিনার বিশিষ্ট ৭ জন ফকিহ হলেন : সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব, উরওয়া ইবনুজ জুবাইর, খারিজা ইবনু জায়েদ ইবনি সাবিত, উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি উতবা, সুলাইমান ইবনু ইয়াসার, সালিম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি উমার, আবু সালমা ইবনু আব্দির রহমান : https://bit.ly/2NOixOA

[২] যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, *নারীদের জামাআতে নামাজ ও ইমামতি সম্পর্কে ইসলামের বিধান* ইসলামিক সেন্টারের গবেষণাপত্র সংকলন-৯, পৃষ্ঠা : ৭৯-১৬০

[৩] সূরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ০৪

[৪] *সহীহ বুখারী* : ৪৭৫৯

[৫] *সহীহ মুসলিম* : ১৭৩২

[৬] *সহীহ মুসলিম* : ৭৬৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


ধ্যান না থাকে তবে তা দিয়ে হয়তো শাস্তি থেকে রক্ষা হবে, কিন্তু সন্তুষ্টি অর্জন হবে না। আর নামাজই তো সন্তুষ্টি অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

*সেজদা করো আর আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও।*[১]

আমরা জানি, নারীর কণ্ঠ পুরুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীত হয় না। আর এ জন্য মুমিনদের মা (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী )-দেরও অন্য পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে।[২] এখন নামাজে যদি পুরুষেরা নারীর কণ্ঠে তিলাওয়াত শোনে তবে তাদের ধ্যান আল্লাহমুখী কোনোভাবেই হবে না। ফলে সালাতের প্রধান উদ্দেশ্যই হারিয়ে যাবে। আর প্রধান উদ্দেশ্য হারালে এমন ইবাদতের প্রশ্নই ওঠে না। তাই সালাতের ইমামতি পুরুষের করাই যৌক্তিক, নারীর নয়।

[২] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নারীদের জন্য মসজিদের চেয়ে ঘরে নামাজ পড়াই উত্তম।[৩] ফরজ নামাজ জামাআতে পড়া পুরুষের জন্য ওয়াজিব/সুন্নাতে মুআক্কাদা[৪] এবং জুমআর নামাজ আদায় করা ফরজ/ওয়াজিব। দিনে-রাতে, আলোতে-অন্ধকারে, রৌদ্রে বা বৃষ্টিতেও তাকে জামাআতে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে নারীকে দেওয়া হয়েছে ছাড়। জামাআতে নামাজ পড়ার আবশ্যকতা তাদের নেই। ফরজ নামাজ জামাআতে আদায় করা নারীদের ওপর ওয়াজিব/সুন্নাতে মুআক্কাদা নয়। কি দিন বা কি রাত।

নারীদের মসজিদে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিয়ে যে-বক্তব্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন, তা হতে সর্বোচ্চ এতটুকু সাব্যস্ত করা যায় যে, মসজিদে জামাআতে উপস্থিত হওয়া নারীদের জন্য মুবাহ বা বৈধ। তেমনি সালাতুল জুমআ আদায় করা নারীদের ওপর ফরজ/ওয়াজিব নয়। যার ওপর জামাআত আবশ্যক নয় সে কীভাবে এমন লোকদের ইমামতি করবে যাদের ওপর জামাআতে

---

[১] সূরা আলাক, আয়াত : ১৯

[২] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২

[৩] *মুসনাদে আহমাদ* : ২৬৫৫০

[৪] *সহীহ বুখারী* : ৬৬৪


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


নামাজ পড়া ওয়াজিব? অবশ্য পালনীয় ব্যক্তির নামাজে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত, নাকি ঐচ্ছিক ব্যক্তির? যুক্তি কী বলে?

ধরেন, আপনি আপনার দেশে বসবাস করেন আর নেপালের কোনো ব্যক্তি আপনার দেশে এলো। আসতেই পারে। এখন আপনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, নাকি সে এই পদের দাবি করবে? নিশ্চয়ই আপনি। আপনার দেশে নেতৃত্ব দিয়েছে ব্রিটিশ। আপনার পূর্বপুরুষ আন্দোলন-সংগ্রাম করে তাদের তাড়িয়েছে। কারণ, এ দেশের মাটি আপনার, ব্রিটিশদের নয়। আপনার দেশে এসে আপনাকে কমান্ড করার কোনো অধিকার তাদের নেই। ঠিক সালাতের বিষয়টিও এমন। ইমামতিও একটি নেতৃত্ব। একটি দলকে তিনি কমান্ড দেন আর দলটি সম্পূর্ণরূপে তাকে অনুসরণের চেষ্টা করে।

[৩] লজ্জা নারীর ভূষণ। যদিও লজ্জাশীলতা নারী-পুরুষ সকলেরই ভূষণ। কারণ, তা ইমানের বিশেষ একটি শাখা।[১] তবে স্বাভাবিকভাবে পুরুষের চেয়ে নারীরা একটু বেশিই লাজুক হয়। আমরা জানি, পিরিয়ডের কারণে প্রত্যেক মাসে কিছুদিন নারীদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত বা নামাজ পড়া বন্ধ থাকে। এখন কোনো নারী যদি ইমামতির দায়িত্ব নেন তবে কি তিনি সকল মুসল্লিকে (নারী-পুরুষ) বলতে পারবেন যে, আমার সমস্যা চলছে? নামাজ পড়াতে পারব না। এমতাবস্থায় তাকে ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে এগুলো বলানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি করাটা কি তাকে অপমান করা নয়?

আর অসুস্থতার সময় যদি মাসে ১০ দিন পর্যন্ত গড়ায় তবে তার ইমামতি থাকবে তো? আবার যদি ইমাম সাহেবার সালাতের পাশাপাশি বাচ্চাদের কুরআন শেখানোর দায়িত্ব থাকে তবে তো শিশুরা শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ, নারী যেমন অস্বস্তিতে পড়বে তেমনি শিশুরা শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ ইসলাম নারীর লজ্জাশীলতাকে মূল্যায়ন করে—তার সম্মান প্রতিষ্ঠা করে, শিশুর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়। এভাবে সালাতের ইমামতিতে কীভাবে নারীর অনুমোদন করে ইসলাম তাদের এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে?[২]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৯

[২] পিরিয়ডের সময় কুরআন পড়ার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশই না পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



[৪] পূর্বেই হাদিস উল্লেখ করেছি যে নারীদের জন্য মসজিদের চেয়ে ঘরে নামাজই উত্তম। মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামাজ পড়লে সে ক্ষেত্রে পুরুষেরা সামনে এবং নারীরা পেছনে দাঁড়াবে। আর পুরুষের প্রথম কাতার এবং নারীর শেষ কাতার হলো উত্তম কাতার।[১] সালাতের উপযুক্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যেই এই কাতার ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হয়েছিল।

রক্তে-মাংসে সৃষ্ট মানুষের স্বভাব ইসলাম অস্বীকার করে না। পুরুষের অবাধ মেলামেশায় প্রবৃত্তি জেগে ওঠা অসম্ভব নয়। নিবিষ্টচিত্তে ও গভীর ধ্যানে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন মুমিন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। ইসলাম সালাতের পরিবেশে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে চায় না।[২] নারী-পুরুষ যদি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তবে নামাজে মনোযোগ দেওয়ায় যে বিঘ্নতা ঘটবে তা কেউই অস্বীকার করবে না।

এ জন্য পুরুষদের কাতার সামনে ও নারীদের কাতার পেছন নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা কোনো মতেই লৈঙ্গিক বৈষম্য নয়। সুতরাং, কোনো পুরুষের জন্য যেমন নারীদের পেছনে দাঁড়ানো সমীচীন নয় তেমনি নারীর জন্য পুরুষের সামনে দাঁড়ানোও সমীচীন নয়। একজন নারী, যিনি মসজিদের পেছনের অংশে নামাজে দাঁড়ান, তার পক্ষে কীভাবে সামনে দাঁড়ানো মুসল্লিদের ইমাম হওয়া সম্ভব?

[৫] কিয়ামতের দিন ইমামকে তার নিজের এবং মুসল্লিদের সালাতের হিসেবও দেওয়া লাগবে।[৩] কারণ, তার কারণে যদি অন্যদের নামাজও না হয় সে জন্য তিনি দায়ী। ঠিকভাবে নামাজ পড়ান তার দায়িত্ব। পক্ষান্তরে মুসল্লিকে ইমামের সালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে না। ইমাম যেহেতু পুরুষ হবেন, নারী নন। তাই এমন হাশরের মাঠে পুরুষ তার নিজের ও মুসল্লিদের সালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন যেখানে বন্ধু বন্ধুকে, বাবা-মা সন্তানকে, সন্তান বাবা-মাকে, ভাই বোনকে, বোন ভাইকে, স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে ভুলে যাবে। সবাই অন্যকে অস্বীকার করবে। একজন আরেকজনের থেকে পালিয়ে যাবে। কেউ কারও খবর নেওয়ার কথাও ভাববে না।[৪]

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৪৪০

[২] *সহীহ বুখারী* : ৮২৮

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৮৯৩

[৪] সূরা আবাসা, আয়াত : ৩৪-৩৭



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



তো এই কঠিন হাশরের মাঠে হিসেব দেওয়ার বোঝাটা পুরুষকে দিয়ে নারীকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। একজন নারীর জন্য জান্নাত লাভের চেষ্টা পুরুষের চেয়ে কতটুকু সহজ করেছে ইসলাম। নারী তো রানি, তার এত হিসেবের ঝক্কি-ঝামেলার দরকার কী?

[৬] সন্তান প্রতিপালন। একজন মায়ের সবচেয়ে ভালোবাসার জায়গা তার কলিজার টুকরা সন্তান, যাকে সে কষ্টে গর্ভধারণ করে, দুগ্ধপান করায়, পরম আদরে লালন-পালন করে। এই সন্তান যদি কান্না শুরু করে তবে স্বাভাবিকভাবেই মা অস্থির হয়ে যান। এখন এই নারী যদি ইমামতির দায়িত্ব নেন আর তার সন্তানের কান্নায় তিনি অস্থির হয়ে নামাজে বারংবার ভুল করে বসেন—তবে কি মুসল্লিরা মেনে নেবেন? অথবা নারী ইমামতিতে দাঁড়ালেন আর বাচ্চা সবার সামনে দিয়ে বারবার দৌঁড়ে তার মায়ের কাছে যাচ্ছে—এমন পরিস্থিতি যদি দৈনিক পাঁচবার হয় তবে আপনি এটি সহ্য করবেন তো?

প্রশ্ন হতে পারে, নারী শুধু ইমাম কেন, এ সমস্যা তো একজন নারী মুক্তাদি হলেও হবে, তাহলে এরপরও (জামাআতে নারীদের নামাজ পড়তে) কেন বাধা দেওয়া হয়নি? এর কারণ, হলো, নারীদের জন্য পুরুষদের জামাআতে মুক্তাদি হওয়া বা শুধু নারীদের জামাআতে একজন নারীর ইমাম হওয়া কেবল জায়েজ, আবশ্যক নয়। চাইলে অংশ নেবে, না চাইলে নেবে না; কিন্তু পুরুষদের জন্য জামাআতের সাথে নামাজ পড়া আবশ্যক।

[৭] আমাদের সমাজে নামাজ পড়ানোকেই ইমাম সাহেবের একমাত্র দায়িত্ব মনে করা হয়। একজন ইমামের দায়িত্ব কেবল নামাজ পড়ানোই নয়; বরং তার আরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। এটি একটি প্রধান বা গুরুদায়িত্বমাত্র। একজন ইমাম একাধারে সমাজের পথপ্রদর্শক, বিচারপতি, রাষ্ট্রনায়ক। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামতি করেছেন; যিনি রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, ছিলেন বিচারপতি, যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি। তো, একজন নারীর জন্য গৃহ-সংসার এবং সন্তান রেখে এমন ঝামেলায় জড়ানোর কোনো মানে হয় না।

ইসলামের ইতিহাসের দিকে এবার একটু তাকানো যাক—

[৮] উম্মুহাতুল মুমিনীন রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না হলেন উম্মতের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আদর্শ ও অনুসরণীয়। কারণ, তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্পর্শ পেয়েছেন। পুরুষের নামাজে বা মিশ্র জামাআতে নারীর ইমামতি যদি বৈধ বা অনুমোদিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


হতো তাহলে এ জন্য সবচাইতে বেশি উপযুক্ত ছিলেন তারাই[১]; কিন্তু তাদের কেউ কখনো মিশ্রলিঙ্গের নামাজে ইমামতি করেননি। আর নারীদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আম্মাজান আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা।[২] তিনি ছিলেন বাগ্মী, বিশুদ্ধভাষী। তার মতো ইসলামের মহান শিক্ষক, বিদূষী নারী নিজের দাসের ইমামতিতে তারাবিহ আদায় করেছেন। সুতরাং, বোঝা গেল—কোনো নারীর জন্য মিশ্র জামাআতের অথবা পুরুষের জামাআতের ইমামতি করা সমীচীন নয়, অনুমোদিতও নয়।[৩]

[৯] নারী-পুরুষের জামাআতে কোনো নারীর ইমামতি ইসলামি ঐতিহ্যের বিরোধী। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের কোনো নজির নেই, যেখানে কোনো নারী জুমআর নামাজে খুতবা দিয়েছেন বা ইমামতি করেছেন অথবা সাধারণ কোনো নামাজে ইমামতি করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়িদের যুগে নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামাআতে কোনো নারী ইমামতি করেছেন—এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই।[৪]

[১০] ইসলামি সমাজের অসংখ্য নারী নানান ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। যেমন, তাফসির, হাদিস, ইসলামি আইন, সাহিত্য, যুদ্ধক্ষেত্র ইত্যাদি। 'পর্দাপ্রথা ও প্রগতি; অন্তরায় নাকি পরিপূরক?'(যা লেখকের পরবর্তী বইয়ে থাকছে) প্রবন্ধে এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, অনেক ধোঁকাবাজ, প্রতারক, মিথ্যুক পুরুষ—জাল বা মিথ্যা আকর্ষণীয় কথাকে হাদিস বলে চালিয়ে দিয়েছে; কিন্তু এমন কোনো নজির নেই যে, কোনো নারী এমন জঘন্য কর্ম করেছেন। এ কথাটি বলেছেন ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ।

অসংখ্য বড় বড় ইসলামের সুপণ্ডিত পুরুষের শিক্ষিকা ছিলেন নারী। যেমন : ইমাম ইবনু আসাকিরের শিক্ষকগণের মাঝে ৮০ জন ছিলেন নারী, আবু মুসলিম আল-ফারাহিদি ৭০ জন হাদিস বর্ণনাকারী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী, ইমাম শাফিয়ির মতো লোকদেরও অনেক নারী শিক্ষক ছিলেন; কিন্তু এই নারী শিক্ষকদের কেউই নারী-পুরুষের জামাআতে ইমামতি করেননি।[৫]

---

[১] রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

[২] *সহীহ বুখারী* : ৩৭৬৯

[৩] যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, প্রাগুক্ত

[৪] যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, প্রাগুক্ত

[৫] যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



[১১] 'নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামাআতে নারীর ইমামতি অবৈধ' এ বিষয়ে আলেমদের ইজমা রয়েছে। সকল যুগের সকল আলিম এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামাআতে নারীর ইমামতি অবৈধ। প্রসিদ্ধ চারটি মাজহাবের সকল ইমামই এবং শিয়া মতাবলম্বীরাও এ বিষয়ে একমত। আর ইজমার অনুসরণ করা জরুরি। কেননা, ইজমার বাইরে যে অবস্থান করবে সে গোমরাহিতে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে যাবে।[১] সুতরাং, এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, নারী-পুরুষের সম্মিলিত জামাআতে কোনো নারী ইমামতি করতে পারবেন না।[২]

কেউ আবার ভাবতে পারেন যে, মারিয়ামের মা তার গর্ভের সন্তানকে মসজিদের জন্য মান্নত করেছিলেন[৩] এবং পরে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ওয়াকফ করেন। এ থেকে মনে হয় নারীদের ইমামতি করার অনুমতি রয়েছে।

তাদের একটু বলতে চাই, হজরত মারিয়ামের মা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, কন্যা সন্তান মসজিদের খেদমতের জন্য যথার্থ নয়। তাই তিনি বলেছিলেন, আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।[৪] এই সন্তান দিয়ে তো মসজিদের সার্বিক খেদমতের মানত পূরণ হবে না। অর্থাৎ, তখনকার সমাজেও নারীদের ইমামতিসহ মসজিদের সার্বিক খেদমতের উপযুক্ত মনে করা হতো না।

তবে মারিয়ামকে কবুল করে নেওয়াটা ছিল ভিন্ন। কেননা, এখানে কুরআনে যে-শব্দটি এসেছে তা হলো الْأُنْثَى অর্থাৎ, নির্দিষ্ট ওই নারীর জন্য এটা বিশেষায়িত। (আরবি ব্যাকরণের ভাষায় এখানে 'আলিফ-লাম' মারেফার জন্য। মানে নির্দিষ্ট বাচক বিশেষ্য।) আর যদি ধরেই নিই যে, ওটা সকল নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—তবে বলি, মারিয়াম আ. সেখানে ইমামতি করতেন না। মসজিদের অন্য কাজ যেমন : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করতেন। সর্বোপরি তা (নারীদের ইমামতি) শরিয়তে মুহাম্মাদিতে নিষিদ্ধ।

উপর্যুক্ত যৌক্তিক এই আলোচনা থেকে আমরা এ উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে, পুরুষের সালাতের ইমামতি পুরুষেরই করা উচিত। কোনো নারীকে পুরুষের সামনে

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২১৬৭

[২] যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, প্রাগুক্ত

[৩] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৫

[৪] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


দাঁড় করিয়ে দিয়ে ইমামতি করতে দেওয়ার অর্থ কেবল তাকে অপমান করা। নারীর হেরেমে যেমন কোনো পুরুষের প্রবেশ অনুচিত তেমনি পুরুষের সামনে নারীকে দাঁড় করানোও অন্যায়। যার জন্য যেটা মানানসই তাকে সেটাই দেওয়া উচিত। যে যেটা করার অধিক উপযুক্ত তাকে সে-কর্মেই নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। এতে সমাজে শৃঙ্খলা বিরাজ করবে। কোনো নারীকে যদি ১০০ তলা বিল্ডিংয়ের ওপরে কংক্রিটের দেওয়াল তৈরি করতে দেওয়া হয় আর পুরুষকে দেওয়া হয় থালা-বাসন মাজতে, তবে সমাজ আর সংসার-জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসবে—তা বলাই বাহুল্য।


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# সকল নবীই পুরুষ, কোনো নারী কেন নবী নয়?

বিশ্ববাসীকে সত্যের পথে আহ্বান করতে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীতে নিষ্পাপ ব্যক্তিবর্গ বলতে আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবীগণকেই জানি। কুরআন ও হাদিসের আলোচনা থেকে আমরা যে-সকল নবীর নাম জেনেছি, তাদের সকলেই পুরুষ ছিলেন। প্রায় ২৫ জন নবীর নাম কুরআনে কারিমে উল্লেখ আছে। যেমন : হজরত আদম আলাইহিস সালাম, হজরত ইদরিস, হজরত নুহ, হজরত হুদ, হজরত সালিহ, হজরত ইবরাহিম, হজরত লুত, হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক, হজরত ইয়াকুব, হজরত ইউসুফ, হজরত শুয়াইব, হজরত মুসা, হজরত হারুন, হজরত ইউনুস, হজরত দাউদ, হজরত সুলাইমান, হজরত ইলয়াস, হজরত ইয়াসা, হজরত যুল কিফল, হজরত আইয়ুব, হজরত যাকারিয়া, হজরত ইয়াহইয়া ও হজরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম। এরপর সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[১]

এখানে কোনো নারীর নাম নেই। কারণ, কোনো নারীই কখনো নবী ছিলেন না।[২] ফলে কখনো কখনো একজন মুমিন-বিশ্বাসীর মনেও এই প্রশ্ন উঁকি দেয়—কারণটা এমন কী হতে পারে যে, কোনো নারীই নবী হলেন না; এমন কী ছিল যে, নবুওয়াত পুরুষের মাঝেই রয়ে গেল।' বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু আলাপে যেতে চাই।

আচ্ছা, কখনো কি এই প্রশ্ন আমাদের মনে কোনোদিন জেগেছে যে, মাতৃত্বের মর্যাদা কেন কেবল নারীর? কেন শুধু 'নারীর পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত' বলা হলো

---

[১] *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, ২/৪৬৯

[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



হাদিসে?[১] সন্তানের কাছে মায়ের অধিকার কেন বাবার চেয়ে তিনগুণ বেশি?[২] অথচ সন্তানের সকল প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব থাকে এই বাবার-ই ওপর? উত্তর—'না, জাগেনি।' কারণ, সব কিছু কি আর সবাই পারে; বরং আরও উলটো একটা প্রশ্ন হবে যে, পিতৃত্ব কেন কেবল পুরুষের? মানে, প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন, তার পরেও প্রশ্ন। আসলে যে-প্রশ্ন আরেকটি প্রশ্নের উদ্রেক ঘটায় এবং চূড়ান্ত পর্যায় থাকে না তা অবান্তর। তাহলে 'মাতৃত্বের মর্যাদা কেন কেবল নারীর' এই প্রশ্ন করাও কিন্তু বোকামি।

ঠিক একইভাবে নারীকে কেন আল্লাহ তাআলা নবী বানিয়ে পাঠাননি তা একটি যৌক্তিক প্রশ্ন হতে পারে না। কেননা, সবার মাঝে সব যোগ্যতা থাকে না। নারী-পুরুষের প্রকৃতি ভিন্ন। ভিন্ন তাদের কার্যাবলি। যে-ব্যক্তি যে-বিষয়ে দক্ষ তাকে ওই বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়াই কর্তব্য। একজন দক্ষ কৃষক ব্যক্তি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন? একজন মানবিক শাখার মেধাবী শিক্ষার্থী কি বিজ্ঞনাগারের গবেষণায় নেতৃত্ব দেবেন? নিশ্চয়ই নয়। কারণ, তাতে তিনি তার দায়িত্ব ঠিকমতো আঞ্জাম দিতে পারবেন না। কাজটি হবে অপূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত।

তাছাড়া নবীগণ সকলেই পুরুষ হলেও সকল পুরুষই কিন্তু নবী নন। নবীদের সংখ্যা লক্ষাধিক। যার পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব; কিন্তু সকল পুরুষের সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এখন যদি আমরা বলি, অন্যরা কেন নবী হলেন না? বিষয়টি হবে হাস্যকর। কারণ, সবাই প্রকৌশলী, ডাক্তার বা কৃষক হবে না। ঠিক তেমনি—সবাই নবী হবেন না।

যাইহোক, এখন 'কেবলমাত্র পুরুষদের নবী হবার পেছনে কী এমন হিকমত, কী এমন প্রজ্ঞা কাজ করতে পারে' সে-ব্যাপারে আমরা চারটি সূত্রে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব :

[১] সকল নবীর ওপরই নামাজ ফরজ ছিল। আর সালাতের ইমামতি তো নবীই করবেন। কারণ, ইমাম হবেন জাতির নেতা এবং শ্রেষ্ঠব্যক্তি। নবী নেতা এবং শ্রেষ্ঠব্যক্তিই হয়ে থাকেন। নারী যদি নবী হতো তবে তো তাকেই ইমামতি করতে হতো। আর তাতে কী কী সমস্যা হতে পারে—তা আগেই (নারী কেন পুরুষের ইমামতি করতে পারে না প্রবন্ধে) আলোচনা করেছি। সুতরাং, নবী পুরুষ হওয়াই যৌক্তিক।

---

[১] *সুনানুন নাসায়ী* : ৩১০৪

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৫৪৮



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[২] নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিতে দিনে-রাতে অসংখ্যবার মানুষের কাছে গিয়েছেন। যেমন : হজরত নুহ আলাইহিস সালামের কথা কুরআনে এসেছে। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমি আমার জাতিকে রাতে এবং দিনে দাওয়াত দিয়েছি।'[১] তিনি দাওয়াত দিয়েছেন ৯৫০ বছর। আল্লাহ বলেছেন—

> আর আমি অবশ্যই নুহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর মহা-প্লাবন তাদের গ্রাস করল, এমতাবস্থায় যে—তারা ছিল জালিম।[২]

আল্লাহ তাআলা নবীজিকে নির্দেশ দিয়েছেন দাওয়াত পৌঁছাবার। হোক তা দিন, রাত বা যে-কোনো সময়। একজন নারীর জন্য মানুষের দ্বারে-দ্বারে গিয়ে দাওয়াত দেওয়া, বিশেষত, রাতের বেলায়—সম্ভব? সম্ভব নয়; কারণ, তাতে তার সম্ভ্রমহানি হতে পারে। অন্যদিকে দিন-রাত লাগিয়ে যদি তিনি দাওয়াতের কাজ না করেন, তাহলে তার দায়িত্বপালনে ঘাটতি দেখা দেবে। আর যিনি দায়িত্বপালনে ঘাটতি করবেন, তিনি নবী হবেন কীভাবে? আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

> 'হে নবী, তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করা হয় তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও। যদি তা না করো (অবতীর্ণ বিষয় পৌঁছে না দাও) তাহলে তুমি তোমার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।'[৩]

ফলে এই দায়িত্বপালনের বাধ্যবাধকতার জন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জেহেলের কাছে পর্যন্ত অসংখ্যবার দিনে-রাতে, ঝড়-বৃষ্টিতে ছুটে গেছেন। কোনো নারী যদি এভাবে বাধ্যবাধকতার সাথে দাওয়াতের কাজ না করেন, তিনি দায়িত্বহীন হিসেবে গণ্য হবেন। একজন দায়িত্বহীন ব্যক্তি কীভাবে নবী হতে পারেন? সুতরাং, নবুওয়াতের এই কঠিন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে মূলত নারীর ওপর ইহসান করা হয়েছে। দায়িত্ব পাওয়াই বড় কথা নয়; বরং তা পালন করাই বড় কথা। কারণ, মানুষ যতটুকু দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসিতও হতে হবে।[৪]

---

[১] সূরা নূহ, আয়াত : ০৫

[২] সূরা আনকাবুত, আয়াত : ১৪

[৩] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭

[৪] সহীহ বুখারী : ৭১৩৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



[৩] একজন নবীকে অবশ্যই সর্বাধিক সাহসী হতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ছিলেন সর্বাধিক সাহসী ব্যক্তি।[১] উহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধের মতো কঠিন মুহূর্তে যখন প্রায় সবাই পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল তখনো তিনি যুদ্ধের ময়দানে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।[২] দীর্ঘদিন যাবত হেরাগুহায় একাকী ধ্যানমগ্ন থেকেছেন। নিরাপদে এই ধরনের দায়িত্বপালন আর নির্জনবাস কি একজন নারীর দ্বারা সম্ভব? এমন নারী কয়জন—যারা এখানে অটল থেকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন? নেই বললেই চলে। কারণ, এগুলো নারী-স্বভাবের অনুকূল নয়; বরং প্রতিকূল। যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে তিনি অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না, তেমনি সম্ভ্রমহানির ভয়ে ধ্যানমগ্নতাও তার দ্বারা অসম্ভব। তিনি তো বলবেন, আমার জন্য জিহাদ ফরজ নয়।[৩]

[৪] বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করা নবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হজরত নুহ আলাইহিস সালামকে পাথর মেরে মেরে ঢেকে ফেলা হয়েছে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে ফেলা হয়েছে, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ও তার পুত্র ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে শহিদ করা হয়েছে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাথর মারা হয়েছে। রক্তে তার শরীরের সাথে জুতা আটকে গিয়েছে; এরপরও তারা দৃঢ়পদে আল্লাহর রাস্তায় তাদের ডেকেই গেছেন। উম্মতের এহেন আচরণে ফেরেশতারা পর্যন্ত শাস্তি প্রদানের জন্য উপস্থিত হয়েছে, তবুও নবীজি উম্মতের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন।

পাহাড়ের চেয়েও এই অনড় অটল ধৈর্যধারণ কি কোনো নারীর জন্য সহজ? যারা একটু বেশি রেগে গেলেই মুখে অভিসম্পাত তুলে নেন যে-কারও জন্য। কেউ হয়তো বলবেন, নুহ আলাইহিস সালাম তো তার জাতির জন্য বদদুআ করেছিলেন। তাদের একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই; তিনি লাগাতার ৯৫০ বছর দাওয়াত দেওয়ার পর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন—এরা ইমান আনবে না। উলটো নানানভাবে তারা তাকে কষ্ট দিয়েছে, পাথর মেরে মেরে ঢেকে ফেলেছে। এরপর তিনি বাধ্য হয়ে বদদুআ করেছিলেন।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ২৮৭৫

[২] *সহীহ বুখারী* : ২৮৬৪, ২৮৭৪

[৩] *সহীহ বুখারী* : ২৮৭৬



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


কুরআনে কারিমে এসেছে—

> আর নুহ বললেন, 'হে আমার রব, জমিনের ওপর কোনো কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না। যদি আপনি তাদের রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের।'[১]

তার এই মন্তব্য ভবিষ্যৎ জেনে বলেননি; বরং বিগত ৯৫০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। তিনি যে কেবল বদদুআ-ই করেছেন—তা নয়। তিনি নিজের জন্য, নিজের পিতা-মাতা এবং মুমিন বান্দাদের জন্য দুআও করেছেন। দুআ করে বলেছেন—

> 'হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে—তাদের এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করেন এবং জালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করেন'[২]

আমরা কি ৯৫০ বছর, বাদ ৯৫০ মাস, তাও বাদ দিই ৯৫০ ঘণ্টা এমন জাতিকে দাওয়াত দিতে পারব—যারা আমাকে পাথর মেরে মেরে ঢেকে ফেলে? উত্তর একটাই—সম্ভব নয়।

কীইবা দরকার নবুওয়াতের এই গুরুদায়িত্ব পালনের, এত কষ্ট স্বীকার করা ছাড়াই যদি নবীদের থেকেই সর্বাধিক সম্মান পাওয়া যায়! নবীজির দুধমা হালিমাতুস সাদিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা নবীজির কাছে এলে তিনি তাকে নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিতেন। পরম মমতা আর আগ্রহ নিয়ে তার কথা শুনতেন। অথচ নবীজির মতো তাকে দিবারাত্রি মানুষের কাছে গিয়ে দাওয়াত দিতে হয়নি, উহুদের মতো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে নিজের দাঁত মুবারক শহিদ করতে হয়নি, তায়েফবাসীর নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতও সহ্য করার দরকার পড়েনি। তাকে যা হতে হয়েছে, তা হলো—'মা'। সুতরাং, কোনো নারীর জন্য নবুওয়াতের মতো গুরুদায়িত্ব গ্রহণের ঝামেলা না নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়ে সহজে জান্নাতে যাবার পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

---

[১] সূরা নূহ, আয়াত : ২৬-২৭

[২] সূরা নূহ, আয়াত : ২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# পুরুষের বহুবিবাহ : নারীর স্বার্থহানি নাকি স্বার্থপ্রতিষ্ঠা?

সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের বংশধারা বজায় রাখার একমাত্র পবিত্র ও বৈধ পন্থা হলো বিয়ে। বৈবাহিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে মানুষ তার জৈবিক চাহিদা পূরণের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। আর এরই ফসল সন্তানাদি। তবে ইসলামে বিয়েকে শুধু নারী-পুরুষের মিলন ও সন্তান জন্মদানের উপায় হিসেবে দেখা হয় না। এই পবিত্র বন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরও অনেক ব্যাপক ও গভীর। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহসহ নিজেদের পারস্পরিক সম্প্রীতি-ভালোবাসা, দয়া-মায়া এবং সুখে-শান্তিতে বসবাসও বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> *'এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের—যাতে তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।'*[১]

এই দয়া-মায়া আর ভালোবাসার বিবাহবন্ধনে মানুষ আবদ্ধ হয়। মানুষ চায় না—কেউ তার ভালোবাসায় অংশীদার হোক। অর্থ-সম্পদ ভাগ করে নেওয়া সহজ হলেও ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়া কঠিন। ভালোবাসাকে সবাই নিজের মতো করে একাকী উপভোগ করতে চায়। স্বামী চায় তার স্ত্রীকে কেবল নিজের মতো করে পেতে, স্ত্রীর দিকে কেউ কামনা বা ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকানোকেও সে মেনে নিতে পারে না। আবার স্ত্রীও চায় সে একাই কেবল তার স্বামীকে পাবে, তার

---

[১] সূরা রূম, আয়াত : ২১



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আদর-সোহাগ ও প্রাপ্য ভোগ করবে; কিন্তু এরপরও ইসলাম প্রয়োজনে পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমোদন দেয়, নারীকে দেয় না। তখন প্রশ্ন জাগে, এভাবে পুরুষকে বহুবিবাহের অনুমতি দিয়ে কি নারীর স্বার্থহানি ঘটানো হয়নি? এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপের আগে আমরা ছোট্ট একটি গল্প পড়ে নিই :

'দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে ভাবছি...'

'কিন্তু কেন? আমি কি খুব খারাপ? আমি কি যথেষ্ট ভালো নই? না, না! আমি কখনোই দ্বিতীয় বিয়ে মানতে পারি না। অন্যকারও সাথে আপনাকে ভাগাভাগি করে নিতে পারি না। আপনি চাইলে আরেকটি বিয়ে করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, সে ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো।'

এই কথাগুলো বলছেন একজন এমন স্ত্রী, যার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার ব্যাপারে তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলেন। ভোগ বা কোনো ধনী লোকের ষোড়শী দুলালির প্রেমমোহে আচ্ছন্ন হয়ে নয়, বরং বিয়ের মাধ্যমে তার স্বামী একজন এমন অসহায় নারীকে আশ্রয় দিতে চাচ্ছিলেন—যিনি সদ্য-তালাকপ্রাপ্তা, চার সন্তানের জননী। ছেলে-মেয়ে নিয়ে যার খুব কষ্টে দিন কাটছে। তার অবস্থা তখন এতটাই শোচনীয় যে, রাত পোহালে মনে হয়, 'রাতটা আরেকটু দীর্ঘ হলেই ভালো হতো। বাচ্চারা ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলে আরেকটু সময় ঘুমিয়ে থাকত। আর রাত হলে মনে হয়, ভোরের আলো ফুটলেই হয়তো ভালো হতো, বাচ্চাগুলোর জন্য দু-মুঠো খাবারের হয়তো ব্যবস্থা করা যেত।'

স্বামীর মুখে সবকিছু শুনেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন? ওদের বাবা কী করে? সে কি বাচ্চাদের দায়িত্ব নিতে পারে না? তাদের দেখাশোনা করতে পারে না? সে নিজেই যদি তার দায়িত্ব পালন না করে, তবে আপনি কেন বাইরের মানুষ হয়ে তার বোঝা বইতে যাবেন? তাছাড়া আপনি যদি তাকে কেবল সাহায্যই করতে চান, তবে বিয়ে করা ছাড়াও সেটা করতে পারেন। তার আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। তার জন্য আবাসন বা কর্মসংস্থান করে দিতে পারেন। সাহায্যের এতগুলো সুযোগ থাকতেও বিয়েই কেন করতে হবে?'

কারণ, বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা তিনি কল্পনাও করতে পারছিলেন না। তার স্বামীকে আরেকজন নারীর সাথে ভাগাভাগি করবেন, তার অখণ্ড ভালোবাসা খণ্ডিত করে আরেকজন নারী তা উপভোগ করবে; তাকে ছাড়াও তিনি আরেকজন নারীকে স্পর্শ করবেন—অসম্ভব! এটা কিছুতেই তিনি কল্পনা করতে পারছিলেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল, স্বামীকে তিনি আর জিততে দেননি। তার অনড় অবস্থান আর হুমকির কারণে তার স্বামী আর সেই বিষয়ে সামনে অগ্রসর হননি। সেই নারী ও তার বাচ্চাদের শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল, তাও জানা যায়নি। তবে এদিকে ঘটেছিল এক আশ্চর্যজনক ঘটনা।

একদিন মাগরিবের সালাতের পরে স্বামী বললেন—'খুব মাথা ব্যথা করছে; ইশার সালাত পর্যন্ত শুয়ে থাকব।' এ কথা বলেই তিনি শুয়ে পড়েন। কিন্তু হায়! সে-রাতে তার আর ইশার সালাত আদায় করা হয়নি। তার সে ঘুম আর ভাঙেনি। সে-ঘুমেই তিনি মারা যান।

স্বামীর অবর্তমানে সবকিছু দেখভাল করে রাখার সক্ষমতা ছিল না স্ত্রীর। ফলে অযত্নে, অবহেলায় একে একে গাড়ি, দোকান, বাড়ি—সব হারাতে শুরু করলেন। এমনকি তিন সন্তান-সহ তিনি শেষমেষ তার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। হঠাৎ এতগুলো মানুষের উপস্থিতিতে ভাইয়ের বাড়ি গিজগিজ করতে লাগল। ভাবিও দিনে দিনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। এভাবে মানুষের দয়ায় কত দিন পড়ে থাকা যায়? নিজেদের জন্য একটি আলাদা বাসার প্রয়োজন খুব বেশি করে অনুভব করছিলেন তিনি। নারীর জীবনে স্বামী কতটা প্রয়োজন, সেটাও খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করলেন তখন।

হঠাৎ একদিন তার ভাই তাকে ডেকে তার এক কলিগের কথা বললেন। তিনি বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন। ভালো মানুষ। চমৎকার আচার-ব্যবহার। দ্বীনদারিও প্রশংসনীয়। তাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়বারের মতো 'দ্বিতীয় স্ত্রী' কথাটি তার কানে এলো; কিন্তু এবারের পরিস্থিতি কত ভিন্ন!

একদিন ভাইয়ের বাসায় তাদের দেখাদেখির ব্যবস্থা হলো। অবিশ্বাস্যভাবে লোকটিকে খুব পছন্দ হয়ে গেল তার। লোকটির প্রতিটি ব্যাপারই খুব ভালো লাগল। কিন্তু পরিস্থিতি হলো সেই আগের মতো, যা তিনি করেছিলেন তার স্বামীর সাথে। লোকটি জানালেন, 'তার প্রথম স্ত্রী জানেন, তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী। তবে সে এর বিপক্ষে।' তিনি এটাও বললেন, 'দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে একজনকে খুঁজে পেয়েছেন জানলে তার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটি তার জানা নেই; তবে তার স্ত্রীর বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ওপরেই এখন তার চূড়ান্ত জবাব নির্ভর করছে।'

'সে-রাতে আমি ইস্তিখারা-সালাত আদায় করলাম। আমি পাগলের মতো চাচ্ছিলাম—যেন বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। আমার মনে পড়ল, আরেকজন নারীর জীবনও ঠিক এরকম করেই আমার সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করছিল। মনে পড়ে গেল, আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। হঠাৎ করে অনুতাপে পুড়ে যাওয়ার মতো একটি উপলব্ধি হলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



বারবার মনে হচ্ছিল, আমি আমার জীবনে আরেকজন নারীকে স্থান দিইনি; তাহলে আল্লাহ কেন আমাকে আরেকজন নারীর জীবনে স্থান দেবেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবেন।

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলাম। অবাক লাগছিল! জীবনে একবারও আমার মনে হলো না যে, আমি যে-কাজটি করছি তা কতখানি ভুল? আমি সব সময় ভেবে এসেছি—এমন করাটাই ঠিক ছিল।

কিন্তু এখন যখন আমার অবস্থান পাল্টে গেছে, প্রয়োজন যখন এবার আমার, তখন আমি বুঝতে পারলাম, কতটা ভুলে-ই না আমি ছিলাম! আমি আরেকজন নারীর স্বামী-পাবার অধিকার অস্বীকার করেছিলাম। আমি দুআ করতে থাকলাম, যেন তার স্ত্রী আমায় মেনে নেন...।'[১]

তো, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পুরুষের বহুবিবাহ দেখা যায় এবং তা আইনগতভাবে সিদ্ধও বটে। রামায়ণ-মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বহুসংখ্যক স্ত্রী ছিল বলে উল্লেখ আছে। সেখানের বিষয়টি অনেকেরই অজানা। তাই তার বিরুদ্ধে তেমন প্রশ্নও কেউ তোলে না। না জানা থাকলে প্রশ্ন উঠবেই বা কীভাবে? সামান্য কিছু জানা থাকলে বা আলোচিত কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন হবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

যাইহোক, বিশ্বমানবতার শান্তির ধর্ম ইসলামও প্রয়োজনে একাধিক বিয়ের স্বীকৃতি বা অনুমোদন দেয়। এ জন্য অনেকেই না জানার কারণে আবার কেউবা তীর্যকভাবে আক্রমণের জন্য প্রশ্ন করে বসেন, নারীকে এমন অনুমতি না দিয়ে কেবল পুরুষকে অনুমতিদান পুরুষকে বিলাসী করা এবং নারীদের অধিকার হরণ করারই নামান্তর। ইসলামের মতো মানবতার ধর্মে তা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হয়?

আমরা যদি ভাসাভাসা চোখে একক বিয়ের গুরুত্বের কথা বলি তবে প্রথমেই বলতে হয় ইসলামই একমাত্র ধর্ম—যা একক বিয়ের কথা বলে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১] পুরো গল্পটি বিস্তারিত পড়তে চাইলে 'সমকালীন প্রকাশন' থেকে প্রকাশিত গল্পগুলো অন্যরকম বইটি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



> আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, ইয়াতিমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দমতো দুজন, তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে করো; কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একটি অথবা তোমাদের অধীন ক্রীতদাসী বিয়ে করো; এটা পক্ষপাতিত্বে জড়িয়ে অবিচার না করার অধিক নিকটবর্তী পদ্ধতি।[১]

আপনি যদি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের দিকে লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন-বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, তালমুদ বা বাইবেল যাই হোক না কেন—এগুলোর কোনোটিতেই স্ত্রীর সংখ্যা নির্ধারিত নেই। যার যতগুলো ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে। পরে সময়ের পরিবর্তনে খ্রিষ্টান পাদ্রী আর হিন্দু পুরোহিতরা একাধিক স্ত্রী-গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মনে রাখতে হবে এটি পাদ্রী ও পুরোহিতের নিষেধাজ্ঞা, কোনো ধর্মের নয়। পাদ্রীরা করলেই তা ধর্ম হয় না আবার পাদ্রীরা ধর্মীয় আইন না মানলে তা অন্যদের জন্য ধর্ম পালন না করার অনুমোদন হয়ে যায় না। তারা ধর্মীয় কাজের সেবক, ধর্মের প্রণেতা নন।

ইহুদিধর্মের দিকে তাকালে আমরা দেখি সেখানে বহুবিবাহ স্বীকৃত। তালমুদের নিয়মানুসারে, ইবরাহিমের ৩ জন এবং বাদশা সুলাইমানের ৭০০ স্ত্রী[২] (আমাদের বিশ্বাস মতে, ৯৯ জন স্ত্রী ছিল[৩]) ও ৩০০ উপপত্নী ছিল।[৪] তার পুত্রের ছিল ১৮ জন স্ত্রী এবং ২৮ জন উপপত্নী। রিহোবমের ২৮ জন পুত্রের প্রত্যেকেরই অনেক স্ত্রী ছিল।[৫] তালমুদের যারা বিজ্ঞ ব্যক্তি তারা বলেছেন, ইয়াকুবের যে ৪ জন স্ত্রী ছিল তার চেয়ে বেশি বিয়ে করা উচিত নয়।

ইহুদিদের রীতিতে আরও আছে, সব বিচারকের অবশ্যই একাধিক স্ত্রী থাকতে হবে।[৬] ইহুদি রাব্বি গারসম বিন ইয়াহুদা (৯৬০-১০৩০) কর্তৃক বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে রাজকীয় ফরমান জারির পূর্ব-পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৩

[২] রাজা ৯ :১৬, ১১:৩ সলেমনের গল্প, ৬;৮ (সূত্র : ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস, (অনুবাদ) দুই তিন চার এক, সিয়ান পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ-জুন, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১৯)

[৩] https://islamqa.info/en/14022

[৪] ২ ক্রনিকল, ১১:২১ (সূত্র : প্রাগুক্ত)

[৫] বিচারক ৮:৩০, ১০:৪৫, ১২:১৪ (সূত্র : প্রাগুক্ত)

[৬] The Family Structure in Islam. By Hammudah Abdl al Ati p.114. American publication, 1977 The Family Structure in Islam. By Hammudah Abdl al Ati p.114. American publication, 1977

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১৯৫০ সালে ইসরাইলের প্রধান রাব্বি কর্তৃক বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হবার আগ-পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোতে বসবাসকারী রাখাল সম্প্রদায়ে তা অব্যাহত ছিল।

এদিকে, খ্রিষ্টধর্ম বাইবেলে বহুবিবাহের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তাই খ্রিষ্টানরা ইহুদিদের রীতির অনুসরণে বহুবিবাহ করত। কয়েকজন চার্চের ফাদার ইহুদি পণ্ডিতদের ওপর যৌনলালসা চরিতার্থ করার অভিযোগ দায়ের করলেও কোনো চার্চ পুরুষের বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করেনি। যেখানে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল সেখানেও কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। সেইন্ট অগাস্টিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি একে মোটেও খারাপ চোখে দেখেন না। একবার লুথার কিং এ ব্যাপারে অনেক সহনশীল মনোভাব প্রকাশ করে হেসের ফিলিপের দ্বিতীয় বিয়েকে সমর্থন করেন।[১]

১৫৩১ সালে অ্যানাব্যাপ্টিস্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, একজন সত্যিকার খ্রিষ্টানের অবশ্যই একাধিক স্ত্রী থাকা প্রয়োজন। ১৬৫০ সালের একটা সময় খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, প্রত্যেক পুরুষকে অবশ্যই দুটি বিয়ে করতে দেওয়া উচিত। এমনকি ষষ্ঠদশ শতকেও কিছু জার্মান সংস্কারক মত দিয়েছেন যে, যদি প্রথম স্ত্রীর মাঝে কোনো ত্রুটি থাকে তবে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ এবং তার মাঝেও ত্রুটি থাকলে একসাথে তৃতীয় স্ত্রীও গ্রহণ করা অনুমোদিত। মাত্র কয়েক শতাব্দি আগে পলের মতবাদ অনুযায়ী খ্রিষ্টধর্মকে পরিমার্জন করা হয় এবং গির্জা থেকে একাধিক বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এটা পলের মতবাদ, খ্রিষ্টধর্ম নয়। সুতরাং, গুলিয়ে ফেলা যাবে না। এখনো অনেক আফ্রিকান বিশপ একাধিক বিয়েকে নৈতিকতার ভিত্তিতে অনুমোদন করেন।[২]

হিন্দুধর্মেও বহুবিবাহের বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা বা একক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টি অনুপস্থিত। রামের পিতা রাজা দশরথের একাধিক স্ত্রী ছিল। মহাভারত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী ছিল ১৬,১০৮ (ষোলো হাজার একশো আট) জন।[৩]

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] প্রাগুক্ত

[৩] https://bit.ly/2Q2N4eC

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



আর আশ্চর্যজনক তথ্য হলো, ১৯৭৫ সালে ভারতের আদমশুমারি অনুসারে হিন্দুরা মুসলিমদের চেয়ে বেশি বহুবিবাহ করে। 'ইসলামে নারীর মর্যাদা' (Committee of The Status of Woman in Islam) বিষয়ে গঠিত একটি কমিটি ১৯৭৫ সালে তাদের একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। যার ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ১৯৫১-১৯৬১ সালের মধ্যে হিন্দুদের মাঝে বহুবিবাহের হার ছিল ৫.০৬% আর মুসলিমদের মাঝে ৪.৩১%। ভারতের আইনানুযায়ী মুসলমান ব্যতীত অন্যদের জন্য একাধিক বিয়ে করার অনুমোদন নেই। ১৯৫৪ সালের বিবাহ আইনে হিন্দুদের জন্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের চেয়ে হিন্দুরা বহুবিবাহে এগিয়ে যা উক্ত জরিপ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর বর্তমানের এ নিষেধাজ্ঞা ভারতীয় আইনানুযায়ী, হিন্দু ধর্মানুযায়ী নয়।[১]

কারও আবার এই প্রশ্ন থাকতে পারে যে, সব ধর্মই পুরুষকে বহুবিবাহের সুযোগ দিয়ে নারীদের বিপদে ফেলছে। সুতরাং, ধর্মই ঝামেলার। তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, ধর্মের চরম বিদ্বেষী, নাস্তিকদের মহান গুরু বার্ট্রান্ড রাসেল নিজে চারটি বিয়ে করেছিলেন।[২] আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিশ্বের সর্বাধিক পরিচিত ১০ জন[৩] নাস্তিকের ৫ জনই বহুবিবাহ করেছে। তারা হলো রিচার্ড ব্রান্সন যার দুই জন,[৪] স্টিভ ওয়াজনিয়াক যার ৪ জন,[৫] জেমস ক্যামেরন যার ৫ জন,[৬] ব্রাড পিট যার ২ জন[৭] এবং এই শতাব্দীর সেরা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়েরও দুইজন স্ত্রী ছিল। তিনি প্রথমে জেন ওয়াইল্ডকে এবং পরে তাকে ডিভোর্স দিয়ে এলেইন মেসনকে বিয়ে করেন। ২০০৬ সালে তাকেও ডিভোর্স দেন। সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, ১৯৬৫ সালে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ডাক্তার বলেছিলেন, তিনি আর বাঁচবেন না। এরপরও এই কঠিন মুহূর্তে জেন ওয়াইল্ড তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন। তাকেও এলেইন মেসনের সাথে সম্পর্কের কারণে হকিং ডিভোর্স দেন।[৮]

---

[১] Answer to non-Muslim's common questions about Islam. By Dr. Zakir Naik. P.4-5

[২] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell

[৩] https://bit.ly/2m5Gk2p

[৪] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Richard_Branson

[৫] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak

[৬] https://en.m.wikipedia.org/wiki/James_Cameron

[৭] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brad_Pitt

[৮] মুহাম্মাদ সিদ্দিক, স্টিফেন হকিং, *নাস্তিকতা ও ইসলাম*। পৃষ্ঠা ৭১-৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



আপনি হয়তো বলবেন, এরা তো একই সময়ে বহুবিবাহ করেনি। হুম। আমিও একমত। তবে আসল কথা হলো একই সময়ে তাদের দেশের আইনে তাদের অনুমোদন নেই। অনুমোদন থাকলে যে তারা করতো না বা স্ত্রীর পাশাপাশি যে তাদের একাধিক যৌনসঙ্গী নেই—সে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এটা তাদের কাছে একদম স্বাভাবিক। কমন ব্যাপার। আর এজন্যই তারা অন্য নারীর প্রেমে জড়িয়ে আগের স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে।

## ইসলাম কেন পুরুষের বহুবিবাহকে সমর্থন করে

**এক.** বহুবিবাহের বিষয়টি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ইসলাম বহুবিবাহ প্রথা চালু করেনি। এটা অনেক আগ থেকেই সমাজে চালু ছিল। আরও এগিয়ে বলা যায়—বহুবিবাহের সর্বোচ্চ কোনো সীমারেখাও ছিল না। তার প্রমাণ আমরা একটু আগেও উল্লেখ করেছি। শুধু ইসলামই বহুবিবাহকে প্রয়োজনে, বাস্তবতার আলোকে মেনে নিয়ে কিছু কঠোর শর্তে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। এতে নারী এবং পুরুষ সকলের স্বার্থই রক্ষা হয়। সুতরাং, পূর্বের সমর্থনযোগ্য কাজকে অস্বীকার না করাই বাঞ্ছনীয়।

**দুই. বহুবিবাহ অনুমোদিত, আবশ্যিক নয়।**

ইসলাম বহুবিবাহকে অনুমোদন করেছে, তাও শর্তসাপেক্ষে, একে আবশ্যিক করেনি। অর্থাৎ, প্রয়োজনে পুরুষের জন্য এটি বৈধ। আর বৈধ হলেই জরুরি, বিষয়টি তা নয়। যেমন : আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য উটের গোশত খাওয়া বৈধ। এর অর্থ কি এটা যে, আমাকে উটের গোশত খেতেই হবে, না খেলে গোনাহ হবে? আরও ঘনিষ্ঠ উত্তর দেওয়া যেতে পারে। যেমন : যদি কারও টাকা থাকে তিনি পরিবারের লোকদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। এটা অনুমোদিত, তবে আবশ্যিক নয়। অন্যদিকে, সে যদি কারও টাকা চুরি করে জোগাড় করে, তবে এই ভ্রমণ হবে হারাম।

ঠিক তেমনি কারও যদি সামর্থ্য (কী কী সামর্থ্য লাগবে—তা পরে আসছে) থাকে তবে বহুবিবাহ বৈধ; কিন্তু আবশ্যিক নয়। অন্যদিকে সামর্থ্য না থাকলে বহুবিবাহ হারাম। আর এই বহুবিবাহের অনুমোদন যে কতটা গৌণ বিষয়—তা বুঝতে বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। ধরে নিই, আমরা বাংলাদেশের মানুষ। যেখানের ১৬ কোটি মানুষের প্রায় ৯০ ভাগ লোক মুসলমান। মানে, মোটামুটি ১৪ কোটি ৪০ লাখ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


আচ্ছা, আমরা কয়টি মুসলিম পরিবার দেখেছি—যাদের কারও ৪ জন স্ত্রী আছে। সম্ভবত আপনি বলবেন, একটিও দেখিনি। এবার খুঁজি কয়জনের পরিবারে একসাথে ৩ জন স্ত্রী আছে। হয়তো উত্তর একই হবে। যদি জিজ্ঞেস করি ২ জন স্ত্রী একসাথে আছে এমন পরিবার কয়টি পেয়েছেন? আপনি এবার হয়তো কাউকে পেতে পারেন।

উইলিয়াম কেলি রাইট যথার্থই বলেছেন,

'In fact most Mohammadans in all ages have had only one wife'

অর্থাৎ, সর্বযুগে অধিকাংশ মুসলিম শুধু একটি বিবাহ করে এসেছে। সুতরাং, বিষয়টি স্পষ্ট যে, বহুবিবাহ প্রয়োজনে বৈধ, জরুরি কিছু নয়।[১]

**তিন. ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি।**

ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন : বর্তমানে আমেরিকায় নারী-পুরুষের সংখ্যার অনুপাত হলো ১০০: ৯৭.০২, যুক্তরাজ্যে ১০০: ৯৭.১৮, জার্মানিতে ১০০: ৮৯.৯২, রাশিয়ায় ১০০: ৮৬.৮০।[২] এবার একটু সংখ্যা দেখি, যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষের চেয়ে ৭.৮ মিলিয়ন নারী বেশি, শুধু নিউইয়র্কে ১ মিলিয়ন নারী বেশি। আর এখানের পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশ হলো সমকামী। পুরো যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ মিলিয়ন (২৫০ লক্ষ বা ২.৫ কোটি) পুরুষ সমকামী (Gays)। তারা তো আর নারীদের বিয়ে করবে না। গ্রেট বৃটেনে পুরুষের তুলনায় নারী ৪ মিলিয়নের অধিক। জার্মানে ৫ মিলিয়ন নারী বেশি আর রাশিয়াতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৯ মিলিয়নের অধিক।[৩]

একক বিয়ের বক্তব্য অনুসারে যদি একজন পুরুষ মাত্র একজন নারীকে বিয়ে করে তবে অতিরিক্ত মেয়েদের সামনে এই পথগুলো খোলা থাকবে :

---

[১] William Kelly Wright: Philosophy of Religion, p. 508

[২] Pewresearch, knoema

[৩] Answer to non-Muslim's common questions about Islam. By Dr. Zakir Naik. P.6

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

» সারা জীবন অবিবাহিত থাকা;

» সেই পুরুষের স্ত্রী হওয়া—যার পূর্বে স্ত্রী আছে এবং সমান অধিকার নিশ্চিত হয়;

» পতিতাবৃত্তি;

» সমকাম;

» অন্য কোনো নিকৃষ্ট পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণ।

যদি সে এমন পুরুষের স্ত্রী না হয়—যার পূর্বে স্ত্রী আছে তবে এই অতিরিক্ত নারীর একজন গর্বিত স্ত্রী ও শ্রদ্ধেয় মা হতে পারবে না এবং বৈধ পন্থায় তার জৈবিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হবে। বৈধভাবে চাহিদা মেটাতে না পারলে সেটা অবৈধভাবে পূরণে উদ্যোগী হবে। কারণ, এটিও এক প্রকারের ক্ষুধা। যা নিবারণ করা জরুরি। যখনই সে অবৈধ পথে হাঁটবে তখনই সে তার নিজের এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর হবে। এতে সে সাময়িক সময়ের জন্য আনন্দ পেলেও তার ভবিষ্যৎ থাকবে অনিশ্চিত। কেউ তার দায়িত্ব নেবে না। দুর্দিনে সে পাবে না কোনো ছায়া। আবার তার মুহূর্তের আনন্দের সাথী যদি কোনো স্পার্ম রেখে যায় তবে তার সকল ঝামেলা তাকেই বইতে হবে।

আর সমাজ তার মাধ্যমে হবে কলুষিত। সে অন্যের ঘর ভাঙার কারণ হবে। আরেকজনের সুখ-সংসার নিয়ে তখন সে মোটেও ভাববে না। ভাববেই বা কীভাবে? অন্যজন সুখী-সন্তান-পরিবার নিয়ে সুখে থাকবে আর সে তা চেয়ে চেয়ে দেখবে—তা হতে পারে না। অধিকার-বঞ্চিত মানুষ সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই তো আন্ডার ওয়ার্ল্ডে নিজের হয়। এ নারীও তার স্বামী-সন্তান-পরিবার অধিকার-বঞ্চিত হয়েই অন্যের সুখের দিকে হাত বাড়াবে। আর এভাবেই ভেঙে যাবে আরেক মেয়ের সোনার সংসার।

কোনো মেয়ের জন্য গণিকা হওয়া ভালো নাকি অন্যের দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে তার নিজের সকল চাহিদা পূরণ করা ভালো? সচেতন, সুস্থ মস্তিষ্কের যে কেউ বলবে—অন্যের দ্বিতীয় স্ত্রী হবার কথা। এ্যানি বেসান্ত বলেছেন—

'Monogamy with a blended mass of prostitution was hypocrisy and more degrading than a limited polygamy.'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



অর্থাৎ, ব্যাপক বেশ্যাবৃত্তির সাথে মিশ্রিত একক বিবাহ হলো ভন্ডামি এবং সীমিত বহুবিবাহের চেয়ে বেশি অবমাননাকর।[১]

আর এ জন্যই ইসলাম এই অনুমোদন রেখেছে। জানি, কোনো মেয়েই খুশি হবে না তার সতীনের ঘর করতে; কিন্তু নারীজাতির বৃহৎ স্বার্থে তাকে এটা মানতেই হবে। কারণ, বলা তো যায় না, কে স্বামীহারা হয়। আজ যার স্বামী আছে আর সে এতে অন্যকে ভাগ দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে হয়তো কাল সে-ই হবে স্বামীহীনা। যেমনটি আমরা ওপরের গল্পে দেখছি; একজন নারী—যিনি আরেকজনকে সহ্য করেননি; কিন্তু একসময় তাকেই অন্যের করুণাপ্রার্থী হতে হয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে কারও মনে এই প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, কই, ভারতে তো পুরুষের সংখ্যা বেশি। তো তাদের জন্য একটি তথ্য উল্লেখ করতে চাই। তা হলো, বিবিসির একটি প্রোগ্রাম 'Let Her Die'-এ একজন ব্রিটিশ রিপোর্টার ভারতে আসেন। তিনি একটি রিপোর্ট করে বলেন, ভারতে গড়ে প্রতি বছরে ১০,০০,০০০ ( দশ লক্ষ ) ভ্রূণ হত্যা করা হয় যখন জানা যায় যে পেটের এই শিশুটি নারী ভ্রূণ।[২] রাজস্থানের বিলবোর্ডে লাগানো হয়েছে, ৫০০ রুপি খরচ করেন (গর্ভপাত করার জন্য) আর বাঁচান ৫ লক্ষ রুপি (যা মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেওয়া লাগবে)।[৩] সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে ভারতের স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, উত্তরাখন্ড রাজ্যের উত্তরকাশী জেলার ১৩৩টি গ্রামে গত তিনমাসে জন্মানো ২১৬ শিশুর সবক'টিই ছেলে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই জেলার দুন্ডা ব্লকে ২৭টি গ্রামে গত তিন মাসে জন্ম নেয়া ৫১ শিশুর সবাই ছেলে। একই চিত্র উঠে আসে জেলার ভাটওয়ারি ও নওগা ব্লকের গ্রামগুলো থেকেও। ধারণা করা হচ্ছে এর প্রধান কারণ নারী ভ্রূণ হত্যা।

এখনো বাংলাদেশে ছেলেদের সংখ্যা বেশি আছে। তবে ধীরে ধীরে নারীদের সংখ্যা বাড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে ১৯৬০ সালে নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১০০: ১০৬.৯৭, ২০০০ সালে ১০০: ১০৪.২০ এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে ১০০: ১০১.৮৬।[৪] অর্থাৎ, নারীর সংখ্যা দ্রুত ক্রমবর্ধমান। ইসলাম এমন এক

---

[১] Annie Besart: The life and teaching of Muhammad Quoted in Islam. The first and final religion, p. 09

[২] Answer to non-Muslim's common questions about Islam. By Dr. Zakir Naik. P.6

[৩] https://bit.ly/2X2oGLl

[৪] https://bit.ly/2DMXolD

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


বিধান আরোপ করে—যা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কোনো একসময়ের বা স্থানের জন্য তার মৌলিক বিধানের কখনোই পরিবর্তন হবে না।

## চার. ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের গড় আয়ু বেশি

স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ছেলে-মেয়ে প্রায় একই অনুপাতে জন্মগ্রহণ করে। তবে পুরুষের চেয়ে নারীদের গড় আয়ু বেশি। তারা বেশিদিন বাঁচে। সেন্টার ফর হেলথ (Centre For Health)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকায় নারীদের গড় আয়ু ৭৭.৯ বছর আর পুরুষের গড় আয়ু ৭০.৩ বছর। বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭১ বছর ৬ মাস। এর মধ্যে পুরুষের গড় বয়স ৭০ বছর ৩ মাস অন্যদিকে নারীদের গড় আয়ু দাঁড়িয়েছে ৭২ বছর ৯ মাস।[১]

শিশু বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, একজন ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে। আর তাই শিশু মৃত্যুর হার মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বেশি। একটি সদ্যজাত ছেলে শিশুর জন্মের আগেই তার জমজ বোনের তুলনায় ২৫% বেশি মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকে। শিশুমৃত্যুর সিনড্রোমে মেয়ে শিশুর চেয়ে একটি ছেলে শিশুর মৃত্যুর সম্ভবনা ৫০% বেশি।[২] আবার যুদ্ধের সময়, মদ্যপানে, রোড এক্সিডেন্টে, কঠিন কর্মক্ষেত্রে যেমন বিল্ডিং নির্মাণে ছেলেরা বেশি মারা যায়।

যেমন ধরুন, ১০০ টি শিশুর জন্ম হলো যার ৫০ টি ছেলে এবং ৫০ টি মেয়ে। এখান থেকে ৩ টি ছেলে ও ২ জন মেয়ে জন্মের সময় মারা গেল, রোড এক্সিডেন্টে মারা গেল ২ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে, কর্মক্ষেত্রে ২ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে আর যুদ্ধের সময় মারা গেল আরও ৩ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে। সর্বসাকুল্যে ছেলে রইল ৪০ জন আর ৪৫ জন মেয়ে। এখন যদি ৪০ জন ছেলের সাথে ৪০ জন মেয়ের বিয়ে হয় তবে বাকি ৫ জন মেয়ের কী হবে? রোহিঙ্গাদের বিষয়টি এখানে সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এখানে অধিকাংশ পুরুষকে হত্যা করা হলেও নারীদের তেমন হত্যা করা হয়নি। এখন পুরুষেরা যদি কেবল তাদের সমসংখ্যক নারীদের বিয়ে করে তবে বাকি নারীদের কী হবে?

---

[১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ এপ্রিল, ২০১৭

[২] মুহাম্মাদ ছাইদুল হক ও আবদুর রাহীম : *ইসলামে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার: একটি সমীক্ষা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০০৫, পৃষ্ঠা : ২১৬


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



কখনো কখনো যুদ্ধ বা অন্যান্য কারণে যে, পুরুষের বহুবিবাহ জরুরি হয়ে পড়ে তা ইংরেজ দার্শনিক ও নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ডশ অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—

'If in consequence of a Great War three quarters of the men in this country were killed, it would be absolutely necessary to adopt the Mohammedan allowance of four wives to each man in order to recruit the population'

অর্থাৎ, যদি কোনো বড় যুদ্ধের ফলে এই দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক নিহত হয়, তবে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষার জন্য মুসলিমদের বিধান চার বিবাহের অনুমোদন অনিবার্য হয়ে পড়ে।[১]

এভাবেই গড়ে মেয়েদের জীবনহার ছেলেদের চেয়ে বেশি হয় এবং একটি নির্দিষ্ট ও প্রদত্ত সময়ে বিপত্নীকের চেয়ে বিধবার হার বেড়ে যায়। এই বিধবার কি অধিকার নেই স্বামী পাবার? যাদের স্বামী আছে তারাই কি কেবল স্বামীর আদর ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার রাখে? সুতরাং, বাস্তবতার আলোকে ইসলাম সীমিত পরিসরে একাধিক বিয়ের অনুমোদন দিয়েছে।

**পাঁচ. মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের যৌন ক্ষমতা অনেক বেশি।**

১৮ বছরের পর থেকেই মেয়েদের যৌন চাহিদা কমতে থাকে, ৩০-এর পরে ভালোই কমে যায়। ২৫ এর ঊর্ধ্বে মেয়েরা স্বামীর প্রয়োজনে যৌনকর্ম করে ঠিকই; কিন্তু একজন মেয়ে মাসের পর মাস কোনো সমস্যা ছাড়াই যৌনকর্ম না করে থাকতে পারে।[২]

আর ৪০-৪৫ বছর পরে নারীদের যৌন ইচ্ছা প্রায় শেষ হয়ে আসে। নারীদের এ ইচ্ছে একবার কমতে শুরু করলে তা আর বাড়ে না। অন্যদিকে পুরুষের যৌন ইচ্ছা মোটামুটি আজীবন থাকে। বয়সের সাথে সাথে তা কমে যায় তবে নিঃশেষ হয় না। এ জন্য অনেক সময় বৃদ্ধ পুরুষদের মেয়েদের সাথে দুষ্টুমি করতে দেখা যায়। এখন কোনো পুরুষের জন্য যদি আরেকটি বিয়ে করার অনুমোদন না থাকে তবে

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] https://bit.ly/2Q0YgrW

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



সে পাপকাজে লিপ্ত হতে পারে—যা সমাজে এক ভয়ানক প্রভাব ফেলতে পারে।

ছয়. আমরা জানি, প্রতি মাসে মেয়েদের নির্দিষ্ট কিছুদিন ঋতুস্রাব হয় (যা তিন দিন থেকে ১০ দিন পর্যন্তও হতে পারে) আবার সন্তান গর্ভে ধারণের শুরু ও শেষের দিকে কয়েকমাস স্বামী-স্ত্রীর মিলন গর্ভের সন্তান ও তার মায়ের জন্য স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিপূর্ণ এবং জন্মদানের পর দীর্ঘ একটি সময় নেফাস চলে। এ সময়ে স্বামী-স্ত্রী মিলন অবৈধ আর তা স্বাস্থ্যগত ক্ষতিকরও বটে। এখন স্বামী যদি অধিক যৌন ক্ষমতাসম্পন্ন হয় এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন না থাকলে তখন তার দ্বারা অনৈতিক কাজ হতে পারে। ভেঙে যেতে পারে তিলে তিলে গড়া সোনার সংসার।

আবার পুরুষের যৌন চাহিদা যেহেতু নারীর চেয়ে চারগুণ বেশি[১] এখন এই এক স্ত্রী যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট না করতে পারে তবে স্বামী হতে পারে বিপথগামী। তখন এই স্ত্রীর জন্য এটা মেনে নেওয়াও সম্ভব হবে না। ব্যভিচার এবং বিয়ে বহির্ভূত যৌনাচার শুধু আল্লাহর আইনেরই লংঘন নয়, বরং তা সমাজকেও ধ্বংসের দুয়ারে নিয়ে যায়।

সাত. ধরেন, বিশেষ একজন সুখী যুবক যার স্ত্রী এবং দুই সন্তান আছে। আকস্মিকভাবে তার স্ত্রী মারাত্মক অসুখে পড়লেন (মানসিক অথবা দৈহিক) অথবা এমন দুর্ঘটনার শিকার হলেন যে স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সামর্থ্য আর থাকল না। এ অবস্থায় ওই যুবকের সামনে যে-কয়েকটি পথ খোলা থাকে তা নিম্নরূপ :

[ক] বাকি জীবনের জন্য সে তার জৈবিক কামনাকে দমন করে রাখতে পারে—যা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব।

[খ] সে তার স্ত্রীকে রেখে বিয়ে-বহির্ভূত যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারে—যা অনৈতিক, অসামাজিক।

[গ] সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে পারে—যা অমানবিক।

[ঘ] সে অন্য একজন নারীকে বিয়ে করতে পারে, যে তার প্রথম স্ত্রীর এবং তার ও ছেলেমেয়ের সেবা করতে পারে।

---

[১] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



বস্তুত, এটাই একমাত্র সমাধান—যা নৈতিকতা, মানবিকতা ও প্রবৃত্তি—এই তিন বিষয়ে সাম্য রক্ষা করে।[১]

কারও প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীও তো মারাত্মক অসুখে পড়তে পারে (মানসিক অথবা দৈহিক) অথবা এমন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে যে স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সামর্থ্য আর থাকল না। তখন কী হবে?

এ ব্যাপারে বন্ধ্যা বা রুগ্ন নারীর স্বামীর যা যা সুযোগ আছে তার সবই নারীর আছে, শুধু বহুবিবাহের সুযোগ নেই। তার অবস্থাগুলো হচ্ছে—

[ক] সে ধৈর্যের সাথে রুগ্ন স্বামীর সেবা করেই ঘর করতে পারে। অথবা—

[খ] রুগ্ন স্বামীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে পারে (এ ক্ষেত্রে নারীর তালাকের পূর্ণ অধিকার আছে)[২] তালাক সাথে সাথেই দেবে না; বরং চিকিৎসা করে সুস্থতালাভের চেষ্টা করবে এবং যদি চিকিৎসায় আর সুস্থ হতে না পারে তবেই তালাক দিতে পারে।

### আট. ইসলাম ঢালাওভাবে বহুবিবাহের অনুমোদন দেয় না

ইসলাম ঢালাওভাবে বহুবিবাহের অনুমোদন দেয় না; বরং তার জন্য কিছু শর্ত ইসলাম আরোপ করেছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

> *যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তাহলে মাত্র একটি।*[৩]

অর্থাৎ, একজন পুরুষ ইচ্ছে করলেই একাধিক বিয়ে করতে পারে না, তাকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। আর এ শর্তগুলো প্রধানত নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সাথেই সম্পৃক্ত। কারণ, এ ব্যবস্থা থেকে বেলাশেষে নারীরাই বেশি উপকৃত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একজন পুরুষ একসাথে চার জনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না; কিন্তু তার ওপর প্রথম স্ত্রীর মতোই সকল স্ত্রীর, সকল প্রকারের অধিকার ও

---

[১] ড. জামাল বাদরী, *ইসলামের সামাজিক বিধান*, (অনুবাদক : ড. আবু খলদুন ও ড. শারমিন ইসলাম), পৃষ্ঠা : ১১৫

[২] প্রাগুক্ত

[৩] সূরা নিসা, আয়াত : ৩



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



দায়-দায়িত্ব আদায় করা আবশ্যক। আর সেই শর্তগুলো হলো—

» তাকে সকল স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য থাকতে হবে।

» স্ত্রীদের যৌনচাহিদা পূরণে সক্ষমতা থাকতে হবে।

» সকলের মাঝে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে হবে।

» কাউকে অধিকারের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

অর্থাৎ, কোনো একজন স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে অন্যদের থেকে অমনোযোগী হওয়া যাবে না।[১] বরং সকল স্ত্রীকে সবকিছু সমমানের জিনিস দিতে হবে। যেমন : সমমানের খাদ্য-পোশাক প্রদান। তবে অবস্থাভেদে পরিমাপ কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। যেমন, কোনো স্ত্রী লম্বা হওয়ায় তার ৫ গজ কাপড় লাগে আর কেউ খাটো হওয়ায় ৪ গজ লাগে। এতে সমস্যা নেই। তবে মূল্যমান সমপর্যায়ের হতে হবে। তেমনি তাদের বাসস্থানও হবে সমমানের। কেউ টিনের ঘরে আবার কেউ বিল্ডিঙে যেন না হয়।

তাদের সমপরিমাণ সময় দিতে হবে। যেমন, একেক জনকে এক রাত বা দুই রাত করে। তবে একজনকে ভালো লাগে বলে তাকে দুই রাত, আরেকজনকে ভালো লাগে না বলে একরাত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে নববধূকে প্রথমে ৩/৭ দিন সময় দিতে পারবে। এ সকল বিষয় যদি কেউ পূরণ করতে না পারে তবে তার জন্য একাধিক বিয়ে করা জায়েজ হবে না। আর পূরণ করতে পারা বা না পারার আশঙ্কা থাকলে একটি বিয়েই করাই উচিত যেমনটি কুরআনে কারিমে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ড. আবু আমিনা বিলাল ফিলিপসের *দুই-তিন-চার-এক* বইটি পড়তে পারেন।

এরপরও যারা একক বিবাহের কথা বলবেন, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন :

■ বহুবিবাহকে যারা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে তারা কি সুযোগ-সন্ধানীদের নিবৃত্ত করতে পেরেছেন?

■ তারা কি তাদের সমাজে বিশুদ্ধ একক বিবাহ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন?

---

[১] সুনানুন নাসায়ী : ৩৯৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



■ আচরণ ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় স্ত্রীর চেয়ে এসব সমাজের নারী কি অধিক মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করছে?[১]

আসলে পশ্চিমাবিশ্ব বা তাদের অন্ধ অনুসারীরা একক বিবাহের যে ধুয়া তোলেন তার বাস্তবতা বড়ই ভয়ঙ্কর। তারা একক বিবাহের কথা বললেও তাদের অধিকাংশই বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরেও অনেকের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে। একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি না থাকায় একজনকে ছেড়ে দিয়ে অন্যজনকে বিয়ে করার ঘটনা বর্তমানে বেড়েই চলছে। এটাই পশ্চিমাবিশ্বের বহুবিবাহের নিকৃষ্ট বিকল্প পদ্ধতি।

অন্যদিকে সমসংখ্যক পুরুষ না থাকায় নারীরা তাদের শারীরিক চাহিদা মেটাতে প্রেমিকা, উপপত্নী বা বিছানার সঙ্গী হতে বাধ্য হচ্ছেন; কিন্তু এটা তাদের সাময়িক শান্তি প্রদান করলেও বিধি-বন্ধনহীন এ অনিশ্চিত সম্পর্কের কারণে তাদের মানসিক প্রশান্তি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। ফলে সেখানে আত্মহত্যার পরিমাণ অনেক বেশি। নিউইয়র্ক টাইমসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে আত্মহত্যার পরিমাণ ছিল ২৯,১৯৯ জন। ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২,৭৭৩ জন।[২] দুনিয়ার কোন সম্পদের অভাব তাদের এই পথে যেতে বাধ্য করল? মানসিক প্রশান্তির অভাবে তারা এই জীবনকে বোঝা মনে করছে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, পুরুষের বহুবিবাহ করা বৈধ বিষয়টি বোঝা গেল; কিন্তু নারীকে কেন বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হলো না?

ইসলামি সমাজের রীতি-নীতি হলো সমতা ও ইনসাফভিত্তিক। আল্লাহ তাআলা নারী এবং পুরুষকে ভিন্ন ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। নারী-পুরুষ তাদের শারীরিক কাঠামো এবং মানসিক দিক দিয়ে ভিন্ন। সুতরাং, তাদের সকল বিষয় যে একই রকম হবে—তা নয়। বহুবিবাহের এই বিষয়টিও একটি ভিন্ন ব্যাপার। অর্থাৎ, পুরুষের বহুবিবাহ বৈধ হলেও নারীকে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহ বলেন—

---

[১] মুহাম্মাদ ছাইদুল হক ও আবদুর রাহীম: ইসলামে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার: একটি সমীক্ষা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, ২০০৫, পৃষ্ঠা : ২১৪

[২] https://nyti.ms/36PIdTW

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে অন্যের বিবাহধীন নারীকে।[১]

অর্থাৎ, যে-নারী একজনের স্ত্রী হিসেবে আছে তাকে অন্য পুরুষ বিয়ে করতে পারবে না আর ওই নারীও অন্য পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। আর তাদের বহুবিবাহের অনুমতি না দেওয়ার বেশকিছু কারণ রয়েছে। যেমন—

[১] একজন পুরুষ যদি একাধিক বিয়ে করে তাহলে সহজেই তার সন্তানের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ, আলাদাভাবে সেই সন্তানের পিতা-মাতা সনাক্ত করা সম্ভব; কিন্তু একজন নারী যদি একাধিক বিয়ে করে তাহলে সন্তানের পিতার পরিচয় নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হবে, বংশধারায় তালগোল লেগে যাবে, পরিবারগুলো ভেঙে পড়বে, শিশুরা বাস্তুহারা হবে এবং নারী তার সন্তানাদি লালনপালন ও ভরণপোষণের ভার বইতে না পেরে ভেঙে পড়বে। এভাবে একপর্যায়ে নারীরা স্থায়ী বন্ধ্যাত্বও গ্রহণ করতে পারে। যার ফলে মানববংশ বিলীন হয়ে যাবে। ইসলামে মাতা-পিতা উভয়ের সনাক্তকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

সমস্যার বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক—

একজন সামর্থ্যবান কৃষক। তার জন্য একাধিক জমি চাষাবাদ করা কষ্টকর হলেও সম্ভব। তিনি চাইলেই করতে পারেন। নিজের শান্তি ও স্বস্তিময় জীবনযাপনের জন্য জন্য পর্যাপ্ত ফসল প্রয়োজন। সকল জমি থেকে সুন্দরভাবে ফসল পেতে চাইলে সব জমির প্রতি সমান যত্ন নিতে হবে। যদিও এটি কষ্টসাধ্য। তাই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও একজন কৃষক পরিমিত জমিতেই পরিকল্পনা করে বছরব্যাপী চাষাবাদের আয়োজন করে। পরিমিত জমিতে সমপরিমাণ শ্রম দেওয়া যায়; কিন্তু অপরিমিত হলে তা একজনের দ্বারা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে এক জমিতে একাধিক কৃষক মিলে বিভিন্ন ধরনের বীজ কখনোই বপন করে না। যদি সেটা করা হয় তাহলে সব ফসলই নষ্ট হবে। কারণ, একটি পাত্রে ভিন্নধর্মী একাধিক জিনিস যেমন পেশাব ও দুধ রাখা অসম্ভব। ঠিক একইভাবে একই নারীতে একই সাথে একাধিক পুরুষের সন্তান হওয়াও অসম্ভব। জমিতে যেমন ফসল জন্মের মাধ্যমে মানুষের মুখে হাসি ফোটে তেমনি নারীর জমিতুল্য উদরে জন্ম হয় পবিত্র প্রজন্ম। কুরআনে কারিমে এ জন্যই নারীদের তুলনা করা হয়েছে ফসলী জমির

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



সাথে।[১] যেখানে চাষাবাদের মতো একই পদ্ধতিতে মানববীজ বপন করতে হয়। আর তাতে উৎপন্ন হয় পবিত্র ফসল। সুতরাং, একে কলুষিত করা যাবে না।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যে-সন্তান তার মাতা-পিতা এবং বিশেষত পিতার পরিচয় জানে না তারা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২] জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সন্তানের তার পিতার নামের প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে সেই সন্তানের পিতার নাম কি একাধিক হবে? যদিও আমরা জানি, বর্তমানে বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে এবং এর মাধ্যমে আজ পিতা-মাতা শনাক্তকরণ সম্ভব। সেক্ষেত্রে হয়তো বিষয়টি বর্তমানের জন্য প্রযোজ্য নয় বলে কেউ ভাবতে পারে; কিন্তু এই প্রযুক্তি তো সেদিনের। কিছুদিন আগেও এটা সনাক্ত করা সম্ভব ছিল না।

আর এটা তো সকলেরই জানা যে, এভাবে সনাক্ত করতে চাইলে বহু ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। আবার ডাক্তাররাও অনেক সময় ভুল করে থাকে। তখন তো একজনের সন্তান হয়ে যাবে অন্যের। ইসলাম তো সব সময়ের, সকল সমস্যার সমাধান দেওয়ার ধর্ম। কোনো এককালে এটা সমাধান দেবে আরেক যুগে হয়ে যাবে অচল—এমন জিনিস ইসলামে নেই। এ এক শাশ্বত জীবনব্যবস্থা।

[২] আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সাব্যস্ত হয়েছে, এইডসের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিগুলোর প্রধান কারণ হচ্ছে, কোনো নারীর একাধিক পুরুষের সাথে মিলিত হওয়া। নারীর গর্ভাশয়ে বহু রকমের বীর্য একত্রিত হওয়ার ফলে এ ধরনের দুরারোগ্য অসুখের বিস্তার ঘটে। এ কারণেই তো আল্লাহ তাআলা তালাকপ্রাপ্ত নারী বা যে-নারীর স্বামী মারা গিয়েছে তার ওপর ইদ্দত পালন করা ফরজ করেছেন।[৩] যাতে করে কিছুকাল এভাবে (সঙ্গমহীন) থাকার মাধ্যমে তার গর্ভাশয় ও এর আশপাশের স্থানগুলো আগের স্বামীর বীর্য ও সঙ্গমের আলামত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যায়।[৪] কিন্তু একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকার ক্ষেত্রে এই সমস্যার উদ্ভব হয় না।

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[২] https://bit.ly/2Fv2hRQ

[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৩

[৪] https://islamqa.info/bn/10009

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৩] প্রকৃতিগতভাবেই বহুবিবাহের ক্ষেত্রে নারীদের চেয়ে পুরুষের ঝোঁক বেশি। পুরুষ স্বভাবতই বহুগামী।[১] 'জান্নাতে পুরুষেরা হুর পেলে নারীরা কী পাবে' প্রশ্নে রাজা-রানিদের কথা বলেছি। ওখান থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে, নারীর এ বিষয়ে কেমন আগ্রহবোধ করে। আর এতে তারা লজ্জাবোধ করে কি না—সেটাও কিছুটা বুঝাতে পারবেন। একই কারণে, একজন পুরুষ একের অধিক স্ত্রীর চাহিদা পূরণে সক্ষম; কিন্তু একজন নারী সাধারণত এই সক্ষমতার অধিকারী না।

[৪] পৃথিবীতে মানুষ আগমনের শুরু থেকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ছিল। এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে দু-একটি উপজাতির কথা ব্যতিক্রম। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কোনো পুরুষের জন্য এটা অপমানজনক যে, তার স্ত্রীর কাছে অন্য কোনো পুরুষ গমন করবে। আপনি স্বাভাবিকভাবেই দেখবেন, কোনো স্ত্রী যদি অন্য কোনো নারীর সঙ্গলাভ করে তবে সে অনুতপ্ত হলে স্ত্রী সেটা কষ্ট হলেও মেনে নিতে পারে; কিন্তু স্ত্রী যদি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গলাভ করে তবে তার স্বামী তা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। কারণ, এটা স্বামীর রুচি ও মর্যাদাবিরোধী।

[৫] যদি নারীর একাধিক স্বামী থাকে তবে দেখা যাবে, একই সময়ে তাকে একাধিক পুরুষের প্রয়োজন পূরণ করতে হতে পারে। আলাদা আলাদা পুরুষের প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে একজন নারী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে। শারীরিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদ নারীর চেয়ে পুরুষের বেশি।

[৬] জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রীর চাহিদা পালন করা সহজ। একজন নারীর পক্ষে একাধিক স্বামীর প্রতি অনুরূপ চাহিদা পালন করা সহজ নয়।[২]

[৭] মেয়েদের যৌন চাহিদা ছেলেদের ৪ ভাগের এক ভাগ।[৩] ৪ ভাগের একভাগ ইচ্ছে থাকা কোনো মেয়েকে আরও বেশিসংখ্যক পুরুষের সান্নিধ্যে পাঠানো কি তাকে অধিকার দেওয়া নাকি তার ওপর অত্যাচার? যেমনটি করা হয় পতিতালয়ের মেয়েদের সাথে। এগুলো কোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় করে না; করে বিভিন্ন কারণে।

---

[১] Answer to non-Muslim's common questions about Islam. By Dr. Zakir Naik. P. 6

[২] প্রাগুক্ত

[৩] http://bangla.daily-sun.com/post/22475

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


আমরা এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, যারা প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও পুরুষের সীমিত বহুবিবাহের বিপক্ষে কথা বলেন, তারা মূলত একটি চরম বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করছেন। অতিরিক্ত নারীদের জন্য তাদের কোনো ভাবনা নেই, নেই কোনো মাথা ব্যথা। এরা তেলে মাথায় তেল দেওয়ার পক্ষে। যার আছে তাকেই কেবল দাও, যার নেই সে মরে যাক। অন্যদিকে ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা। যা সকল মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, ভালোবাসা ও অধিকারের মূল্য দেয়। এটা একজন নারীর স্বামী পাওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়, বৈরাগ্যের কথা বলে না। বলে, স্ত্রী-পুত্র, স্বামী-সংসার নিয়েই জীবন কাটাতে। এ জন্যই ইসলাম সীমিত পরিসরে পুরুষের বহুবিবাহের অনুমোদন দিয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

## পর্দা যদি হয় নারী-পুরুষ উভয়ের, তবে নারীর কথাই কেন আসে?

পর্দা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সমাজে নারী-পুরুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ, লালসা, অবাধ মেলামেশা ও যৌনতা থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে পর্দা এক রক্ষাকবচ। এটি শুধু এককভাবে নারী বা পুরুষের জন্য জন্য নয়, বরং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই মেনে চলা আবশ্যক করেছে ইসলাম। এরপরও আমাদের সমাজে প্রশ্ন প্রশ্ন শুনি 'শুধু নারী কেন পর্দা করবে?'। খেয়াল করলে দেখা যাবে—'নারী কেন পর্দা করবে' এ প্রশ্নটি যারা করেন, ব্যাপারটা তারা না জেনে অথবা জেনেও বিদ্বেষবশত করে থাকেন। কেননা, ইসলাম কেবল নারীকে নয়, বরং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে পর্দা করবার নির্দেশ দেয়। তবে নর-নারীর সৃষ্টিগত পার্থক্যের কারণে তাদের পর্দার বিষয়টি ভিন্নতর। আরেকটু এগিয়ে বলা যায়, পবিত্র কুরআনে কারিমে প্রথমে পুরুষের পর্দার কথা আর তার পরের আয়াতেই বলা হয়েছে নারীর পর্দার কথা। যেমন, আল্লাহ তাআলা সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে বলেন—

> *মুমিনদের বলেন, তারা যেন দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে; তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।*

এর পরের আয়াতেই অর্থাৎ, ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> *ইমান আনয়নকারিণী নারীদের বলেন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


*যৌনকামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আবরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না ফেলে। হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।*

বুরাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আলী, তুমি তোমার দৃষ্টির অনুগামী হবে না (দ্বিতীয়বার তাকাবে না)। কেননা, প্রথমবার তোমার জন্য ক্ষমা হলেও দ্বিতীয়বার তাকানোর অধিকার তোমার নেই (তাতে গোনাহ হবে)।[১]

এখন আমাদের জানা প্রয়োজন যে পর্দা আসলে কী, তার পরিমাণ কত, তার কোনো শর্ত আছে কি না। শরিয়তসম্মত পর্দার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত রয়েছে :

[১] প্রথম শর্ত হলো, নারী ও পুরুষের সতর ঢাকা। পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আর নারীর জন্য পুরো শরীর। তবে নারীর মুখ ও হাতের কব্জি ঢাকার ব্যাপারে উলামা-ফুকাহায়ে কেরাম এ মর্মে একমত যে, ফিতনার আশংকা থাকলে এগুলো ঢাকাও ফরজ।[২] বর্তমান সময়ে ফিতনা যেকোনো ব্যক্তির কাছেই স্পষ্ট। সুতরাং একজন পূর্ণ মুমিন নারী হতে চাইলে এ ব্যাপারে নারীদের সচেতন ও সতর্ক হওয়া উচিত। আল্লাহ বলেন—

*'হে নবী, আপনি আপনার পত্নী ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদের বলেন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।'*[৩]

'চেনা সহজ হবে' এই কথার ব্যাখ্যায় বর্তমানে কেউ কেউ নারীদের মুখ খুলে রাখার বৈধতার কথা বলতে চান। তাদের জন্য এই আয়াতের সামান্য তাফসির উল্লেখ করছি।

উল্লিখিত আয়াতের 'জিলবাব' অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। ইবনে কাসির ইমাম মুহাম্মদ ইবন সিরিন বলেন, আমি আবিদা আস-সালমানিকে এই আয়াতের

---

[১] *জামি তিরমিযী* : ২৭৭৭; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৮৬৫

[২] https://islamqa.info/en/answers/11774

[৩] সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের ওপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের ওপর টেনে মুখ ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচোখ খোলা রেখে এর তাফসির কার্যত দেখিয়ে দিলেন। এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ করেছে। ইবনু আব্বাসও প্রায় এই একই ব্যাখ্যা করেছেন। তার যেসব উক্তি ইবনু জারীর, ইবনু আবি হাতেম ও ইবনু মারদুওইয়া উদ্ধৃত করেছেন—তা থেকে তার যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, 'আল্লাহ নারীদের হুকুম দিয়েছেন যে, যখন তারা কোনো কাজে ঘরের বাইরে বের হবে তখন নিজেদের চাদরের পাল্লা ওপর দিয়ে লটকে দিয়ে যেন নিজেদের মুখ ঢেকে নেয় এবং শুধু চোখ খোলা রাখে।

সাহাবি ও তাবেয়িদের যুগের পর ইসলামের ইতিহাসে যত বড় বড় মুফাসসির অতিক্রান্ত হয়েছেন, তারা সবাই একযোগে আয়াতটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আবু বকর জাসসাস বলেন, 'এ আয়াতটি প্রমাণ করে, যুবতী মেয়েদের চেহারা অপরিচিত (নন মাহরাম) পুরুষদের থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এই সাথে ঘর থেকে বের হবার সময় তাদের 'পবিত্রতাসম্পন্না' হবার কথা প্রকাশ করা উচিত। এর ফলে সন্দেহযুক্ত চরিত্র ও কর্মের অধিকারী লোকেরা তাদেরকে দেখে কোনো প্রকার লোভ ও লালসার শিকার হবে না।'

বিস্তারিত জানতে পড়ুন, তাফসিরগ্রন্থ *জামিউল বায়ান*, ২২/৩৩, *আল-কাশশাফ*, ২/২২১, *গারায়িবুল কুরআন*, ২২/৩২, *তাফসিরে কাবির*, ২/৫৯১, *তাবারি*, *কুরতুবি*, *ফাতহুল কাদির*,[১] *ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে* ইত্যাদি।

মুসলিম নারীদের পোশাকের ৩ টি পর্যায় রয়েছে। যথা :

এক. স্বামীর সামনে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর সামনে স্বামীর কোনো পর্দা নেই, নেই কোনো পোশাকের আবশ্যকীয় বিধান; বরং তারা একজন আরেকজনের পোশাকস্বরূপ। তবে লজ্জাস্থান বিনা প্রয়োজনে প্রকাশ করা মাকরূহ। আল্লাহ বলেন—

*তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (স্বামীরা) তাদের পরিচ্ছদ।*[২]

---

[১] *তাফসীর আবু বকর যাকারিয়া* : https://bit.ly/33D8GCg

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



দুই. মাহরামের সামনে অর্থাৎ, যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম, যেমন—পিতা, ভাই, ছেলে, আপন চাচা, মামা ইত্যাদি লোকদের সামনে নিজের শরীর ঢেকে রাখবে। তবে এদের সামনে মাথা, মুখ, গলা, বাজু, পা অনাবৃত রাখতে পারবে।

তিন. গায়রে মাহরামের সামনে। অর্থাৎ, যে পুরুষের সাথে বিবাহ বৈধ তাদের সামনে পুরো শরীর ঢেকে রাখা ফরজ।

নারী এবং পুরুষের পর্দার মাঝে এই প্রথম শর্তের ক্ষেত্রেই কেবল পার্থক্য বিদ্যমান। বাকি বিষয়ে সকলের জন্যই সমান। তবে নারীরা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাবে না। যা পরে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

[২] পর্দার পোশাকটি যেন নিজেই অতিরিক্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত না হয়। যাতে ওই পোশাকের সৌন্দর্য ঢাকার জন্য আরেকটি পোশাকের বা পর্দার প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং পর্দার ওপর নকশা ও কারুকার্য খচিত থাকলে বা ঝলমলে পাথর বসানো ও রঙিন হলে সে কাপড় পরিধান করবে না।

[৩] পর্দার কাপড় মোটা হবে। এমন পাতলা যেন না হয়—যাতে কাপড়ের অভ্যন্তর থেকেও দেহ বা দেহের কান্তি দৃশ্যমান হয়।

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা হতে জেগে বলেন, সুবহানাল্লাহ! এ রাতে কতই না বিপদাপদ নেমে আসছে এবং কতই না ভান্ডার উন্মুক্ত করা হচ্ছে! অন্য সব ঘরের নারীদেরও জানিয়ে দাও, 'বহু নারী যারা দুনিয়ায় পোশাক পরিহিতা, তারা আখিরাতে হবে বিবস্ত্র।'[১]

[৪] পর্দার পোশাক প্রশস্ত ঢিলা-ঢালা হবে। এমন আঁটসাট বা সংকীর্ণ হবে না—যার দরুন দেহের উঁচু-নীচু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই বাইরে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, যদিও তা পাতলা নয়।

উসামা ইবনু যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দিহইয়া কালবী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি কিবতি (মিসরের তৈরি) মোটা কাপড় উপহার দিয়েছিল। তিনি সেটি আমাকে পরিধান করার জন্য প্রদান করলেন। আমি বাড়িতে

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



গিয়ে আমার স্ত্রীকে পরতে দিলাম। নবিজি আমাকে বললেন, কী ব্যাপার, তুমি কিবতি কাপড়টি পরো না? আমি বললাম, আমার স্ত্রীকে সেটি পরিয়ে দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তাকে আদেশ করো সে যেন ওটার নীচে অন্য একটি কাপড় পরিধান করে নেয়। কেননা, আমার আশংকা হচ্ছে ওই কাপড়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়বে।[১]

[৫] আতর সুবাস-মিশ্রিত হবে না। নারীদের জন্য ঘরে সুগন্ধি ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে সুগন্ধি মেখে বাইরে বের হওয়া তাদের জন্য হারাম। একে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

যে নারী সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হয়, অতঃপর মানুষের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে চলে—যাতে করে তারা তার সুবাস অনুভব করে, তবে সেই নারী ব্যভিচারী।[২]

[৬] কাফের বা অমুসলিমদেরদের ধর্মীয় পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না। অর্থাৎ, এমন পোশাক পরা যাবে না, যা অন্য ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় পরিচয় বহন করে। অথবা যে পোশাক অন্য ধর্মের তথা অবিশ্বাসীদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত—এমন পোশাকও পরা যাবে না। ইসলাম কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য রাখতে নিষেধ করেছে। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে—কাফেরদের বিরোধিতা করা, কোনো ক্ষেত্রেই তাদের অনুকরণ করা নয়। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে লোক অপর জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।[৩]

[৭] পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক মেয়েরা পরবে না। নারীর পোশাকও কোনো পুরুষ পরবে না। তাদের মাঝে শারীরিক কাঠামোতে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি পোশাকের ক্ষেত্রেও পার্থক্য থাকতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ২১২৭৯

[২] *সুনানুন নাসায়ী* : ৫১২৬; *মুসনাদে আহমাদ* : ১৯২১২, ১৯২৪

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০৩১; *মুসনাদে আহমাদ* : ৫০৯৩, ৫০৯৪, ৫৬৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন এমন পুরুষকে, যে নারীর সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টিকারী পোশাক পরিধান করে; এবং অভিশাপ করেছেন সেই নারীকে, যে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টিকারী পোশাক পরিধান করে।[১]

[৮] পরিধেয় পোশাক যেন মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধিলাভের জন্য না হয়। দুনিয়ার সৌন্দর্যে মানুষের মাঝে গর্ব করার উদ্দেশ্যে অতি উচ্চ মূল্যের পোশাক পরিধান করাই হচ্ছে প্রসিদ্ধির পোশাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো পোশাক পরিধান করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে অনুরূপ পোশাক পরিধান করাবেন, অতঃপর তাকে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জলিত করা হবে।[২]

নারী-পুরুষের দৈহিক কাঠামো এক নয়, ভিন্ন। তাদের রুচি, আগ্রহবোধ আলাদা। কোনো জিনিসের প্রতি তারা সমপরিমাণে আসক্ত হয় না। হয়তো পুরুষ যা পেতে ব্যস্ত হয় নারী তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করাও অপ্রয়োজনীয় গণ্য করে। আর পুরুষ নারীদের ওপর যতটুকু আকর্ষণ বোধ করে, নারী পুরুষের ক্ষেত্রে অতটা করে না—এ তো এক বৈজ্ঞানিক সত্য।

পশ্চিমাবিশ্বে ধর্ষণ ও নারীদের যৌন-হয়রানির আধিক্য সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কমবেশি জানা আছে। পশ্চিমাদের জীবনের সর্বস্তরে যে ব্যাপক যৌন-উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে—এটা তারই কুফল। সাধারণ জ্ঞান থেকে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, মানুষের পোশাক তার লজ্জাস্থান ঢাকা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। যেমন, কুরআনে এসেছে—

> হে বনী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৩]

---

[১] সহীহ বুখারী : ৫৫৪৬, মুসনাদে আহমাদ : ৩১৪১
[২] সুনানু আবি দাউদ : ৪০২৯
[৩] সূরা আরাফ, আয়াত : ২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



কিন্তু এই পোশাক আজ পরিণত হয়েছে শরীরকে উত্তেজক করে অন্যের সামনে প্রদর্শন করার উপকরণে। গাড়ি-বাড়ি থেকে শুরু করে সর্বত্র যাবতীয় পুরুষের ব্যবহার্য জিনিসের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয় নগ্ন-অর্ধনগ্ন, কমনীয়-মোহনীয়-আকর্ষণীয় নারীর ছবি। ফলে বেহায়াপনার প্রসার ঘটে।

আমাদের প্রশ্নটি জাগে ঠিক এই জায়গায় যে, কেন নারী পুরুষের মতো শর্টকাট (নাভি-হাঁটু) পোশাক পরতে পারবে না, কেন তাকে পুরো শরীর ঢাকতে হবে? এটা কি তাকে অধিক কষ্টে ফেলা নয়?

এখন আমরা দেখব, যে সমাজে নারীরা পুরুষের মতো পোশাক পরে অথবা অর্ধনগ্ন হয়ে চলাফেরা করে তাদের অবস্থা কেমন। তাদের অবস্থাই আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে, নারী ও পুরুষের পোশাকের পার্থক্য থাকা দরকার কি না।

১৯৯০ সালের FBI-এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকায় বছরে ১ লাখ ২ হাজার ৫শো ৫৫ জন নারী ধর্ষিতা হয়। আর এই রিপোর্ট ছিল কেবল ১৬% এর। মূল সংখ্যা জানতে ১০২৫৫৫/১৬X১০০= ৬৪০৯৬৮ (ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার নয় শো আটষট্টি) জন। যদি আমরা প্রত্যেক দিনের ধর্ষণের পরিমাণ জানতে চাই তবে ৩৬৫ দিয়ে সংখ্যাটিকে ভাগ দিতে হবে। ফলাফল দাঁড়ায়, ৬৪০৯৬৮/৩৬৫= ১৭৫৬ জন। এটা বলা হচ্ছে ১৯৯০ সালের কথা এখন ২০১৮। আমেরিকায় অপরাধ বাড়ছে বৈ কমছে না। আগেই বলা হয়েছে, রিপোর্ট করা হয় ১৬%। যার ১০% ধর্ষককে আটক করা হয়। এদের ৫০% কে বিচারের আগেই একথা বলে ছেড়ে দেওয়া হয় যে, প্রথমবার ধরা পড়েছে। তাহলে যাদের বিচার হয় তাদের পরিমাণ দাঁড়াল ০.৮% এর।

আমরা যদি পূর্ণ হিসাব মিলাই তবে দেখি, যদি কোনো পুরুষ ১২৫ জন নারীকে ধর্ষণ করে তবে তার বিচারের সম্ভবনা থাকে ১%। এদের (০.৮%) মধ্যে ৫০% এর শাস্তি হয় ১ বছরের কারাদণ্ড। যদিও আমেরিকার আইনে ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের শিকার হওয়াদের মধ্যে ৯১ শতাংশ নারী ও অবশিষ্ট ৯ শতাংশ পুরুষ। প্রতি ৩ জনে একজন নারী ধর্ষিত হয়। ১৮ বছরের পূর্বে ৪০ শতাংশ নারী এখানে ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতি ১০৭ সেকেন্ডে একজন ধর্ষিতা হয়। ১২-১৮ বছর বয়সী ২ লাখ ৯৩ হাজার শিশু-কিশোরীর ধর্ষিত হবার তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে ৬৮ শতাংশ ধর্ষণের রিপোর্ট হয় না। ৯৮ ভাগ ধর্ষকের শাস্তি হয় না। এমনকি কারাগারেও নারীদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



স্বস্তি নেই। ২ লাখ ১৬ হাজার নারী প্রতিবছর কারাগারে ধর্ষিত হয়।[১]

যুক্তরাজ্যেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে বিস্তর। তথ্য অনুযায়ী, বছরে প্রায় ৮৫ হাজার নারী ধর্ষিতা হন গ্রেট ব্রিটেনে। প্রতি বছর যৌন-হয়রানির শিকার হন প্রায় ৪০ হাজার নারী। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রতিদিন ২৩০ জন ধর্ষিতা হয়। প্রতি ৫ জন নারীর একজন ১৬ বছরের আগেই ধর্ষিতা হয়। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কমবয়সী ও শিশুকন্যার ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। সেদেশে ধর্ষণের অপরাধে সাজাও কম। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে মাত্র ২ বছরের জেল দেওয়া হয়। এখানে প্রতিবছর ৫ লাখ ধর্ষণের মামলা হয়। ১১ বছরের নীচেই ১৫ শতাংশ মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়। ৫০ শতাংশ নারী ১৮ বছরের আগেই নিগৃহীতা হন।

এদিকে, সুইডেনে প্রতি চারজনে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হন। আর পঞ্চম স্থানে থাকা ভারতে প্রতি ২০ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিত হয়। ৯০ ভাগ ধর্ষণের ঘটনায় কোনো মামলা হয় না কিংবা রেকর্ড থাকে না। (সম্প্রতি ভারতে ঘটে যাওয়া ধর্ষণের ঘটনাগুলো সচেতন মহল ভালো করেই জানেন বলে আশা করি) অন্যদিকে, ইউরোপের উন্নত দেশ জার্মানিতে এখন পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনার প্রাণ হারিয়েছেন ২ লাখ ৪০ হাজার নারী।

আর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে ধর্ষণের ঘটনা অপরাধ হিসাবে গণ্য হতো না। পরে তা অপরাধের তালিকায় স্থান পেয়েছে। বছরে ৭৫ হাজারের বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ফ্রান্সে। তবে ১০ শতাংশ ঘটনারও অভিযোগ জমা পড়ে না পুলিশে। এদিকে, হাফিংটন পোস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী বছরে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ যৌন নির্যাতনের শিকার হন কানাডায়। বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটে বাড়িতে চেনা পরিবেশে এবং ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে পরিবার, বন্ধু-বান্ধবরাই যৌন নির্যাতন করেন। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়াতে ২০১২ সালের হিসাব ধরলে পঞ্চাশ হাজারের বেশি নারী বছরে নির্যাতিতা হন। অর্থাৎ, প্রতি ৬ জনে ১ জন নারী ধর্ষণের শিকার হন। এর বাইরে ডেনমার্কে ৫২ শতাংশ নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হন প্রতিবছর।

মৌলিক অধিকারের জন্য 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংস্থা' প্রকাশিত ২০১৪ সালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ফিনল্যান্ডে প্রায় ৪৭ শতাংশ নারী শারীরিক অথবা যৌন

---

[১] https://bit.ly/2qBLtS6



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



নির্যাতনের শিকার হয়। জিম্বাবুয়েতে প্রতি ৯০ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিত হয়। নিউজিল্যান্ডে 'রোস্ট গোস্টার' নামক একটি দল রয়েছে—যারা অপ্রাপ্তবয়সী মেয়েদের গণধর্ষণ করে। 'সাহারা ওয়ান' জানিয়েছে, ভারতের রাজধানী দিল্লি গত কয়েক বছরে অপরাধ মানচিত্রে দেশের মধ্যে একেবারে প্রথমদিকে স্থান করে দিয়েছে।[১]

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ব ক্রাইম ট্রেন্ড রিপোর্টের ২০১৫ সালের ডাটা থেকে জানা যায়, প্রতিবছর সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ধর্ষণের শীর্ষে থাকা ১০টি দেশের তালিকায় এক নম্বর পজিশনে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দুই-এ সাউথ আফ্রিকা, তিনে সুইডেন, চারে ভারত, পাঁচে যুক্তরাজ্য, ছয়ে জার্মানি, সাতে ফ্রান্স, অষ্টমে আছে আরেক উন্নত রাষ্ট্র কানাডা, নয় নম্বরের স্থানটি দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষের দেশ শ্রীলঙ্কা আর দশম পজিশনে আছে ইথিওপিয়া।[২]

খেয়াল করার মতো বিষয় হলো, ধর্ষণে শীর্ষে থাকা দশটি দেশের মাঝে কোনো মুসলিমরাষ্ট্র নেই। কারণ, এই দেশগুলোতে মোটামুটি হলেও পর্দা আছে। এদের মাঝে পরিমাণে অল্প হলেও আল্লাহ এবং পরকালভীতি বিদ্যমান। এখানে কেউ ভাবতে পারেন মুসলিম দেশগুলোতে তো লোক কম তাই ধর্ষণের পরিমাণও কম। তাদের উদ্দেশ্যে বলি, লোকের সংখ্যানুপাতে যদি ধর্ষণ কম-বেশি হতো তবে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণ আমেরিকায় না হয়ে চীনে হতো।

নতুন বিশ্বের তথ্যানুযায়ী বিশ্বে জনসংখ্যায় শীর্ষে থাকা দশটি দেশ যথাক্রমে চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ এবং রাশিয়া[৩]; কিন্তু ধর্ষণে শীর্ষে রয়েছে এদের মধ্যে দুটি রাষ্ট্র এবং তা অমুসলিম দেশ। সুতরাং এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ধর্ষণের হার বা পরিমাণ জনসংখ্যায় ওপর নির্ভর করে না।

পর্দানশিন নারী ও বেপর্দা নারীর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরেন, দুইজন জমজ বোন। যারা প্রত্যেকেই পরমা সুন্দরী। তাদের একজন পূর্ণ শরয়ি পর্দা করেন অন্যজন পর্দার ধার ধারেন না। এরা ২ জনেই তাদের অবস্থা অনুযায়ী অর্থাৎ, একজন পূর্ণ শরয়ি পর্দার পোশাকে অন্যজন মিনিস্কার্ট ও আঁটসাঁট পোশাকে

---

[১] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জুলাই ২০১৫

[২] https://bit.ly/2FyImBm

[৩] *নতুন বিশ্ব* : ষষ্ঠদশ সংস্করণ : জুলাই, ২০১২, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, পৃষ্ঠা : ৯২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



বেরিয়েছেন। আর রাস্তায় কিছু গুন্ডা-বদমাশ, ইভটিজার বাঁড়িয়ে আছে। এখন আপনিই বলেন, তারা কাকে উত্যক্ত করতে যাবে? নিশ্চয়ই পর্দানশিন নারীকে বাদ দিয়ে মিনিস্কার্ট, শর্ট ও আঁটসাঁট পোশাকের নারীকে। আসলে এ সকল পোশাক পরোক্ষভাবে নারী উত্যক্তকরণকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে উস্কে দেয়।[১]

আর এগুলোর প্রধান কারণ হলো পর্দাপ্রথা না থাকা। মনে রাখতে হবে, পর্দা কেবল নারীর জন্য নয়; বরং তা নর-নারী সকলের জন্যই প্রযোজ্য। যে দেশে পর্দাপ্রথা আছে সে দেশে ধর্ষণের সংখ্যা কম। কারণ, পর্দা করলে কোনো পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকাবে না। কেননা, কোনো পূর্ণ মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করবে না। সে আল্লাহর নির্দেশ পালনে ব্যস্ত হবে।

যেমনটি আল্লাহ বলে দিয়াছেন কুরআনে—

> মুমিনদেরকে বলেন, তারা যেন দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে; তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।[২]

এরপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে তবে তার শাস্তি ইসলামে বেত্রাঘাত, নির্বাসন থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এখানেও কিছু জ্ঞানপাপী বলে, মৃত্যুদণ্ড বর্বর আইন। তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো, কেউ তার মা, স্ত্রী, মেয়ে বা বোনকে ধর্ষণ করলে সে কী শাস্তি দিতে চাইবে? নিশ্চয়ই সে মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে বড় কিছু থাকলে তাও দিতে চাইবে। তো নিজের মা, স্ত্রী, মেয়ে বা বোনকে ধর্ষণ করলে এমন কঠোর হবে আর অন্যের মা, স্ত্রী, মেয়ে বা বোনকে ধর্ষণ করলে কেন ইসলামের আইনকে বর্বর বলা? মনে রাখা দরকার, ইসলামের কথা 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম'। প্রতিকার হিসেবে ইসলাম বলে পর্দা করতে আর প্রতিরোধ হিসেবে বলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে। যাতে অন্যরা শাস্তি দেখে শিক্ষা নিতে পারে। এমন শাস্তি যদি বাস্তবায়ন করা যেত তবে তনুর মতো নারীকে জীবন হারাতে হতো না।

আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, যে কোনো সমাজে নারী-পুরুষেরা যদি পোশাক ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামি নিয়মাবলি অনুসরণ করে তবে তা তাদের জন্য

---

[১] Answer to non-Muslim's common questions about Islam By Dr. Zakir Naik, P 11

[২] সূরা নূর, আয়াত : ৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



অবশ্যই সম্মান বয়ে আনবে। অন্যরা তাদেরকে ধর্মপ্রাণ মনে করবে এবং বুঝবে যে অন্যায়ভাবে তাদের কাছে যাওয়া যাবে না। তাকে পেতে হলে বৈধ পথেই হাঁটতে হবে। অন্ধ পথে না হেঁটে আলোর দিকে যাত্রা করতে হবে। অনেক মুসলিম বোন প্রমাণ করেছেন যে, পরিপূর্ণভাবে ইসলামি পোশাক পরিধান করলে পুরুষেরা তাদের সাথে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে না; বরং তারা তাদের সাথে আরও বেশি ভদ্র ও বিনয়ী আচরণ করে, অন্যদের তুলনায় আরও বেশি সম্মান করে।

স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও যারা পূর্ণ শরয়ি পর্দার পোশাকে চলাফেরা করে তাদেরকে শুধু ভালো ছেলে-মেয়েরাই নয়, বরং দুষ্ট ছেলে-মেয়েরাও সম্মান করে। অনেকসময় কেউ কেউ তাদের ক্ষ্যাত বলে অপমান করার চেষ্টা করলেও বেলাশেষে এমন ছেলে-মেয়েদেরকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চায়। পক্ষান্তরে যারা ইসলামি পোশাক পরেন না, শালীনভাবে চলেন না, বিপরীত লিঙ্গের সাথেই যাদের চলাফেরা বেশি তারা সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধু হন, কিন্তু জীবনসঙ্গী হিসেবে তাদের চাহিদা কমে যায়। তাদের পেছনে তাদের বন্ধুরাই এমন নোংরা মন্তব্যও করে, তা যদি কোনো ভদ্র মানুষ শোনে তবে তা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

অনেকেই বলেন, যে আলেমরা এগুলো বলেন, তাদের তো গরমে হিজাব পরতে হয় না, তারা এর কষ্ট বুঝবে কীভাবে?

হাসিমুখে আমি তাদের উত্তর দিই। বলি, আমি তো দেখি, যে-আলেমরা পর্দায় কথা বলেন তাদের জন্য তো কেবল নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা জরুরি; কিন্তু তারা দীর্ঘ পোশাকই পরেন। যেমন, জুব্বা তার নিচে থাকে গেঞ্জি, মাথায় টুপি তার উপরে পাগড়ি বা রুমাল। এটা তো তার জন্য আবশ্যক নয়; তবুও তিনি তা পরেন। অনেকটা হিজাবের মতোই দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কেন পরেন? কারণ, এটা তার শিষ্টাচারিতা।

আলেমরা কেমন শিষ্টাচারিতা অবলম্বন করেন, একটু শোনেন। ইমাম বুখারীর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। তিনি সংকলন করেছেন বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *সহীহ বুখারী*। যেই গ্রন্থ আল্লাহর কুরআনের পরেই সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব। এখানে তিনি সাড়ে সাত হাজারের বেশি হাদীস সংকলন করেছেন। একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি ৩০০ মাইল পর্যন্ত হেঁটেছেন।

আপনি ভাবছেন, *সহীহ বুখারীর* হাদীস সংকলনের গল্প কেন শোনাচ্ছি? একটু ধৈর্য ধরেন। কী আর এমন তাড়া! গল্প বা ইতিহাস জানারও দরকার আছে। কারণ, এত শ্রম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



দিয়ে যিনি লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছেন তিনি ওই ব্যক্তির থেকেও হাদীস গ্রহণ করেননি, যে রাস্তার পাশে বসে পেশাব করে। তিনি বলেছেন, আমি এমন লোক থেকে হাদীস গ্রহণ করবো না যিনি এতটুকু শিষ্টাচারিতারও (আদব) বাইরে অবস্থান করছেন। ভাবতে পারেন, আমাদের পূর্বসূরি আলেমগণের শিষ্টাচারিতা কেমন ছিল! রাস্তার পাশে বসে পেশাব করাটা তাদের সাথে যায় না। এখন তাদের সমালোচনা তো এমন লোক করে যারা একপ্রকার পাবলিক প্লেসেই দাঁড়িয়ে পেশাব করতে চান।

একজন নারীকে প্রয়োজন ছাড়া গৃহে সকল প্রকারের নিরাপত্তার চাদরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে যদি বের হতেই হয় তবে নিরাপত্তা নিয়েই বের হবে। আর সর্বোত্তম নিরাপত্তা এই পর্দা-ই। কারণ, আপনার সাথে আপনার সব সময় এমন গার্ডিয়ান থাকা সম্ভব নয় যে তার নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও আপনাকে রক্ষা করবে। আচ্ছা পাঠক, আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। ধরে নিচ্ছি আপনি একজন পুরুষ মানুষ। তাহলে প্রশ্নটি করি, আশা করি আপনার বিবেক যা বলবে তা আপনি অকপটে স্বীকার করবেন।

ধরে নিই, এক মেয়ে ইসলামি পোশাক পরে। তাকে দেখতে আপনার ইচ্ছে হয়; কিন্তু দেখতে পারছেন না। কষ্ট লাগছে। তাকিয়েও লাভ নেই। আপনি আপনার পথ মাপলেন। অন্যদিকে আরেকটি মেয়ে ইসলামসম্মত পোশাক পরছে না। অনেকটা আঁটোসাঁটো পোশাক, যাতে তার অনেক কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে। আপনি চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। আপনি দেখলেন, আপনার সাথে আরও অনেক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তার দিকে ঠিক একইভাবে তাকিয়ে আছে। আপনিই বলুন, আপনার স্ত্রী হিসেবে কাকে চাইবেন আপনি? পর্দা করা নারী—যাকে আপনি এতদিন না দেখতে পেয়ে কষ্ট পেয়েছেন, নাকি এমন নারী যার দেহসৌষ্ঠব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখেছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা? নিশ্চয়ই খোলামেলা, আঁটসাঁট পোশাকের মেয়েকে আপনি চাইছেন না।

পাঠক, এবার ধরে নিলাম আপনি একজন মেয়ে। এটাও ধরে নিচ্ছি যে, আপনি মনে করেন পর্দা করাটা অনেক কষ্টের। এতে স্বাধীনতা লঙ্ঘন হচ্ছে। এবার আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনার বান্ধবীদের মাঝে নিশ্চয়ই এমন কেউ থাকবে, যে ইসলাম পালন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নিয়মিত সালাত আদায় করেন, শরিয়তসম্মত হিজাব পরেন, পারলে নফল রোজাও রাখতে চেষ্টা করেন। আপনার কি মনে হয় সে আপনার চেয়ে কষ্টে আছে? আইডিয়ার দরকার নেই। আপনি তার



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


লাইফস্টাইল দেখেন। একসময় তাকেই জিজ্ঞেস করেই ফেলেন না, সে কেমন আছে? কেমন যাচ্ছে তার দিনকাল? সুখে নাকি দুঃখে? হিজাব কি তাঁর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়েছে কি না? শুনবেন, সে কি বলে। সে বলবে, এটা আমার স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। এটা আমাকে অনেক ইভটিজিং থেকে বাঁচিয়েছে। কিছু কষ্ট তো হয়ই। গরম একটু বেশি লাগে, অনেক সময় অনেকে এটাকে ছোট করে প্রেজেন্ট করে। তা আল্লাহর জন্য সহ্য করি। তবে আমি আশা করি, এই কষ্টের প্রতিদান আমার রব আমাকে দেবেন।

এবার আসি আরও কিছু প্রশ্নে—যা আমার আর আপনার মনে এসে উঁকি দিচ্ছে। এই যেমন, আপনি বলবেন, তার যে কষ্ট হয়। গরম লাগে, অনেক সময় অনেকে এটাকে ছোট করে প্রেজেন্ট করে। (আরেকটু এগিয়ে মজার কথা বলি, নিজে হিজাব না পরা সত্ত্বেও কোনো হিজাব পরা নারীর পাশে বসেও নাকি কারও কারও গরম লাগে!) কষ্ট তো হলোই। আচ্ছা, বোন, তার কষ্ট হয় ইসলামি হিজাবে আমিও জানি। তোমার কি কষ্ট হয় না যখন ইভটিজাররা তোমাকে টিজ করার চেষ্টা করে, নানান বাজে কথা বলে, তোমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে? বিবেক যদি মরে না যায় তবে তুমি অবশ্যই কষ্টের কথা স্বীকার করবে।

আচ্ছা, ক্রিকেট খেলোয়াড়দের খেলা তো অবশ্যই দেখেছেন। সেখানে খেলোয়াড়রা কি জুতা, জামা, প্যান্ট, গ্লাভস, হেলমেট, প্যাড ছাড়া খেলে? তীব্র গরমে ভরদুপুরে তারা মাঠে নামে। হেলমেট বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরে। ঘেমে নেয়ে হয় একাকার। তবুও কি তারা বলে, ভরদুপুরে হেলমেট গ্লাভস, প্যাড পরে খেলতে আমি পারবো না? নাহ। তারা তা বলে না। কারণ, খেলার জন্য এটাই নিয়ম।

এ নিয়মকে তারা মনে প্রাণে মেনে নেয়। কারণ, এ পোশাক তাদের সব সময় পরতে হবে না। কিছু সময় ত্যাগ স্বীকার করলে বিনিময়ে অনেক কিছুই পাবে। ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে। একজন মুসলিমা নারীর জন্য আল্লাহর বিধান খেলাধুলার নিয়মের চেয়ে লক্ষ-কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জান্নাত-জাহান্নামের বিষয়ে পর্দা বিশাল একটা ফ্যাক্ট। সে জানে খেলোয়াড় যদি নির্দিষ্ট পোশাক পরে মাঠে নামতে না চায় তবে সে আর মাঠে যেতে পারে না। তাকে গ্যালারিতেই থাকতে হয়। অন্যদিকে একজন মুসলিম যদি পর্দা না ক[...] তাকে জান্নাতে না গিয়ে জাহান্নামেই থাকতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


তুমি হয়তো আরও বলবে, আমার তো বিশ্বাস পর্দার কারণে ওর-আমার সবারই স্বাধীনতার লংঘন হয়। ইচ্ছেমতো চলা যায় না। কথা হলো তোমার কাছে এটা স্বাধীনতা লংঘন তার কাছে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। এখন এই স্বাধীনতার মানদণ্ড কোনটা? তারটা বাদ দিয়ে তোমারটা কোন যুক্তিতে মানবো? তুমিও বিবেকবান, সেও বুদ্ধিমতি। তুমিও হয়তো জানো, কোনো কোনো দেশে সী বীচে নগ্ন হয়ে চলাটা স্বাধীনতা; সেখানে কেউ পোশাক পরলে ভাবে ব্যাকডেটেড (অসামাজিক)। অন্যদিকে একই সময়ে অন্যদেশে তা অভদ্রতা, অপরাধও বটে। কোনটা ঠিক? এখন স্বাধীনতার মানদণ্ড হবে তার বক্তব্য যিনি নিরপেক্ষ, দূরদর্শী, কল্যাণকামী। আর তিনিই আমাদের রব আল্লাহ।

বোন, তোমার আর তোমার ইসলামি হিজাবধারী বান্ধবীর পার্থক্যটা কোথায় জানো? মাইন্ডে, ধরনে আর প্রত্যাশায়। তুমি এক কারণে কষ্ট পাও, সে আরেক কারণে কষ্ট পায়। সে যেটাকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ ভাবে তুমি সেটাকে স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক ভাবো। আর সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা হলো, সে যখন কষ্ট পায় তখন সে এই কথা ভেবে নিজেকে বোঝায় 'একটু সবর করো মন, আল্লাহ এই কষ্টের বিনিময়ে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন'; কিন্তু তুমি কি এমন কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাও? পাও না।

বড় কিছুর প্রত্যাশায় অনেক ছোট কিছু ছেড়ে দেওয়া যায়। সে এটাই ভাবে, এটাই করে। সে মনে করে, এই তো আজ, কাল বা পরশু আমার দুনিয়া শেষ। এরপর আমি মহা সুখের জান্নাত পাবো। তুমি তো এমন কিছুর আশায় নিজের কষ্টকে সহ্য করতে পারো না। কষ্টের মুহূর্তে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যে বড় প্রাপ্তির আর না পাওয়া যে বড় বেদনার, আফসোসের তা বোধহয় বিশ্লেষণ না করলেও চলবে।

তুমি আরও একটি সত্য এবং বাস্তবনিষ্ঠ প্রশ্ন করবে যে, এই হিজাবের কারণে অনেক সময় মেধাবী মেয়েকেও চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অথচ সে যোগ্য, একদম পারফেক্ট। তার আছে কর্মের দক্ষতা, মেধার জোর। সে অত্যন্ত পরিশ্রমী, দূরদর্শী। আবার নানান জায়গায় প্রবেশে তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে অথচ সে ভদ্র, মার্জিত। সত্য কথা। বাস্তব বিষয়। তা আমি মেনেও নিচ্ছি। আমি যে সত্য মেনে নিতে বাধ্য।

তবে শোনো, এই দুনিয়ায় দু-শ্রেণির মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণি জালেম আরেক শ্রেণি মজলুম। আচ্ছা, জালেম জুলুম করছে বলে কি মজলুম ব্যক্তি খারাপ? না। সে খারাপ নয়। একদল লোক পর্দানশিন নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


এরা জালেম। এই নারীরা মজলুম। এক শ্রেণি এমন জুলুম করবে সে কথা আমার রব ভালো করেই জানেন। আর তাই তো নারীকে ইনকাম করার দায়ভার দেননি। তিনি পুরুষকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি আয় করো, তুমি নিজে, স্ত্রীকে এবং অন্যদের খাওয়াও। নারী তুমি তো রানি। খাবে, সন্তানদের দেখবে। বাইরে গেলে নিরাপত্তার চাদর (হিজাব) নিয়ে যাবে। রানি তো খোলামেলা চলতে পারে না। এটা যে তার আত্মমর্যাদায় বাধে।

আরেকটি হাস্যকর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে শেষ করব। কতক অবিশ্বাসী বলেন, এই হিজাব তো ভদ্রতার পরিপন্থী। সবাই স্বাভাবিক পোশাকে আর একজন অন্য স্টাইলে, একদম আপাদমস্তক ঢাকা। অদ্ভুত লাগে। এটা নিশ্চয়ই অভদ্রতা। তাদেরকে একটু বলতে চাই, কোনো দাঁড়িপাল্লায় আপনি এটা পরিমাপ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? আমেরিকার সংস্কৃতি, ভারতের সংস্কৃতি নাকি অন্যকোনো সংস্কৃতি? আমি কালচারের কথা এ জন্য বলছি যে, ভদ্রতা/অভদ্রতা বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা। সেটাকে সে ভিত্তি বানায় এবং তার আলোকে অন্য সবকিছু পরিমাপ করে।

আমেরিকাতে মেয়েরা হাফপ্যান্ট পরাতে কোনো আপত্তি করে না। এটা তাদের কাছে স্বাভাবিক। এটাই তাদের সংস্কৃতি হয়ে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় তো ছেলে-মেয়ে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরা, কিস করাও স্বাভাবিক। আপনি বলেন এই সংস্কৃতি কি বাংলাদেশে মানানসই? অবশ্যই নয়। এটা আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগে। এই অদ্ভুত লাগার বিষয়টি আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে শিখেছি।

আমাদের ভারত উপমহাদেশের সংস্কৃতি হলো নারীরা শাড়ি, ব্লাউজ পরে। এতে কারও পুরো দেহ ঢাকা থাকে আবার কারও নাভি বের হয়ে থাকে (এটা অবশ্যই নিন্দনীয়, লজ্জাজনক, আপত্তিকর); কিন্তু এটাকে যদি ওই লোকেরা অসভ্যতা বলে যাদের কাছে হাগ (জড়িয়ে ধরা) ও কিস (চুমু দেওয়া) জিনিসটি স্বাভাবিক, তবে আপনি কী বলবেন? হাস্যকর লাগছে তাই না! লাগবেই তো। হাস্যকর লাগলেও আমেরিকানরা ভারতীয় নারীদের ব্যাপারে এমন মন্তব্যই করে। কারণ, তাদের বক্তব্য তো লুঙ্গি খুলে পাগড়ি মাথায় দেওয়ার ফজিলত বর্ণনার মতো।

তাহলে বোঝা গেল, মানুষ মডেস্টি বা ভদ্রতা/সভ্যতা পরিমাপ করার কোনো আদর্শ মানদণ্ড দাঁড় করাতে পারে না। তাদের মাঝে দৃষ্টির ভিন্নতা আছে। কারও কাছে স্ট্যান্ডার্ড

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


হবে খোলামেলা-নগ্নতা, কারও কাছে অর্ধনগ্নতা আর কারও কাছে পুরোপুরি ঢেকে রাখা। এমতাবস্থায় মানুষ একটা জিনিসকে মানদণ্ড বানাতে পারে। আর তা হলো সবার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও আইনদাতা রবের নির্দেশনা। হিজাবের এই মানদন্ড সেই রবই দিয়েছেন যা স্থান কাল পাত্রভেদে সকলের জন্যই অবশ্য পালনীয় এবং তা সম্ভব।

আরেকটি বিষয়ে দু'-একটি কথা না বললেই নয়। তা হলো, পর্দার বিধান কেবল ইসলামেই দেওয়া হয়নি; বরং খ্রিস্ট ও হিন্দুধর্মেও এর বিধান রয়েছে। যেমন, বাইবেলের মথি-১ এর অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৯ এ বলা হয়েছে, নারীরা শালীন পোশাক পরিধান করবে। তাদের পোশাক হবে ভদ্র। তারা চুলে বড় খোঁপা পরবে না এবং তাতে স্বর্ণ বা মুক্তা ব্যবহার করবে না। বাইবেলের অনত্র বলা হয়েছে, যে নারীরা মাথা ঢেকে রাখে না তারা নিজেদের অসম্মান করে এবং তাদের চুল কেটে দেওয়া উচিত। এ জন্য খ্রিস্টান নানরা মাথা ঢেকে লম্বা পোশাক পরেন।

বেদেও নারীদের মাথা ঢেকে রাখার কথা বলা হয়েছে। পর্দার এই বিধান নারীকে অসম্মান বা অবরোধ করার জন্য নয়; বরং তার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।[১]

আসলে কি বোন, স্বার্থবাদী পুরুষেরা আজীবনই নারীদের ইচ্ছেমতো চালানোর চেষ্টা করেছে। এজন্যই বেগম রোকেয়া বলেছিলেন, 'পুরুষেরা যখন তাহাদিগকে (নারীদের) অন্তঃপুরে রাখিতেন তখন তাহারা সেইখানে থাকিতেন আবার পুরুষ যখন তাহাদের নাকের দড়ি ধরিয়া বাইরে টানিয়া মাঠে আনিয়াছে তখনই তাহারা পর্দার বাহিরে আসিয়াছে। ইহাতে রমণীকুলের বাহাদুরি কী?'[২] আসলেই স্বার্থবাদী লোকদের কথায় থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য। তা তারা কখনো আবেগময়ী ভাষায়, কখনো জোর করে আবার কখনো কৌশলে বা অন্য উপায়ে উদ্ধারের চেষ্টা করে। তাই আমাদের উচিত, পক্ষপাতহীন একমাত্র রবের নির্দেশ পালন করা।

---

[১] https://bit.ly/2PK8VZ2

[২] বেগম রোকেয়া, *মতিচূর* (অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধ)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

# একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমান দুজন নারীর সাক্ষ্য : অবমূল্যায়ন নাকি স্বস্তিদান?

ইসলাম নারী-পুরুষের ইবাদতের বিনিময় বা অন্যায়ের শাস্তি সমান করে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের দিয়েছে অগ্রাধিকার; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্য কেন পুরুষের অর্ধেক বা দুজন নারীর সাক্ষ্য কেন একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান—এমন কথাটি যখন আমরা শুনি তখন বুঝে উঠতে পারি না—আসলে বিষয়টা কী। হ্যাঁ, এ বিষয়েই এবার আলোচনা করবো। তবে মূল আলোচনার আগে ছোট্ট একটা গল্প পড়ে নিই।

'ঘটনাটা কয়েক বছর আগের। তখন কলেজ-জীবন শেষ করে সবে বিশ্ববিদ্যলয়ে ভর্তি হয়েছি। এক ছুটিতে ফুফুবাড়ি যাওয়া হলো। সবার সাথে ভালোমন্দ আলাপ চলাকালে খেয়াল করলাম, সবাই বাইরে বেরিয়ে এসে কথা বললেও আমার ফুফাতো বোন বাইরে এলো না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম—ভীষণ ব্যস্ত সে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কেমন আছে জিজ্ঞেস করলে বলল, 'ভালো আছি। এরপর দায়সারাভাবে একবার শুধু জিজ্ঞেস করল—'কীরে, কখন এলি? কেমন আছিস?' বলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে। কম্পিউটরে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা করছে আপু। না-হয়, যে ছোটভাইকে সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, সেই ছোটভাই তাদের বাড়িতে আসার পরও তার কম্পিউটরে লেগে থাকার কথা না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের জন্য কম্পিউটার চালাতে পারা তখনো মোটামুটি সাধারণ ব্যাপার। আমি যেহেতু অসাধারণ নই, তাই আমিও সেটা পারতাম। তবে কম্পিউটারের খুব জটিল কোনো কাজ বা সফটওয়্যারজনিত কাজগুলো আমি পারিও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



না, বুঝিও না। কারণ, আমার পড়াশোনা কম্পিউটার সাইন্স নিয়ে নয়। অবশ্য তারপরও যা জানি, তা দিয়েই মোটামুটি কাজ চলে। তবুও গ্রামের সাধারণ মানুষের অধিকাংশই যেহেতু কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তাই ওই সময়ই সেখানে মোটামুটি একটা মুড নেওয়া যেত।

আপুর কম্পিউটারে লেগে থাকার কথা বলছিলাম, তো আপু তার কাজে এতই মনোযোগী হয়ে আছেন যে, পাশে যদি একদল কুকুরও ঘেউ ঘেউ করে, তবুও সে-আওয়াজ তার কানে পৌঁছাবে বলে মনে হয় না। চিন্তা করছি—আমার কথা কীভাবে তার কানে পৌঁছেছিল—তা হয়তো কানের ডাক্তারই ভালো বলতে পারবেন।

আপু একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। খুবই দক্ষ একজন মানুষ তিনি। অন্যদিকে আমার দুলাভাই একজন ডাক্তার। কোনো এক প্রয়োজনে তিনি আপুকে একটি সফটওয়্যার তৈরি করতে বলেছেন। আপু মূলত সে-কাজেই ব্যস্ত। সফটওয়্যার তৈরির পুরো কাজ নাকি আজই শেষ করতে হবে।

জানার পর মনে মনে বললাম, তাই তো বলি, যে-আপু আমাকে কোলে পিঠে মানুষ করেছে—সে কেন আজ দায়সারাভাবে এইটুকু বলে কথা শেষ করে 'কীরে কখন এলি!'

বিকেলে আপু একটু বাইরে গেলেন। ফোন থেকে গেল কম্পিউটারের টেবিলে। দুলাভাই বেশ কয়েকবার ফোন করলে আমি রিসিভ করলাম। কথাপ্রসঙ্গে কী ভেবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার আপুর কাজ শেষ হয়েছে কি না, জানো?' আমি বললাম, 'কাজ একদম ওকে। নো টেনশন।'

দুলাভাই ভেবেছেন, আপু হয়তো কাজের ব্যাপারটা আমাকে বলেছে। না-হয় এভাবে বলতাম না। বুঝেশুনেই বলেছি আমি। কিন্তু মূল ব্যাপারটা ছিল এমন—আসলে আপুর কাজের ব্যস্ততা এবং বিকেলে বাইরে যাওয়া দেখে নিশ্চিত ভেবে নিয়েছিলাম যে, কাজ সব শেষ। কারণ, কাজটি আজই শেষ করার কথা। আর আপুর মতো দায়িত্বশীল মেয়ে কোনো কাজ বাকি রেখে যাবে—তা অন্তত আমি ভাবতে পারি না।

আপু বাড়ি এসে দুলাভাইয়ের সাথে কথা বলেন। দুলাভাই খুশিমনে বললেন—'আজ আর তোমাকে কোনো কাজ করতে হবে না। কাল একটি নামকরা হোটেলে আমরা ডিনার করব। সো মেন্টালি বি প্রিপার্ড (মানসিকভাবে প্রস্তুতি নাও)।' আপা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'কালই বুঝবে। আজকের মতো খেয়ে বিশ্রাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


নাও। এতদিন অনেক কষ্ট করেছ। আজ আর কোনো কাজ করতে হবে না।' কী আর করা! আপু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমালেন।

ভোরের রেশ কেটে কেবল সকাল। দুলাভাই হাজির। তিনি বললেন, 'অনেক কষ্ট করে সফটওয়্যারের কাজটি শেষ করেছে আমার লক্ষ্মী[১] বউ। দেখাও তো।'

'ওমা, কাজ শেষ হয়েছে তোমাকে কে বলল? আমি আজ সারা রাত কাজ করে সকালের মাঝেই শেষ করব ভেবেছিলাম; কিন্তু তুমি ফোন করে বললে 'আজ আর কিছুই করতে হবে না।' ডাক পড়ল আমার।

'তুই নাকি বলেছিস কাজ শেষ।'

'হুম। বলেছি।'

'কেন বলেছিস, আর তুই কেমনে বুঝলি কাজ শেষ?'

'তোর কাজ কালই শেষ করতে হবে শুনেছিলাম। দেখলাম, গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিস আবার বিকেলে তুই কই গেলি। তাই নিশ্চিন্তে বলে দিয়েছি 'কাজ শেষ! ব্যাস।'

'ওই, তুই কি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যে একটু দেখেই আইডিয়া করে বলে দিলি—কাজ শেষ! তোর তো আমার কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার দরকার ছিল না। তুই যদি বলতি 'জানি না', তাহলে কেউ কি কিছু বলত? 'জানি না' বলাটা কি তোর জন্য অপরাধ ছিল? গণ্ডার একটা।'

আসলে এটা আমার ভুল ছিল। কারণ, আমি যা বুঝি না বা কম বুঝি, আর যে-বিষয়টা বোঝা আমার দায়িত্বেও পড়ে না সে-বিষয়ে আমার চুপ থাকাই নিরাপদ। কিছু বলতে গেলে উলটো ঝামেলা হবে। অনেকটা 'আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নেওয়ার মতো' হয়েছিল ঘটনাটা। সবকিছুই আমি জানব আর সবকিছুই আমার দায়িত্বে পড়বে—তা নয়; বরং আমার যেটা দায়িত্ব সেটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করাই আমার কাজ। মনে পড়ল, রবী ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পে বাবার চরিত্রে থাকা লোকটির বক্তব্য 'আমি যাহা বুঝি না তাহা শিখাইতে গেলে কেবল কপটতাই শেখানো হইবে।'

---

[১] লক্ষ্মী একটি হিন্দুদের দেবতার নাম। এ নামে কাউকে আদর করে ডাকাও কোনো মুসলিমের জন্য শোভনীয় নয়। এগুলো পরিত্যাজ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


প্রথমেই আমরা জেনে নিই, কুরআনে কারিমে কোথায় কোথায় সাক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাক্ষ্য প্রসঙ্গে কুরআনে কয়েকটি আয়াত রয়েছে :

এক. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮২

দুই. সূরা মায়েদা, আয়াত : ১০৬

তিন. সূরা নূর, আয়াত : ৪

চার. সূরা তালাক, আয়াত : ২

পুরুষের সাক্ষ্য সর্বদা নারীর সাক্ষ্যের দ্বিগুণ নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে কেবল নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। কিছু ক্ষেত্রে দ্বিগুণ, আবার কিছু ক্ষেত্রে সমান।

## [ক] দুজন নারীর বক্তব্য সর্বক্ষেত্রে একজন পুরুষের বিকল্প নয়

দুজন নারীর বক্তব্য সর্বক্ষেত্রে একজন পুরুষের বিকল্প নয়; বরং নারীদের একক বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য। যেমন—হজরত আয়িশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহার একক বক্তব্য হাদিসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সর্বজনগৃহীত। তিনি ছিলেন মুকসিরিন রাবিদের অন্যতম। তার বর্ণিত হাদিসসংখ্যা ২২১০ টি। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ১৭৪ টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ৫৪ টি তার বিখ্যাত *সহীহ* গ্রন্থে এবং ইমাম মুসলিম ৬৯ টি হাদিস তার *সহীহ* কিতাবে উল্লেখ করেছে।

হিসাব করলে দেখা যায়, আম্মাজান থেকে বর্ণিত হাদিস *সহীহ বুখারী*তে পুনরুক্তিসহ এসেছে ৮১৯ টি, *সহীহ মুসলিমে* ৬০৮ টি, *জামি তিরমিযী*তে ২৬৬ টি, *সুনানু আবি দাউদে* ৪১৭ টি, *সুনানুন নাসায়ী*তে ৬৫৬ টি এবং *সুনানু ইবনি মাজায়* ৩৯৩ টি হাদিস সংকলিত হয়েছে।[১] করিমা বিনতে আহমাদ আল-মারুজিয়া থেকে ইমাম বুখারীর হাদিস গ্রহণের বিষয় বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত। ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি*তে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২] কাজেই ক্ষেত্র অনুযায়ী একজন নারীর বক্তব্য যে গ্রহণযোগ্য, এর জন্য আর কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়ে না।

---

[১] *হাদীস চর্চায় নারী সাহাবীদের অবদান*, ইফাবা, ১ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা : ২৫৬-২৫৭

[২] আবদুল হালীম আবু শুককাহ, *রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা* (বাংলা অনূদিত), পৃষ্ঠা : ১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


ইসলামি আইন-শাস্ত্রবীদগণের অনেকেই যেমন, হানাফি ও হাম্বলি এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রামাদানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন মুমিন নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।[১] বিষয়টা অবশ্যই আমাদের চিন্তাশক্তিকে নাড়া দেয়। ইসলামের পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভের একটি স্তম্ভ রোজার কার্যকারিতার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী মাত্র একজন নারীর সাক্ষ্যদানের ওপরে নির্ভর করতে পারে। ইসলামি পণ্ডিতদের কেউ কেউ বলেছেন, রামাদানের চাঁদ দেখার জন্য একজন সাক্ষী এবং শাওয়ালের (ঈদের) চাঁদ দেখার জন্য দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন।

## [খ] নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য এবং তা একজন নারীরই। যেমন, কোনো নারী কুমারী কি না, কোনো নারীর ঋতুস্রাব শেষ হয়েছে কি না, কোনো নারীর মধ্যে কোনো ধরনের দৈহিক ত্রুটি আছে কি না ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেবল একজন নারীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বৈধ।[২] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে-বিষয়ের প্রতি পুরুষের দৃষ্টি পৌঁছানো অসম্ভব সে-সব বিষয়ে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৩]

সন্তানের বংশপরিচয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে সেক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ধাত্রী বা নারী চিকিৎসকের একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অনুরূপ তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উক্ত সন্তান তার আত্মীয়-স্বজনের মিরাস পাবে।[৪] আমরা ওপরের আলোচনায় স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছি যে, পুরুষ এবং নারীর সাক্ষ্য সমান এবং ক্ষেত্রবিশেষে নারীর সাক্ষ্য অগ্রগণ্য। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পুরুষ জানতে পারলে পুরুষের কথাও গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন : মেডিকেল টেস্ট রিপোর্ট।

## [গ] নারীদের সাক্ষ্য যখন পুরুষের অর্ধেক

আল কুরআনে টাকা-পয়সা লেন-দেনের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে একজন পুরুষের স্থলে দুজন নারীর সাক্ষ্যের কথা আছে। কুরআনে কারিমের শুধু একটি আয়াতেই বলা

---

[১] https://islamqa.info/en/answers/98154

[২] ইফাবা পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ-২০০৫, পৃষ্ঠা : ২১০

[৩] ইবনু আবি শাইবা ও আব্দুর রাযযাকের বরাতে *হিদায়া*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৯, (সূত্র : ইফাবা পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ-২০০৫, পৃষ্ঠা : ২১০)

[৪] *ফাতওয়ায়ে আলমগিরি*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৬৫ (সূত্র : প্রাগুক্ত)


আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



হয়েছে একজন পুরুষের স্থলে দুজন নারী সাক্ষীর কথা। তা হলো সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াত। আয়াতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি ব্যাবসা ও টাকা পয়সা লেনদেন সংক্রান্ত এবং আল কুরআনের দীর্ঘতম আয়াত।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> হে ইমানদারগণ, যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা একে অপরের সাথে লেন-দেন করো তাহলে তা লিখে নিয়ো। অতঃপর তোমাদের নিজেদের মধ্যে দুজন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। তখন যদি দুজন পুরুষ না থাকে তাহলে একজন পুরুষ ও যাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে তোমরা আস্থাশীল এমন দুজন নারী বেছে নাও যে একজন ভুল করলে বা তালগোল পাকিয়ে ফেললে অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তির আদেশ করা হয়েছে এবং সেখানে দুজন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। আর সে দুজনই পুরুষ হতে হবে; কিন্তু যদি সে-রকম আস্থভাজন দুজন পুরুষ মানুষের ব্যবস্থা না করা যায় কেবল তখন অন্তত একজন পুরুষ ও দুজন নারী থাকতেই হবে। এখানে একটা উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য।

ধরা যাক, কোনো একজন রোগীর জন্য অপারেশন করার প্রয়োজন। অপারেশন করেন শল্য চিকিৎসকরা (Surgeon); কিন্তু কোনো কারণবশত দুজন শল্য চিকিৎসক পাওয়া গেল না। তখন বিকল্প হিসেবে একজন শল্য চিকিৎসক এবং দুজন সাধারণ MBBS-এর পরামর্শ গ্রহণ করল এবং তাদের মাধ্যমে অপারেশন করা হলো।[১]

আর এক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। দৃশ্যত সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যে-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়—তা আদৌ লিঙ্গবৈষম্যের জন্য নয়; বরং ইসলামের বিবেচনায় সমাজে নারী ও পুরুষের প্রকৃতি ও ভূমিকার পার্থক্যের কারণে। স্বাভাবিকভাবেই একজন নারীর স্মৃতিশক্তি একজন পুরুষের চেয়ে কম। তারা একটু কিছুতে সহজেই ভড়কে যায়। হিসেব-নিকেশের সাক্ষ্যের ঝামেলায় তাদের ভুল হয়ে যেতে পারে। তাই একজনের জায়গায় দুজনকে সাক্ষী বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে কেউ ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিয়ে নির্ভুল সমাধানে আসতে পারে।

---

[১] https://bit.ly/2PS8Dzp

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



এর পেছনে আরও একটি কারণ, হলো, ইসলাম পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য উপার্জনের দায়ভার পুরুষকে দিয়েছে। স্বামী আয় করবে। নারী তা সুন্দরভাবে রান্না করে নিজে খাবে এবং স্বামীকে খাওয়াবে। এত হিসেব-নিকেশের ঝামেলা নারীর দরকার নেই। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

> *পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।*[১]

অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব যেখানে পুরুষের কাঁধে ন্যাস্ত আর নারী তা হতে মুক্ত, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় নারী নয়, এক্ষেত্রে পুরুষই দক্ষ হবেন। হিসাব-নিকাশ পুরুষই ভালো বুঝবেন। তাই সাক্ষ্যের ঝামেলা তাকে পোহাতে হবে না। আর যদি সাক্ষ্য দিতেই হয় তবে অন্তত ২ জন যেন হয়। যাতে ভুল হবার শঙ্কা কম থাকে, তালগোল পাকিয়ে না যায়।

শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ বলেন, এর (সাক্ষ্যের জন্য নারী ২ জন লাগবে) অর্থ এই নয় যে, একজন নারী বোঝে না, বা মনে রাখতে পারে না; বরং তুলনামূলক তারা এক্ষেত্রে দুর্বল। এ সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞরা এ কথাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এ সকল বিষয়ে পুরুষের মন ও মেধা নারীর চেয়ে অধিক যথার্থ। বই যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বই অনুবাদ বা হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষ এগিয়ে। আমরা যদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেখি তবে সেখানেও পাচক, দর্জি বা ধাত্রীবিদ্যায়ও বিশেষজ্ঞরা পুরুষ।

এ কথা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবে না যে, ধর্মীয় জ্ঞান যেমন, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আকায়িদ ও দাওয়াহ এবং দুনিয়াবি জ্ঞান, যেমন : চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নসহ নানাবিধ বিষয়ে বিখ্যাত ব্যক্তির সবাই প্রায় পুরুষ। আমরা যদি পশ্চিমাবিশ্বের দিকে তাকাই যেখানে অনেকে নারী-পুরুষের সমতা আছে বলে মনে করে সেখানেও দেখি যে, পুরুষেরা অনেক এগিয়ে।

আল্লাহ তাআলা নারীদের কিছু বিশেষত্ব দিয়েছেন আর কিছু ক্ষেত্রে দিয়েছেন পুরুষের ওপর প্রাধান্য। যেমন : মাতৃত্ব, সন্তানপালনে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা, সন্তানের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও দয়া, বাড়ির তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। আর শরিয়ত তাদের

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



দিয়েছে নিরাপত্তা। মা হলো সন্তানের প্রথম শিক্ষালয়। যেখান থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে ওঠে। বিশ্বের নেতা বা জাতির পণ্ডিত হয়। তিনি হন রত্নগর্ভা। এর চেয়ে সম্মানের আর কী থাকতে পারে?[১]

বাস্তব অভিজ্ঞতাও এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কুরআনের এ বিধান স্বভাবধর্মী। টাইমস অব ইন্ডিয়া (১৮ জানুয়ারি, ১৯৮৫) সংখ্যায় ইউপিআই-এর উদ্ধৃতিতে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনটি পত্রিকার ৯ম পৃষ্ঠায় বিষয়টি এভাবে প্রকাশ করে 'নারীদের তুলনায় পুরুষদের হিসাব-সংক্রান্ত জ্ঞানে যোগ্যতা অনেক বেশি। তারা এ বিষয়ে অতি সুন্দরভাবে কাজ সমাধা করতে পারে; কিন্তু নারীরা কথা বলায় ভীষণ পারদর্শী।' এক রুশ বিজ্ঞানী এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২]

মনে আবার প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, কিছু মেয়েরা ছেলেদের চেয়েও বেশি যোগ্য। মেয়েরা পড়ালেখায় এগিয়ে যাচ্ছে। তাহলে ফয়সালা কেন এমন?

আমিও এ কথার সাথে দ্বিমত করছি না; কিন্তু যোগ্য মেয়েরা সংখ্যায় অনেক কম। যাইহোক, তুলনামূলকভাবে অবশ্যই বলা যায়, মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা এগিয়ে। আর আরবিতে একটা প্রবাদ আছে الكل حكم للأكثر অর্থাৎ, অধিকাংশই সকলের হুকুম রাখে।

সোজা বাংলায়, বেশি মানুষের মতামত বা অবস্থা সকলের প্রতিনিধিত্ব করে। এই যেমন ধরুন, বাংলাদেশের ৩০০ আসনের মধ্যে দুটি দলের কোনো একটি দল যদি ১৫১ টি সিট পায় তবে তারা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা হয় সকল জনগণের সরকার। ব্যাপারটা এখানেও তাই। অধিকাংশ নারী এক্ষেত্রে দুর্বল হবে— তাই সাক্ষ্যের দায়িত্ব থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

আপনার মনে আরও যে-প্রশ্নটি দেখা দিতে পারে তা হলো, সাক্ষ্য দেওয়াটা আবার ঝামেলা কীসের?

তাদের আমি সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, একটু আমাদের নেতা বা ক্ষমতাশালীদের দিকে তাকান। আর একটু ভেবে বলেন তো, তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কতটুকু আপনি দিতে পারবেন? অনেক সরকারি সাক্ষীকে পর্যন্ত

---

[১] https://islamqa.info/en/20051

[২] ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, *সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান* (নারী ও ইসলাম), ১ম প্রকাশ-২০০৯, পৃষ্ঠা : ১২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



পুলিশের হেফাজতে থাকতে হয়। সব সময় যদি কারও পাহারার লোক লাগে তবে তার জীবন অতিষ্ট হতে বাধ্য। স্বাধীনতা বলে তার কিছুই থাকে না। তাই এই ঝামেলাটাও ইসলাম নারীকে দেয়নি। কারণ, তাদের দেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা। বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে সন্দেশ খাওয়ার চেয়ে নদীর পারে বসে চানাচুর খাওয়াই কি নিরাপদ নয়?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

## তালাক প্রদানের অধিকার কি কেবল স্বামীর, স্ত্রী কি দিতে পারে না?

পবিত্র কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে এই 'তালাক' শব্দ দিয়ে। 'তালাক' আরবি শব্দ। যার অর্থ হলো বর্জন, প্রত্যাখ্যান, বিবাহ-বিচ্ছেদ আর ইংরেজিতে বলে ডিভোর্স (Divorce)। সহজ কথায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোকে তালাক বলা হয়। পারিবারিক জীবনে ভাঙন ও বিপর্যয় অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। তালাক হচ্ছে এ বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পরিণতি। ইসলামে তালাকের বিষয়টিকে চরমভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। তবে বিশেষ কারণে এটিকে বৈধ রাখা হয়েছে যাতে মানুষের জীবন স্থবির হয়ে না যায়। আর একে ঘোষণা করা হয়েছে 'নিকৃষ্ট বৈধ-কাজ' হিসেবে।[১] বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করার ব্যাপারে দু-একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে—

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো এবং 'তুহর' পর্যন্ত রেখে দিতে বলো। এরপর আবার হায়িজ ও তার থেকে আবার পবিত্র হওয়ার পর ইচ্ছা করলে সে তাকে রেখে দেবে অন্যথায় সহবাসের আগেই তালাক দেবে। মহান আল্লাহ এভাবে ইদ্দত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদের তালাক দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।'[২]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৭৮

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৭৯



আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


বিশিষ্ট তাফসিরকারক মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অবস্থানকালীন এক ব্যক্তি এসে তাকে জানাল, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুনে চুপ রইলেন। তখন আমার মনে হলো, সম্ভবত তিনি স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণের নির্দেশ দেবেন। কিন্তু তিনি বললেন, তোমাদের কেউ আহমকের মতো কাজ করে এবং এসে বলে, ইবনু আব্বাস, ইবনু আব্বাস, অথচ আল্লাহ বলেছেন—

*যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য একটা সমাধানের পথ দেখিয়ে দেবেন।*'

'আর তুমি তো (তালাকের বিষয়ে) আল্লাহকে ভয় করোনি। সুতরাং, আমি তোমার জন্য কোনো পথ দেখছি না। তুমি তোমার প্রতিপালকের নাফরমানি করেছ এবং স্ত্রীকেও হারিয়েছ।'[১]

কুরআনের বেশকিছু আয়াতে এবং হাদিসে তালাকের বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনে কারিমের যেখানে তালাকের আলোচনা রয়েছে যথাক্রমে—সূরা বাকারা-২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৬, ২৩৭, ২৪১, সূরা আহযাব-৩৩, সূরা তালাক-০১, সূরা তাহরিম-০৫-এ।

তো, অনেকেই বিষয়টি ভালোভাবে না জানার কারণে বলে থাকেন যে, ইসলাম কেন তালাক প্রদানের অধিকার কেবল স্বামীকে দিয়েছে, স্ত্রীকে কেন দেয়নি?

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপের শুরুতেই তালাক প্রদানের ধরন সম্পর্কে জেনে নিই। ইসলামে প্রয়োজনে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের বেশ কয়েকটি পদ্ধতি ও ধাপ রয়েছে। যেমন : [ক] স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিতে [খ] এককভাবে স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক [গ] স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক গ্রহণ, যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক-ই-তাফবিজের ক্ষমতা দান করে থাকেন [ঘ] খুলার মাধ্যমে [ঙ] কাজী/আদালতের মাধ্যমে

এই পাঁচ পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক হতে পারে। আমরা এগুলোর ব্যাপারে আরেকটু সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মোটামুটি ধারণা নিয়ে নিতে পারি। তাহলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে।

---

[১] সূরা তালাক, আয়াত : ২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


### [ক] স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিতে

অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন চরমভাবে বিরোধ দেখা দেয়, সম্পর্ক যখন তিক্ত হয়ে পড়ে আর দুজনই আলাদা হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পারস্পরিক সম্মতিতে তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয়।

### [খ] এককভাবে স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক

ইসলাম সর্বদাই স্ত্রীর সাথে সদাচরণের কথা বলে। সেই লোক উত্তম—যে তার পরিবারের (স্ত্রীর) কাছে উত্তম বলে ঘোষণা দেয়।[১] স্ত্রীর কোনো একটি কাজ খারাপ লাগলে সেটা বড় করে না দেখে স্ত্রীর অন্য ভালো গুণ স্মরণ করে তার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেয়; কিন্তু এরপরও যদি তাদের মাঝে বনিবনা না হয়। তবে স্বামী তার স্ত্রীর কোনো মতামত না নিয়েই তালাক প্রদান করা।

### [গ] স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক

যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাকে তাফবিজের ক্ষমতা দান করে থাকেন তা হলো স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক। অর্থাৎ, বিয়ের সময় বা পরে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বিবাহবিচ্ছেদ করার ক্ষমতা প্রদান করে তবে স্ত্রী তার ইচ্ছেমতো স্বামীর কোনো মতামত না নিয়েই নিজের ওপর তালাক প্রদান করতে পারে।[২]

বাংলাদেশের বিবাহ আইনে কাবিননামায় ১৮ নম্বরে একটি ধারা থাকে—'আপনি আপনার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করছেন কিনা' এই প্রসঙ্গে। সাধারণত লোকেরা এটিকে খেয়াল করে না আর কাজী সাহেব 'হ্যাঁ' লিখে দেন। এটা তালাক-ই-তাফবিজের অন্তর্ভুক্ত। যদিও শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামীর জানা না থাকলে এবং কাজী 'হ্যাঁ' লিখে দিলে তা তাফবিজ হয় না; কিন্তু কাগজে

---

[১] সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৮

[২] তাফবিজের শব্দ তিনপ্রকার : এক. কোনো নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ না-করে স্ত্রীকে তালাকপ্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা। এমন হলে অধিকাংশের মতে, যে মজলিসে স্ত্রীকে ক্ষমতা দিয়েছে সে-মজলিসে স্ত্রী তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখবে। সে-মজলিস ভেঙে গেলে আর তালাক দিতে পারবে না। দুই. নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত ক্ষমতা প্রদান করা। এমন হলে স্ত্রী সে-নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তালাকের ক্ষমতা রাখবে। তিন. যেকোনো সময়ের জন্য ক্ষমতা প্রদান করা। এমন হলে স্ত্রী যেকোনো সময় তালাক দিতে পারে। (আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ, ১৩/১১২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft



যেহেতু 'হ্যাঁ' লিখিত থাকে তাই দেশীয় আইনে 'অনুমতিদান' বলেই গণ্য হয়।

এছাড়াও কোনো স্বামী-স্ত্রী যদি গোলাম থাকে তবে স্ত্রী স্বাধীন হয়ে গেলে কোনো কারণ দেখানো ছাড়াই সে বিচ্ছিন্ন হতে পারে; কিন্তু স্বামী স্বাধীন হলে সঙ্গত কারণ ছাড়া স্ত্রীকে তালাক দেওয়া তার জন্য অনুচিত। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

মুগিস ছিলেন একজন গোলাম। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য তার (বারিরার) কাছে একটু সুপারিশ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বারিরা, আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, সে তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানদের পিতা। সে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর রাসুল, এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ? তিনি বললেন, না, বরং আমি একজন সুপারিশকারী। এদিকে মুগিসের চোখের পানিতে তার চোয়াল পর্যন্ত ভিজে গড়িয়ে পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আব্বাস, বারিরার প্রতি মুগিসের প্রেম, আর মুগিসের প্রতি তার ক্রোধ কতই না আশ্চর্যের![১] এরপর বারিরা স্বামীকে তালাক দিয়ে ইদ্দত পালন করেন।[২]

## [ঘ] খুলার মাধ্যমে

অর্থাৎ, যদি স্বামীর আচার-আচরণ বা অন্যকিছু স্ত্রীর কাছে পছন্দ না হয় এবং সে এই স্বামীর সাথে জীবন কাটাতে না চায় তবে অর্থের বিনিময়ে তালাক প্রদানের জন্য স্বামীকে অনুরোধ করে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটান। তার মানে হলো, স্ত্রী স্বামীকে বলবে যে, আমি আপনাকে এই পরিমাণ, যেমন : পূর্ণ মোহর বা তার অর্ধেক অর্থ দেবো, বিনিময়ে আপনি আমাকে ছেড়ে দেন, আমি আপনার সাথে থাকতে পারছি না। তবে বিশেষ কারণ ছাড়া স্বামীর থেকে তালাক চাওয়া জঘন্য অন্যায়। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

যদি কোনো নারী অহেতুক তার স্বামীর নিকট তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যায়।[৩]

---

[১] সুনানু আবি দাউদ : ২২৩১
[২] সুনানু আবি দাউদ : ২২৩৩
[৩] সুনানু আবি দাউদ : ২২২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


[৪] কাজী/আদালতের মাধ্যমে

অর্থাৎ, স্বামী যদি দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ থাকে বা নপুংসক হয় অথবা তার স্ত্রীকে ছাড়তে না চায় আর স্ত্রীও স্বামীর সাথে থাকতে না চায় তবে কাজীর/আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান।

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা যা বুঝলাম, তা হলো—কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে স্বামী এককভাবে তালাক দিতে পারে বাকি চারটি ক্ষেত্রেই স্ত্রীর পক্ষ থেকে নিজের ওপর তালাক গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান। এখন যারাই বলবে, ইসলাম কেবল পুরুষকেই তালাক প্রদানের অনুমতি দিয়েছে, সেটা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাচার বা অজ্ঞতা। তবে এটা সত্য যে, তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীকে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তার বেশকিছু যৌক্তিক কারণও আছে। নিম্নে কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

প্রথমত, বিয়েতে অর্থনৈতিক দায়িত্বভার যিনি গ্রহণ করেন বা অর্থ ব্যয় করেন তিনি হলেন পুরুষ, নারী নয়। নারীকে মহরের অলঙ্কার বা টাকা পুরুষ দেয়।[১] কেউ আবার বলতে পারেন পুরুষ তো যৌতুক নেয়। মনে রাখা দরকার, ইসলামে যৌতুক নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আবার কেউ বলতে পারেন, ছেলেকেও স্ত্রীপক্ষ অনেক কিছুই দেয়। হ্যাঁ দেয়। তবে তা দেওয়া আবশ্যিক নয়, যেভাবে স্ত্রীকে স্বামীর জন্য মোহর প্রদান ফরজ বা আবশ্যিক। আর বিয়ের পর স্বামীরই নিজের, স্ত্রীর ও সন্তানের খরচ বহন করতে হবে। এক্ষেত্রেও নারী দায়িত্বমুক্ত।

এখন কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তবে ওই নারীর সকল অধিকার দীর্ঘ একটি সময় এই পুরুষের, তারপর পিতা/ভাই/ বা প্রয়োজনে সমাজ/ আত্মীয় বা সরকারের ওপর গিয়ে বর্তাবে। মানে হলো, তার দায়িত্ব অন্যজন নেবে। সুতরাং, সে আর্থিকভাবে নিরাপদ; কিন্তু স্বামীর দায়িত্ব কেউই বহন করবে না। তাকেই বহন করতে হবে। এমনকি তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর থেকে কোনো সেবাও সে নিতে পারবে না, উলটা দীর্ঘ একটি সময় স্ত্রীর সব দায়িত্ব বহন করে যেতে হবে। দিতে হবে তাকে খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান এবং নিরাপত্তা।[২][৩]

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ০৪

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪১

[৩] যদি তালাকে রাজয়ি হয়ে থাকে তবে স্বামীকে ভরণপোষণ ও বাসস্থান লাগবে। আর যদি রাজয়ি না হয় তবে এসব লাগবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


আর বিয়ের মোহরও সে ফেরত পেল না, পাবে না এতদিনে স্ত্রীর পেছনে ব্যয়কৃত খরচ। এরপর যদি স্ত্রী অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে নতুন করে মোহর পাবে। আর এই পুরুষ অন্যত্র বিয়ে করতে চাইলে আবার নতুন স্ত্রীকে মোহর দিতে হবে। তো শেষ পর্যন্ত পূর্ণ ক্ষতি স্বামীরই হবে, স্ত্রীর হবে আংশিক ক্ষতি। আর যে আংশিক ক্ষতিটা হবে তা নিজে তালাক দিলেও হতো। সহজ ভাষায় যাকে বলে সামাজিক স্ট্যাটাস।

এখন, আপনিই বলেন, স্ত্রীকে যদি স্বামীর মতো ঢালাওভাবে তালাক প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হয় তবে কোনো দুষ্ট-চরিত্রহীন নারী এভাবে কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মোহর নিয়ে দুদিন পরে এই স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্যের বিয়েতে আবদ্ধ হতে পারে। আর এভাবে সে চালিয়ে যেতে পারে অর্থনৈতিক নিকৃষ্ট ব্যাবসা। যা পুরুষকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ইসলাম উভয়ের কল্যাণের কথাই বলে এবং কারও একক ব্যাপক ক্ষতির পথ রোধ করে।

**দ্বিতীয়ত,** মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এক নয়। নারী ও পুরুষের চাহিদা যেমন ভিন্ন, তাদের আবেগ-অনুভূতি, ভালোবাসার প্রকাশও ভিন্ন। আবার একই অনুভূতি, ধৈর্য ভিন্ন জায়গায় ভিন্নভাবে প্রকাশ ঘটে। একজন নারী তার সন্তানের যন্ত্রণা যে-পরিমাণ সহ্য করতে পারে তা পুরুষ কোনোভাবেই পারে না। ব্যতিক্রম থাকলে তা আলাদা। আবার এই নারী সামান্য কারণেও তার স্বামীর আচরণে বিরক্ত হতে পারে, অস্বীকার করে বসতে পারে স্বামীর সকল অবদান। কারণ, তাদের আবেগ একটু বেশিই থাকে। তারা একটু বেশিই অভিমানী হয়।

এখন স্বামীর কোনো আচরণে বিরক্ত হয়ে সে হয়তো বাবার বাড়িতে চলে যেতে পারে। স্বামীকে তালাক দিয়ে দিতে পারে। ফলে দেখা গেল, কিছুদিন পরে আবেগ আর রাগের সংমিশ্রণে সোনার সংসার ভেঙে টুকরা টুকরা হতে পারে। এক্ষেত্রে পুরুষ তুলনামূলকভাবে নিজেকে বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। আর তাই ইসলাম এই অধিকার পুরুষকে বেশি দিয়েছে।

**তৃতীয়ত,** কাউকে ক্ষমতা প্রদানের অর্থ এই নয় যে, সে তার অপব্যবহার করবে। কেউ অপব্যবহার করলে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে স্বামীর জন্য এই ক্ষমতার অপব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, এরপরেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft


'আর তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদাচরণ করো।'[১]

তালাকের অপব্যবহার অবশ্যই সদাচরণ নয়। সুতরাং, যাচ্ছেতাই তালাক প্রদান আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী। অন্যদিকে যাকে যে-ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে-সম্পর্কে কিয়ামতে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা সকলেই দায়িত্ববান। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[২]

আর এই তালাক স্বাভাবিকভাবে বিবাহের উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী। কেননা, বিবাহের উদ্দেশ্যে হলো শান্তিতে বসবাস, পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি এবং পরবর্তী বংশবিস্তার। আল্লাহ তাআলা বলেন—

> 'এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।'[৩]

স্বাভাবিকভাবেই শান্তিতে বসবাস, পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি এবং পরবর্তী বংশবিস্তারে তালাক অন্তরায়। তবে একান্ত বাধ্য হলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে একে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। আবার এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈধ বলে ঘোষণাও করা হয়েছে।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১৯

[২] সহীহ বুখারী : ৮০৯; সহীহ মুসলিম : ১৮২৯; জামি তিরমিযী : ১৭০৫; সুনানু আবি দাউদ : ২৯২৮

[৩] সূরা রূম, আয়াত : ২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com